পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 72 Wednesday, 11 February, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৭২ সংখ্যা ✱ ২৮ মাঘ ১৪৩২, বুধবার, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

আগস্ট নয়, এপ্রিল থেকেই মিলবে যুব সাথীর ১৫০০ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ ১৫ অগস্ট নয়, ‘যুবসাথী প্রকল্প’ প্রকল্পটি আগামী ১ এপ্রিল থেকেই কার্যকর হবে বলে জানিয়ে দিলেন মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান জানান, আর্থিক বছরের কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত বদল করা হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী খোলসা করে এও জানিয়ে দেন, মাধ্যমিক পাশ করা যুবক-যুবতীরা এই প্রকল্পের আওতায় যে ভাতা পাবেন, তা তাঁদের প্রাপ্য অন্য কোনও স্কলারশিপে প্রভাব ফেলবে না। অর্থাৎ, ‘যুবসাথী’ অন্য বৃত্তির সঙ্গে সমান্তরালভাবেই চালু থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘ঐক্যশ্রী, স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম স্কলারশিপ, শিক্ষাশ্রী, স্মার্ট কার্ড যাই পাক না কেন, সেগুলোর সঙ্গে এটা কোনও এফেক্ট করবে না। কিন্তু অন্য কোনও স্কিমে যদি তারা টাকা না পায় তাহলে তারা দেড় হাজার টাকা করে আগামী পাঁচ বছর পাবে। তারপর আবার রিভিউ হবে যতদিন তারা চাকরি না পাচ্ছেন।’’ মমতা জানান, আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করতে রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে বিশেষ ক্যাম্প চালু করা হবে। ক্যাম্প চলবে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত। সময়, সকাল দশটা থেকে বিকাল ৫ টা। এই

ক্যাম্পগুলিতেই সরাসরি আবেদন করতে পারবেন উপভোক্তারা। অনলাইনের ক্ষেত্রে ঝাড়াইবাছাইয়ের ঝামেলা এড়াতেই এই ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সঙ্গে এও বলেন, ‘‘প্রতিটা ক্যাম্পে তিনটে করে দফতর থাকবে। ক্রীড়া যুব কল্যাণ (যুবসাথীর জন্য), মাইনর ইরিগেশন (ভূমিহীন খেত মজুরদের জন্য। তারা ওই ক্যাম্পে এসে নাম লেখাবেন। বছরে দু’বার দু’হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এছাড়া যাঁদের ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা দিতে হয় সেচের জলের জন্য, বিদ্যুৎ দফতরকে দিতে হত সেটাও ফ্রি করে দেওয়া হল। এক্ষেত্রে যাঁরা ২০০০ টাকা লিমিটের মধ্যে আমাদের কাছে আবেদন করবেন, তাঁদের জন্যেও ওই ক্যাম্পে বিদ্যুৎ দফতরের লোক থাকবে।’’ এ দিনের সাংবাদিক বৈঠকে আসন্ন উসব এবং সম্ভাব্য নির্বাচনের প্রসঙ্গও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘‘রমজান, হোলি, ইদ, পয়লা বৈশাখ- সব উৎসবই চলবে। তার মধ্যে যদি নির্বাচন আসে, নির্বাচনও তার নিজের নিয়মে চলবে।’’ ‘যুবসাথী’ প্রকল্পের শুরু নিয়ে হালকা রসিকতাও করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ‘‘১ এপ্রিল থেকে শুরু করছি। পয়লা এপ্রিল মানেই এপ্রিল ফুল- কিন্তু আমরা এখানে কোনও এপ্রিল ফুল বলছি না।’’ ভোটের মুখে রাজ্য বাজেট মানেই জনমুখী ঘোষণার ঝাঁপি। এ কথা নতুন নয়। এ বার সেই ঝাঁপির মধ্যেই নতুন ঘোষণা মাধ্যমিক পাশ করা বেকারদের হাতে দিনে ৫০ টাকা, অর্থাৎ মাসে ১,৫০০ টাকা ভাতা। বাজেট অনুযায়ী, মাধ্যমিক পাশ করা পশ্চিমবঙ্গের যুবক-যুবতীরা এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। ২০২৬ সালের ১ এপ্রিল থেকে এই প্রকল্প কার্যকর হবে। একটানা সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত এই ভাতা পাওয়া যাবে। তবে এই সময়ের মধ্যে কেউ চাকরি পেয়ে গেলে, স্বাভাবিকভাবেই প্রকল্পের সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, উচ্চশিক্ষার জন্য যাঁরা রাজ্য সরকার বা অন্য কোনও সংস্থার স্কলারশিপ পান, তাঁরাও এই প্রকল্পের বাইরে থাকবেন না। অর্থাৎ পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ না পাওয়া যুবক-যুবতীদের জন্যও এই ভাতা চালু থাকবে। রাজ্য বাজেটে জানানো হয়েছে, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে এই প্রকল্পের জন্য ৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে বড় অঙ্ক।

হাসপাতালের পরিষেবা উন্নয়নে জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ হাসপাতাল পরিষেবা নজরদারিতে রাজ্যে ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম গঠন করল রাজ্য সরকার। রাজ্যের হাসপাতাল পরিষেবার মানোন্নয়ন, বিভিন্ন পরিষেবার উপর নজরদারি এবং অভিযোগ নিস্পত্তির প্রক্রিয়া আরও জোরদার করতে ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম গঠন করল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর। ইতিমধ্যে এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। স্বাস্থ্য ভবনের ৫ম তলায় এই কন্ট্রোল রুমটি চালু করা হয়েছে। হাসপাতাল পরিষেবার কার্যকারিতা, নির্ধারিত মানদণ্ড মেনে চলা, ফিল্ড ইউনিটের সঙ্গে সমন্বয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্মদক্ষতা সূচকের উপর নজর রাখাই

এই কন্ট্রোল রুমের মূল কাজ হবে। নির্দেশিকায় আরও জানানো হয়েছে, কন্ট্রোল রুমে মোট ১২ জন আধিকারিক ও কর্মী থাকবেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সহযোগী অধ্যাপক, মেডিক্যাল অফিসার, ডিএসএনএম, স্টেট কনসালট্যান্ট, এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট ও ডেটা এন্ট্রি অপারেটর। কন্ট্রোল রুমটি সপ্তাহে সোমবার থেকে শনিবার দু’টি শিফটে চলবে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টো এবং দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। কন্ট্রোল রুমের দৈনন্দিন কাজকর্ম তদারকির দায়িত্বে থাকবেন হাসপাতাল প্রশাসনের ডিরেক্টর। পাশাপাশি রিপোর্ট বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনার কাজে যুক্ত থাকবেন এসপিএসআরসি এবং বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকল্পের পরামর্শদাতারাও। নির্দেশিকায় আরও জানানো হয়েছে, আগের নির্দেশ অনুযায়ী রেফারাল কন্ট্রোল রুমও একই স্থানে কাজ চালিয়ে যাবে। নতুন এই ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে। স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের মতে, এই উদ্যোগের ফলে হাসপাতাল পরিষেবায় স্বচ্ছতা বাড়বে, দ্রুত সমস্যা চিহ্নিত করা যাবে এবং রোগী পরিষেবার মান আরও উন্নত হবে বলে স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের মত।

রাজ্যকে কমিশনের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ আধিকারিকদের বদলি নিয়ে মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে ফের চিঠি নির্বাচন কমিশনের। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বাংলায় ৭ মে পর্যন্ত চলতি সরকারের সময়সীমা। বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকে যে সকল নির্বাচনী আধিকারিক তিন বছর একই জেলায় রয়েছেন, তাঁদের দ্রুত বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিশনের পক্ষ থেকে। মুখ্য সচিবকে-সিইও-কে চিঠি নির্বাচন কমিশনের। সংশ্লিষ্ট চিঠিতে কোন আধিকারিকদের বদলি করতে হবে তার একটি কমিশন বলেছে, কোনও ডিইও, আরও, এআরও, পুলিশ ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর বা তার উর্ধ্বে কোনও আধিকারিককে এমন জায়গায় বদলি করতে হবে, যেখানে তাঁরা আগে কাজ করেননি। অর্থাৎ বিধানসভা বা উপনির্বাচনে যেখানে তিনি আগে ছিলেন সেখানেই ফের বদলি করা যাবে না বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিশনের পক্ষ থেকে। এখানে উল্লেখ্য, এর আগেও আধিকারিকদের নিয়ে বার্তা দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। গত বছরের আগস্টে নির্বাচন কমিশনের তরফে একটি চিঠি লেখা হয়েছিল। সেখানে বারুইপুর, ময়নার এইআরও এবং ইআরও-র বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার কথা বলা হয়েছিল। সেই সময় মুখ্যসচিব ছিলেন মনোজ পন্থ। তিনি দিল্লিতে গিয়ে বৈঠকও করেন। সেই সময় পদক্ষেপ বলতে শুধুমাত্র সাসপেন্ড করা হয়েছিল ওই আধিকারিকদের। এফআইআর হয়নি। সেই নিয়েও চিঠি দিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল কমিশন।

১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এসআইআর শুনানি

২৮ ফেব্রুয়ারি বের হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দিন যে পিছিয়ে যাচ্ছে সেই খবর আগেই মিলেছিল। আগে ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা থাকলেও প্রথমে ধাপ পেরিয়ে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা বের হবে ২৮ ফেব্রুয়ারি। ২১ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারির এই সময়কালের মধ্যেই ঠিক করা হবে কোন বুথে কী ধরনের তথ্য থাকবে সেই সমস্ত কাজই খতিয়ে দেখা হবে।

শোনা গিয়েছিল তা পিছিয়ে যেতে পারে ১০ দিন। যদিও কোনও অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি আসেনি। এবার নির্বাচন কমিশনের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল ২৮ ফেব্রুয়ারি বের হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। দেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে ইতিমধ্যেই এই নির্দেশিকা চলে এসেছে বাংলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে। নির্বাচন কমিশনের নতুন সূচি বলছে, যে সমস্ত নোটিস মানুষের কাছে গিয়েছে সেগুলির শুনানি চলবে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। অর্থা ওই দিনই শুনানির শেষ দিন। শুনানির পর সমস্ত নথিপত্র যাচাই, নিস্পত্তি করার কাজ চলবে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তারপরেও আরও বেশ কিছু ইতিমধ্যেই এই নির্দেশিকার প্রতিলিপি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব সহ ডিজি (আইটি) এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় আধিকারিকদের রাছে পাঠানো হয়েছে। এদিকে এর আগে উত্তর প্রদেশে একমাসের জন্য বেড়েছে সময়সীমা। সে ক্ষেত্রে কেন বাংলার জন্য কেন সময়সীমা বাড়বে না সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। শেষ পর্যন্ত ১৪ দিন পিছিয়ে যাচ্ছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিনক্ষণ। এদিকে আবার নির্বাচন কমিশন সূত্র মারফত যে খবর আসছে তাতে জানা যাচ্ছে আগামী ২ মার্চ বাংলায় হতে পারে ভোট ঘোষণা। বাংলায় তিন দফায় হতে পারে ভোট। উত্তরবঙ্গে এক দফায়। বাকি ভাগে দক্ষিণবঙ্গে হতে পারে ভোট।

‘জন্ম থেকে মৃত্যু, গোটা জীবনটাই কাটছে ট্যাক্সের ফাঁদে’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ জন্ম থেকে মৃত্যু, ভারতীয়দের জীবন আটকে কেন্দ্রীয় সরকারের বেঁধে দেওয়া ট্যাক্সের ধাঁধায়। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ প্রসঙ্গে লোকসভায় বক্তব্য রাখতে উঠে এই মন্তব্য করলেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কর ট্র্যাপ’-এ ফেলার অভিযোগও। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকেও তাঁর বার্তা, উপযুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি অভিযোগগুলির পাল্টা জবাব দিতে পারেন নিজের বক্তব্য। প্রয়োজনে উল্লেখ করতে পারেন তাঁর নাম। অভিজ্ঞ মহলের দাবি, এই বার্তা দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে

নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ দাগার পাশাপাশি তাঁর কণ্ঠে শোনা গেল দ্বৈত ভারত প্রসঙ্গও। এক দিকে এই দেশে বিশ্বগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়েছে। অন্য দিকে, সেখানেই বাংলায় কথা বলার জন্য বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, নিজের বক্তব্যে অভিযোগ তুলেছেন অভিষেক। ২০২১ সালে জন এফ কেনেডি সেন্টারে কমেডিয়ান বীর দাসের দুই ভারত থেকে আসার মন্তব্য আদতে সত্যকে দেখানোর একটি আয়না ছিল, বার্তা তাঁর। এ দিন নিজের বক্তব্যে একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রকে আক্রমণ করেছেন অভিষেক। সুচারু ভাবে তুলেছেন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বকেয়া না মেটানোর অভিযোগ, বাজেটে বাংলাকে বঞ্চিত করার অভিযোগ, দেশবাসীকে ‘ট্যাক্স দিয়েছেন নির্মলা সীতারামনের দিকে। অভিষেকের অভিযোগ, এই দেশে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি ব্যক্তিকে ট্যাক্সের ফাঁদে জর্জরিত করে রাখা হয়। নিজের দাবির পক্ষে তাঁর বক্তব্য, ‘‘শিশুর জন্মের পরে তার ডায়াপারের ট্যাক্স, পড়াশোনা শুরু হওয়ার পরে শিক্ষা, বই, নোটবুক, পেন, পেন্সিল-সবকিছুতে ট্যাক্স, তিনি উপার্জন শুরু করলে এর উপরে ট্যাক্স, টাকা বাঁচালে এর উপরে ট্যাক্স, খরচ করলে তার উপরেও বসানো হয় ট্যাক্স, কাজে গেলে পেট্রল-ডিজেলে ট্যাক্স, অসুস্থ হলে ডাক্তার, ওষুধের উপরে ট্যাক্স, বৃদ্ধ হলে পেনশন, চিকিসায় ট্যাক্স, তাঁর মৃত্যুর পরে শোকসভায় ধূপ জ্বালানোর জন্যও পরিবারকে ট্যাক্স দিতে হয়।’’

কয়লা মামলায় লালা-ঘনিষ্ঠের খোঁজ! আরও দু’জনকে গ্রেফতার করল ইডি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যে ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। পুরনো কয়লা পাচার মামলার তদন্তে বড় পদক্ষেপ করে কেন্দ্রীয় এই সংস্থা গ্রেপ্তার করেছে দুই কয়লা ব্যবসায়ী কিরণ খাঁ এবং চিন্ময় মণ্ডলকে। সোমবার গভীর রাতে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, দফায় দফায় জেরায় একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ধৃত চিন্ময় মণ্ডল কয়লা পাচার মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত ‘লালা’র ঘনিষ্ঠ বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন। অন্যদিকে কিরণ খাঁ একসময় কয়লা মাফিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পরে নিজেকে ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন বলে ইডির প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। দুজনকে জেরা করে পাচারচক্রের আরও বিস্তৃত নেটওয়ার্ক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে অনুমান আধিকারিকদের। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই মামলায় এর আগেও একাধিক চাঞ্চল্যকর পদক্ষেপ করেছে ইডি। পুরনো তদন্তের সূত্র ধরেই আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং সংস্থার অফিসে তল্লাশি চালানো হয়েছিল, যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত হাই কোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। সেই আবহেই সম্প্রতি কলকাতায় এসে ইডির ডিরেক্টর রাহুল নবীন উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে কয়লা, বালি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলার অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে জানা গিয়েছে। এরপর থেকেই তদন্তে গতি বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। গত কয়েকদিনে একাধিক ব্যবসায়ীকে জেরা করা হয়েছে। চলতি মাসের তিন তারিখ আসানসোলের রানিগঞ্জ, জামুরিয়া-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালান ইডি আধিকারিকরা। একাধিক ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি সংগ্রহ করা হয়। জামুরিয়ার এক ব্যবসায়ীর বাড়ির গুদামঘর থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকা নগদ উদ্ধার হওয়ায় তদন্তে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। একই দিনে বুদবুদ থানার ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। তাঁকেও সোমবার তলব করেছিল ইডি, তবে তিনি হাজির হননি বলে খবর। এর পাশাপাশি কিরণ খাঁ এবং চিন্ময় মণ্ডলকেও তলব করা হয়। দীর্ঘ সময় ধরে জেরা করার পর তদন্তকারীরা তাঁদের বক্তব্যে অসঙ্গতি খুঁজে পান এবং শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তারির সিদ্ধান্ত নেন। ইডি সূত্রে ইঙ্গিত, ধৃতদের জেরা করে কয়লা পাচারের অর্থ কার কার কাছে পৌঁছেছে, সেই সংযোগসূত্রও সামনে আসতে পারে। ফলে এই গ্রেপ্তারি শুধু পাচারচক্র নয়, সম্ভাব্য আর্থিক লেনদেনের বৃহত্তর জাল উন্মোচন করতে পারে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা। নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় সংস্থার এই তপরতা স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা বাড়িয়েছে। যদিও ইডির দাবি, পুরো তদন্তই আইনি প্রক্রিয়া মেনেই এগোচ্ছে এবং অপরাধের সঙ্গে যুক্তদের চিহ্নিত করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। এখন নজর, এই জেরায় আর কী তথ্য উঠে আসে এবং কয়লা পাচার মামলার তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয়।

২ মার্চ হতে পারে ভোট ঘোষণা, তিন দফাতে নির্বাচন সূত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ হতেই যে ভোট ঘোষণা হয়ে যাবে তা নিয়ে তা কার্যত সময়ের অপেক্ষাই। এরইমধ্যে শোনা গিয়েছিল এক দফাতেই ভোট করাতে প্রস্তুত রয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এখন নতুন যে খবর আসছে তাতে জানা যাচ্ছে ২ মার্চ বাংলার জন্য হয়ে যেতে পারে ভোট ঘোষণা। ৩ দফাতেই হতে পারে এবারের বিধানসভা ভোট। সূত্রের খবর এমনটাই। অন্যদিকে এক দফাতে ভোট হতে পারে উত্তরবঙ্গের ৮ জেলায়। অন্যদিকে ২ দফায় ভোট হতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। কলকাতা, হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, হুগলি, নদিয়ায় ভোট হতে পারে একসঙ্গে। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে একসঙ্গে ভোট হতে পারে। অন্যদিকে অশান্তি প্রবণ ৫ জেলায় বিশেষ নজর রয়েছে নির্বাচন কমিশনের। বিশেষ নজর মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম, কোচবিহারে বিশেষ নজর থাকছে কমিশনের। একইসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও বিশেষ নজর থাকছে বলে কমিশন সূত্রে খবর। ইতিমধ্যেই রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে ভোটের দফা কমানোর জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। এখন তিন দফাতে আদৌও ভোট হয় কিনা তা অনেকটাই নির্ভর করছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের উপরে। ওয়াকিবহাল মহলের বড় অংশের মতে, হাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী কত থাকছে, কোথায় কোথায় মোতায়েন সম্ভব, স্পর্শকাতর বুথগুলির অবস্থা কী থাকছে তার উপরেও অনেকটাই এই সিদ্ধান্তের ছাপ থাকবে। কারণ, শান্তিপূর্ণ ভোট করতে হলে অবশ্যই পর্যাপ্ত বাহিনীর প্রয়োজন হবে। এখন পর্যাপ্ত বাহিনী পাওয়া গেলে তবেই ভোটের দফা কমানো সম্ভব হবে। এই সমস্ত বিষয় নিয়েই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন। সেখান থেকে গ্রিন সিগন্যাল পেলে তবেই ভোটের দফা কমানো যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ফের অথৈ জলে চিংড়িহাটা মেট্রোর কাজ? হাইকোর্টের গ্রিন সিগন্যাল মিললেও সুপ্রিম কোর্টে চলে গেল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ চিংড়িহাটা মেট্রোর কাজ নিয়ে এবার মামলা দায়ের হল সুপ্রিম কোর্টে। রাজ্য সরকার এবং কলকাতা পুলিশের তরফে এসএলপি বা স্পেশাল লিভ পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট সময় বেঁধে দিয়ে বকেয়া কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিল। তবে তার আগেই আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করল রাজ্য সরকার। যার জেরে মেট্রো প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়া আরও পিছিয়ে গেল বলে মনে করছেন কলকাতা মেট্রোর কর্তারা। চিংড়িহাটা মেট্রোর কাজ নিয়ে জলঘোলার অন্ত নেই। চিংড়িঘাটায় মাত্র ৩১১ মিটার অংশে কাজ বাকি। যা নিয়ে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাজ্য সরকারের টানাপোড়েন চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। অভিযোগ, ওই অংশে কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বাইপাসে যান চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। তবে সরকারের অনুমতি না মেলায় কাজ শুরু করা যায়নি। ট্রাফিক ব্লক বা ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের চিংড়িহাটার অংশে রাস্তা রাতের বেলায় অন্তত তিনদিন বন্ধ করার অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও অনুরোধেই কোনও কাজ না হওয়ায় বিষয়টির জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। তারপরই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিষয়টি নিয়ে রীতিমত রাজ্য প্রশাসন এবং কলকাতা পুলিশকে ভর্ৎসনা করেন। ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যাবতীয় জটিলতার সমাধানের নির্দেশ দেওয়া হয় কলকাতা পুলিশকে। এরপর দেখা যায়, দীর্ঘ কয়েক মাস আগে তৈরি হয়ে যাওয়া রাস্তা যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হল। বর্তমানে সেই অনুযায়ী চলছিল গাড়ি। এখানে উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় বাজেটের দিনও চিংড়িহাটায় মেট্রোর কাজ থমকে থাকা নিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। এই সব নানা ধরনের সমস্যার মধ্যেই এবার মামলা গেল সর্বোচ্চ আদালতে।

৩০টিরও বেশি বাড়িতে আগুন, চলল গুলিও! নতুন করে ফের অশান্তি মণিপুরে, বন্ধ নেট পরিষেবা

সংবাদ সংস্থা, ইম্ফল, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ মণিপুরে নতুন করে অশান্তি। রাজ্যের পাহাড়ি জেলা উখরুলে ফের সংঘর্ষে জড়িয়েছে কুকি-জো ও নাগা- দুই গোষ্ঠী। নতুন করে সংঘর্ষ মাথাচাড়া দেওয়ায় পরিস্থিতি সামাল দিতে পাঁচ দিনের জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। পাশাপাশি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কার্ফু জারি করা হয়েছে এবং পাহাড়ি এলাকাজুড়ে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত নিরাপত্তাবাহিনী। প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উখরুল জেলার লিতান (লিতাং সারেখং) এলাকায় মঙ্গলবার সকাল থেকে উত্তেজনা চরমে ওঠে। অভিযোগ, সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা অন্তত ন’টি থেকে দশটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। কোথাও কোথাও গুলি চালানোর ঘটনাও ঘটেছে বলে স্থানীয়দের দাবি। মূলত গ্রামবাসীদের আতঙ্কিত করে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করতেই এই গুলিচালনা করা হয়েছে বলে মনে করছে প্রশাসন। এই সংঘর্ষের সূত্রপাত গত শনিবার রাতে। অভিযোগ, একদল কুকি-জো যুবক এক তাংখুল নাগা ব্যক্তির উপর হামলা চালায়। রবিবার নাগা গ্রামবাসীরা কুকি-জো অধ্যুষিত একটি গ্রামের প্রধানের কাছে অভিযুক্তদের সামনে আনার দাবি জানাতে গেলে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে। সেই থেকেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং সোমবার ও মঙ্গলবার তা সহিংস রূপ নেয়। সরকারি হিসেব অনুযায়ী, রবিবার ও সোমবার মিলিয়ে প্রায় ৩০টি বাড়ি পুড়েছে। সংঘর্ষে কয়েক জন

আহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে এক জন পুলিশকর্মীও রয়েছেন। আহতদের ইম্ফলের রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসে চিকিৎসা চলছে। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় বহু পরিবার নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে আশ্রয় নিয়েছেন। উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারা অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ‘পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত’। তবে প্রশাসনের দাবি, এই সব ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও পাহাড়ি ও দুর্গম এলাকায় এখনও থমথমে অবস্থা। মূল সড়কগুলিতে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ভিতরের গ্রামগুলিতে নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ রয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী ইউম্নাম খেমচন্দ সিং দুই সম্প্রদায়ের কাছেই শান্তি ও সংযম বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন। পাশাপাশি, উপমুখ্যমন্ত্রী লোসি ডিখোর নেতৃত্বে বিধায়কদের একটি দল লিতান এলাকা পরিদর্শন করে। তাঁরা দুই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে সংঘর্ষ বন্ধের আহ্বান জানান। সংঘর্ষের প্রভাব পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও। উখরুল ও ইম্ফল উপত্যকার মধ্যে যাতায়াতকারী গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। অভিযোগ, জাতীয় সড়কে চলাচল সীমিত থাকায় এই রাস্তিই ছিল প্রধান ভরসা, কিন্তু এখন সেটিও নিরাপদ নয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। মঙ্গলবার ইম্ফল ও উখরুলের মধ্যে একটি হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু করা হয়েছে এবং বুধবার আরও দু’টি বিশেষ হেলিকপ্টার উড়ানের পরিকল্পনা রয়েছে। নিয়মিত পরিষেবার পাশাপাশি এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখে। এদিকে, প্রশাসনের দাবি - ভুয়ো খবর ও গুজব ছড়ানো রুখতেই ইন্টারনেট পরিষেবা সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারের কাজ চলছে। দীর্ঘদিনের জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া এই সংঘর্ষ ফের এক বার মণিপুরের পাহাড়ি অঞ্চলের অস্থির বাস্তবতাকে সামনে এনে দিল।

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা

বিরোধীদের হট্টগোলে ফের অচল লোকসভা, দু'দফা মুলতুবি অধিবেশন অসন্তোষ প্রকাশ কিরেন রিজিজুর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১০ফেব্রুয়ারিঃবিরোধী দলগুলির লাগাতার হট্টগোলে গত সোমবার আবারও কার্যত অচল হয়ে পড়ল লোকসভার অধিবেশন। দিনের শুরু থেকেই উত্তপ্ত পরিস্থিতির জেরে প্রথমে বেলা ১২টা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয় নিম্নকক্ষের অধিবেশন। কিন্তু পরিস্থিতির কোনও উন্নতি না হওয়ায় পরে তা আরও বাড়িয়ে দুপুর দু'টো পর্যন্ত মুলতুবি ঘোষণা করতে বাধ্য হন স্পিকার ওম বিড়লা। সংসদের এই অচলাবস্থাকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হযেছে।সংসদ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার অধিবেশন শুরু হতেই কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দলের সাংসদরা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ, স্পিকার ওম বিড়লার ভূমিকা পক্ষপাতদুষ্ট এবং সংসদ পরিচালনায় তিনি নিরপেক্ষতা বজায় রাখছেন না। এই অভিযোগকে সামনে রেখেই কংগ্রেসের তরফে স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। যদিও স্পিকার পক্ষ থেকে বারবার সদস্যদের নিজ নিজ আসনে ফিরে গিয়ে সংসদীয় নিয়ম মেনে আলোচনা করার আবেদন জানানো হয়, তাতে কোনও কাজ হয়নি।বাজেট অধিবেশনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সংসদের এই অচলাবস্থা শাসক দলের কাছে বড় অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারের দাবি, দেশের আর্থিক ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হওয়ার কথা থাকলেও বিরোধীরা পরিকল্পিত ভাবে সংসদের কাজকর্ম ব্যাহত করছে। এই প্রসঙ্গে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু প্রকাশ্যে কংগ্রেসকে নিশানা করেন। তিনি বলেন, সরকার বারবার বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছে, এমনকি ' জোড় করে' অনুরোধ করা হয়েছে যাতে বাজেট নিয়ে গঠনমূলক বিতর্ক হয়। কিন্তু কংগ্রেস আলোচনা করতে আগ্রহী নয়, তারা প্রতিদিন সংসদের ওয়েলে নেমে হট্টগোল তৈরি করছে।রিজিজুর অভিযোগ, বিরোধী দল বিশেষ করে কংগ্রেস ইতিমধ্যেই সংসদের মর্যাদা নষ্ট করেছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, গণতন্ত্রে বিরোধীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেই ভূমিকা পালন করতে হলে সংসদের নিয়মকানুন মেনে চলা জরুরি। সংসদের ভিতরে স্লোগান, প্ল্যাকার্ড আর বিক্ষোভের মাধ্যমে কোনও সমস্যার সমাধান হয় না বলেই তাঁর দাবি। অন্যদিকে, কংগ্রেসের পাল্টা যুক্তি, সরকার ইচ্ছাকৃতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলি নিয়ে আলোচনা এড়িয়ে যাচ্ছে। স্পিকার পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছেন বলেই সংসদে বিরোধীদের কথা বলার সুযোগ মিলছে না-এই অভিযোগ তুলে তারা বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বের মতে, সংসদ কেবল সরকারের সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেওয়ার জায়গা নয় এখানে প্রশ্ন তোলা, সমালোচনা করা এবং জবাব চাওয়াই বিরোধীদের সাংবিধানিক অধিকার।এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, বাজেট অধিবেশনের বাকি দিনগুলো আদৌ কতটা ফলপ্রসূ হবে। অর্থনৈতিক নীতি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্বের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার কথা থাকলেও সংসদের কার্যক্রম বারবার মুলতুবি হওয়ায় সেই সব বিষয় পিছিয়ে পড়ছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বাভাবিক ধারায় সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক, কিন্তু তা যদি সংসদের কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়, তাহলে তার প্রভাব পড়ে দেশের প্রশাসন ও নীতিনির্ধারণের উপর।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, স্পিকারকে ঘিরে অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনা সংসদের অচলাবস্থাকে আরও দীর্ঘায়িত করতে পারে। কারণ, স্পিকারের পদ সাংবিধানিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই পদকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হলে সংসদের পরিবেশ আরও উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। একই সঙ্গে শাসক দলের অভিযোগ ও বিরোধীদের পাল্টা যুক্তি-র মধ্যে কোনও সমঝোতার পথ না বেরোলে আগামী দিনেও লোকসভায় একই চিত্র দেখা যেতে পারে।সব মিলিয়ে, সোমবারের ঘটনা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সংসদীয় রাজনীতির গভীর সংকট। যেখানে আলোচনা ও বিতর্কের জায়গা হওয়ার কথা, সেখানে ক্রমশ হট্টগোল ও অচলাবস্থা নিয়মিত দৃশ্যে পরিণত হচ্ছে। বাজেটঅধিবেশনের মাঝপথে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নই এখন সবচেয়ে বড়-সংসদের মর্যাদা রক্ষা করে আদৌ কি স্বাভাবিক কাজকর্মে ফেরা সম্ভব হবে, নাকি রাজনৈতিক সংঘাতের বলি হযে অধিবেশন আরও কয়েক দিন এভাবেই মুলতুবির খাতায় নাম লেখাবে।

অসুস্থ আইনজীবী, সুপ্রিম কোর্টে পিছিয়ে গেল আইপ্যাক মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ সুপ্রিম কোর্টে ফের পিছিয়ে গেল আইপ্যাক মামলার শুনানি। আইনজীবী অসুস্থতার কারণে মঙ্গলবার আইপ্যাক মামলার শুনানি পিছিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।গত ৮ জানুয়ারি একটি মামলায় আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং দফতরে হানা দিয়েছিল ইডি। ওই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তল্লাশি অভিযান চলাকালীন সেখানে উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তদন্তে বাধা এবং নথি কেড়ে নেওয়ার অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে ইডি। ইডির বিরুদ্ধে আদালতে যায় রাজ্যও।মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র এবং বিচারপতি সঞ্জীব মেহতার বেঞ্চে মামলার শুনানির কথা ছিল। কিন্তু আইনজীবী কপিল সিব্বল অসুস্থ থাকার কারণে মামলার শুনানি সম্ভব হল না। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি ফের এই মামলা শুনানির জন্য উঠবে।

আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ, স্থিতিশীল রয়েছেন শরদ পওয়ার

পুণে(সংবাদ সংস্থা), ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন এনসিপি-এসসিপি প্রধান শরদ পওয়ার। তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন এবং চিকিসায় সাড়া দিচ্ছেন। রুবি হল ক্লিনিকের চিকিৎসক এবং ট্রাস্টি ডাঃ সাইমন গ্রান্ট জানিয়েছেন, এনসিপি-এসসিপি প্রধান শরদ পওয়ার স্থিতিশীল এবং সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক মাপকাঠিগুলি স্বাভাবিক রয়েছে এবং তাঁর সামগ্রিক ক্লিনিকাল অবস্থা স্থিতিশীল এবং সুস্থ হয়ে উঠছেন।ডাঃ সাইমন গ্রান্ট জানান, ভর্তির সময় লক্ষ্য করা গিয়েছিল, হালকা অস্বস্তি ছিল, যদিও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার ফলে উন্নতি হয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে, তিনি পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। রুবি হল ক্লিনিকের প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল প্রোটোকল অনুসারে তাঁর চিকিৎসা নিয়মমাফিক পরিচালিত হচ্ছে এবং সমস্ত পরীক্ষা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। তাঁর ক্লিনিকাল অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ডাঃ প্রদীপ সাহাকে সম্বর্ধনা

কে.সাহা,কুলপী(দঃ২৪পরগণা),১০ ফেব্রুয়ারিঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিধানসভার কুলপীর চিত্তরঞ্জন ডেন্টালি হসপিটালের মালিক তথা ডাঃ প্রদীপ সাহাকে মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার সম্বর্ধনা দিলেন। সাংসদ জানালেন যে, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো আমরা আমাদের মথুরাপুর লোকসভার অন্যতম অবসর প্রাপ্ত সরকারি চিকিৎসক ডাঃ প্রদীপ সাহাকে সম্মান জানান

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

আমতায় পুড়ে ছাই চারটি দোকান, ব্যাপক পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি

অরূপ নস্কর,হাওড়া, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ হাওড়ার আমতা থানার অন্তর্গত নতুন রাস্তা মোড় সংলগ্ন এলাকায় মঙ্গলবার ভোররাতের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। আগুনে চারটি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে একটি কাঠের গুদামে আগুন লাগে। সেখানে কাঠ চেরাইয়ের কাজ চলত এবং প্রচুর কাঠের গুড়ো মজুত থাকায় মুহূর্তের মধ্যে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের দোকানগুলিতে। একটি ইলেকট্রনিক্সের দোকান সহ আরও অন্তত দুটি দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দমকলের চারটি ইঞ্জিন প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ভোর সাড়ে তিনটা নাগাদ আগুন লাগে বলে জানা গিয়েছে।আগুনের খবর পেয়েই তৎপর হয়ে ওঠে আমতা থানার পুলিশ। পাশের একটি বহুতলে আটকে পড়া চারজনকে নিরাপদে উদ্ধার করে পুলিশ। অগ্নিকাণ্ডে কাঠের গুদামের মালিক সুরেন্দ্র শুক্লা আহত হন এবং তাঁকে আমতা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হযেছে। তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিটের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না দমকল কর্তৃপক্ষ, যদিও তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা ছাড়াতে পারে বলে অনুমান স্থানীয়দের।

ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির প্রতিবাদে দক্ষিণ কলকাতায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ

অনিকেন নস্কর,কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সদ্য স্বাক্ষরিত বলে দাবি করা নতুন বাণিজ্যিক চুক্তির প্রতিবাদে দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে মঙ্গলবার হাজরা মোড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত হয়। কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে এবং দেশের লোকসভা, রাজ্যসভা ও মন্ত্রিসভাকে উপেক্ষা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, নতুন চুক্তি অনুযায়ী ভারত থেকে আমেরিকায় রপ্তানিকৃত পণ্যের ওপর শুল্কের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর শুল্ক শূন্য করা হয়েছে, যা দেশের অর্থনীতি ও কৃষি ব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। বিক্ষোভকারীদের আশঙ্কা, এই চুক্তি কার্যকর হলে দেশীয় কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বড় ধরনের প্রতিযোগিতার মুখে পড়বেন এবং কৃষিজাত পণ্যের বাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মার্কিন প্রেসিডেন্টের কুশপুতুল দাহ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি প্রদীপ প্রসাদ, নেতা আশুতোষ চ্যাটার্জি সহ একাধিক কর্মী-সমর্থক। নেতৃত্বের দাবি, দেশের স্বার্থ রক্ষায় এই চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশ করে জনসমক্ষে আনা হোক।

সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে বিরোধীরাঃকঙ্গনা রানাউত

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ সংসদে হট্টগোলের জন্য বিরোধীদের কঠোর সমালোচনা করলেন বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাউত। তাঁর মতে, সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে বিরোধীরা। মঙ্গলবার কঙ্গনা বলেন, বিরোধীরা সমস্ত সীমা অতিক্রম করছে। পুরো দেশ লজ্জিত। রাহুল গান্ধী গতকাল একটি অননুমোদিত বই উপস্থাপন করেছেন। তিনি সমগ্র বিচার বিভাগকে অপমান করেছেন। তারা বরাবরের মতোই ক্ষমা চাইবে। পেঙ্গুইন পাবলিকেশন্স আজ জানিয়েছে যে এই বইটি অননুমোদিত।উল্লেখ্য, বিগত কয়েকদিন ধরে বিরোধীদের হট্টগোলে লোকসভার কাজে বিঘ্ন ঘটেছে। দফায় দফায় মুলতুবি হয়েছে অধিবেশন। একই অবস্থা ছিল মঙ্গলবারও খবর সত্র থেকে জানি।

বাংলার যুবসাথী প্রকল্প চালু করার সময়সীমা এগিয়ে এনেছে

অরূপ নস্কর, নবান্ন, ১০ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্য সরকার আগামী অর্থ বছরের প্রথম চার মাসের জন্য অন্তর্বর্তী বাজেটে ঘোষিত বাংলার যুবসাথী প্রকল্প চালু করার সময়সীমা এগিয়ে এনেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ নবান্নে বলেন ১৫ই আগস্ট এর পরিবর্তে আগামী পয়লা এপ্রিল থেকে এই প্রকল্পে ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সী মাধ্যমিক উত্তীর্ণ বেকার ছাত্র ছাত্রীরা সরকারি স্কলারশিপ পেলেও পাঁচ বছরের জন্য মাসে দেড় হাজার টাকা করে ভাতা পাবেন। এছাড়া একই সময় থেকে কৃষক বন্ধু প্রকল্পে ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের বছরে দুই বার ২০০০ টাকা করে দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। এইজন্যে আগামী ১৫ থেকে ২৬ শে ফেব্রুয়ারি রাজ্যের ২৯৪ টি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিটিতে শিবিরের মাধ্যমে আবেদন সংগ্রহ করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। জমা পড়া আবেদন গুলি খতিয়ে দেখে যোগ্য প্রাপকদের হাতে সুবিধা তুলে দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

উত্তর প্রদেশ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু, চলবে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

লখনউ(সংবাদ সংস্থা), ১০ ফেব্রুয়ারিঃ গত সোমবার থেকে শুরু হল উত্তর প্রদেশ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই অধিবেশন। নতুন অর্থবছরের আর্থিক পরিকল্পনা, রাজ্যের উন্নয়ন যাত্রা এবং সরকারের নীতিগত অবস্থান-সব মিলিয়ে এই অধিবেশনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অধিবেশন শুরুর প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ স্পষ্ট করে জানান, এবারের বাজেট অধিবেশনে দু'টি বিষয় বিশেষ গুরুত্ব পাবে-রাজ্যপালের ভাষণ এবং সাধারণ বাজেট পেশ।মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যপালের ভাষণের মধ্য দিয়েই অধিবেশনের সূচনা হয়েছে এবং তার পরেই সভায় পেশ করা হবে উত্তর প্রদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা। যোগী আদিত্যনাথের কথায়, এই প্রথম কোনও রাজ্য সরকার তাদের সামগ্রিক অর্থনৈতিক সাফল্যকে এভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে বিধানসভায় তুলে ধরতে চলেছে। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়ে থাকা উত্তর প্রদেশকে বর্তমান সরকার ভারতীয় অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভে পরিণত করেছে। জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ-সকলেরই এই উন্নয়ন যাত্রা সম্পর্কে জানার অধিকার রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেট আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় পেশ করা হবে। সেই বাজেটের উপর বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং বিভিন্ন দিক থেকে তা পর্যালোচনা করা হবে। তাঁর মতে, এই বাজেট শুধুমাত্র আর্থিক হিসাব-নিকাশের দলিল নয়, বরং উত্তর প্রদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রূপরেখা হিসেবেও কাজ করবে।অন্যদিকে, অধিবেশন শুরুর দিনেই শাসক ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তাপ চোখে পড়ে। বিরোধী বিধায়কদের স্লোগানের মধ্যেই রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল তাঁর ভাষণ দেন। ভাষণে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সাফল্যের কথা তুলে ধরেন রাজ্যপাল। তিনি জানান, বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যে প্রায় ছয় কোটি মানুষকে দারিদ্র্যমুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এই তথ্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, সামাজিক সুরক্ষা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির মাধ্যমেই এই সাফল্য এসেছে।রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আয়োজনগুলির প্রসঙ্গও টানেন। তিনি জানান, ২০২৫ সালের মহাকুম্ভে ৬৫ কোটিরও বেশি মানুষের অংশগ্রহণ রাজ্যের সাংগঠনিক দক্ষতা এবং পরিকাঠামোগত সক্ষমতার প্রমাণ। পাশাপাশি প্রয়াগরাজে ২০২৬ সালের মাঘ মেলায় ২১ কোটিরও বেশি মানুষের সমাগমের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর মতে, এই বিপুল জনসমাগম শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিফলন নয়, বরং রাজ্যের প্রশাসনিক প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনার সাফল্যও তুলে ধরে।বাজেট অধিবেশনের শুরুতেই সরকারের উন্নয়নমূলক দাবি এবং বিরোধীদের আপত্তির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে আগামী কয়েক দিন বিধানসভা উত্তপ্ত বিতর্কের সাক্ষী হতে চলেছে। একদিকে সরকার উত্তর প্রদেশের আর্থিক অগ্রগতি ও সামাজিক পরিবর্তনের কথা তুলে ধরতে চাইছে, অন্যদিকে বিরোধীরা বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের জবাবদিহি দাবি করছে। সব মিলিয়ে, ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলা এই বাজেট অধিবেশন রাজ্যের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ দিশা নির্ধারণ করতে পারে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা জানা যায়।

নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশজুড়ে পালিত বিশ্ব ডাল দিবস

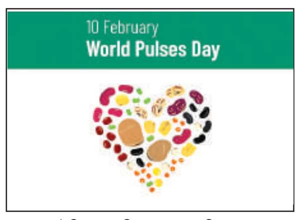

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১০ ফেব্রুয়ারি ঃবিশ্ব ডাল দিবস বা ওয়ার্ল্ড পালসেস ডে মঙ্গলবার। নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হচ্ছে। নানা ধরনের ডাল ও ডাল জাতীয় শস্যের পুষ্টিগুণ ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে জন সচেতনতা বৃদ্ধি করাই দিনটি পালনের মূল লক্ষ্য। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, ২০১৮ সাল থেকে দিনটি পালন করে আসছে।বিশ্ব ডাল দিবস প্রতি বছর ১০ ফেব্রুয়ারি পালিত হয়, যা রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কর্তৃক ঘোষিত একটি আন্তর্জাতিক দিবস। এটি ডালের পুষ্টিগুণ, খাদ্য নিরাপত্তা, মাটির স্বাস্থ্য এবং সুস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থায় ডালজাতীয় শস্যের (যেমন- ডাল, ছোলা, মটরশুটি) অবদান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদযাপন করা হয় আজকের দিনটিতে।

আদালতে আত্মসমর্পণ করতে এলেন আখতার আলি

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ আর জি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত আখতার আলি আলিপুর সিবিআই বিশেষ আদালতে আত্মসমর্পণ করতে এলেন। আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার (নন মেডিক্যাল) আখতার মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ আইনজীবী মারফত বিচারকের কাছে আত্মসমর্পণ ও জামিনের আবেদনের নথি পেশ করেছেন বলে সূত্রের খবর। তবে এ দিন মামলার সংশ্লিষ্ট বিচারক অনুপস্থিত। অন্য বিচারকের এজলাসে আবেদন করার প্রক্রিয়া করছেন আখতার আলির আইনজীবী। যে দুর্নীতি মামলার ' হুইসেল ব্লোয়ার' ছিলেন আখতার, সেই মামলার তদন্তে সিবিআই তাঁর নামেও একাধিক তথ্য পায় বলে সূত্রের খবর। সিবিআইয়ের চার্জশিটেও উঠে আসে আখতার আলির নাম।

রণকৌশল স্থির করতে ফের বৈঠকে বসলেন ইন্ডি জোটের নেতারা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ সংসদের বাজেট অধিবেশন চলাকালীন নিজেদের রণকৌশল স্থির করতে ফের বৈঠকে বসলেন ইন্ডি জোটের নেতারা। মঙ্গলবার সকালে সংসদ ভবন কমপ্লেক্সে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের কার্যালয়ে. ইন্ডি জোটের ফ্লোর নেতাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।এছাড়াও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের শতাব্দী রায়, উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত, কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ প্রমুখ। বিগত কয়েকদিনের মতো মঙ্গলবারও বৈঠকে বসেন তাঁরা এবং নিজেদের মধ্যে রণকৌশল স্থির করেন।

ইডি-র সমন এড়ালেন টিনা, ফের তলব করতে পারে কেন্দ্রীয় এজেন্সি

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশিষ্ট শিল্পপতি অনিল আম্বানির স্ত্রীকে নতুন করে সমন পাঠাতে চলেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ৪০ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি মামলায় সোমবারই ইডি দফতরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল টিনাকে। কিন্তু প্রাক্তন অভিনেত্রী হাজিরা এড়িয়েছেন। ইডি সূত্রে খবর, তদন্তের স্বার্থে শীঘ্রই তাঁকে ডেকে পাঠানো হতে পারে।নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনে একটি বিলাসবহুল কনডোমিনিয়াম কেনার সঙ্গে যুক্ত আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য টিনাকে ডেকেছিল ইডি। ওই মামলাতেই রিল্যায়্যান্স কমিউনিকেশন (আরকম)-এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পুনীত গর্গকে গ্রেফতার করেছে তারা।

ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব কংগ্রেসের, স্বাক্ষর ১১৮ জন সাংসদের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনল কংগ্রেস। অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছেন ১১৮ জন সাংসদ। কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ বলেন, মঙ্গলবার দুপুর ১.১৪ মিনিট নাগাদ ৯৪সি আইনের অধীনে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে লোকসভার সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছে।লোকসভার সচিবালয় সূত্রের খবর, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পেশ করা লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে বলা হযেছে, ভারতের সংবিধানের ৯৪(সি) অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে, লোকসভার স্পিকারের পদ থেকে ওম বিড়লাকে অপসারণের জন্য একটি প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে, ওম বি।লা পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছেন। বেশ কয়েকবার বিরোধী দলের নেতাদের কথা বলতে দেওয়া হয়নি। সংসদে তাদের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার বক্তব্য পেশ করা।

কালিকাপুর বিদ্যালয়ের দিদিমনিরা হাজির বি.ড়িও জয়নগর -১এ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর(দঃ ২৪ পরগনা) ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার জয়নগর থানার অধীন জয়নগর পূর্ব চক্রের(এস.আই) অধীন কালিকাপুর অঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের ৬জন শিক্ষিকা ও এক শিক্ষক আছেন। তারা মঙ্গলবার সকালেই পঠন ও পাঠন ছুটি দিয়ে জয়নগর থানা আই.সি ও বিডিও শুভদীপ দাসের দ্বারস্থ হলেন। কারন, বিদ্যালয়ের মিড মিলের রান্নাঘর তৈরির করার কাজে বাধা দেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন ও তার স্বামী। কিন্তু বর্তমান চেয়ারপার্সন তথা পঞ্চায়েত মেম্বার গোপাল ঘোষালের তদারকি ও বিডিও মারফৎ নতুন রান্নাঘরের নির্মানের কাজ হচ্ছিল গত সোমবার থেকে । তাই উক্ত কাজ চেয়ারপার্সনের স্বামী সহ কয়েকজন ব্যক্তি বাধা দেওয়ার ফলে দিদিমনিরা এসে উপস্থিত হলেন, তার ফলে সকল দিদিমনিদের অশ্লীন ভাষায় গালিগালাজ করেন ও এক দিদিমনি(কনিকাদি)-র মোবাইল ফোন কেড়ে নেন ও ছুড়ে ফেলেন দেন বলে অভিযোগ । এই বিষয়ে দীপালি সাহা এক শিক্ষিকা তিনি জানান, ২০০৫ সাল থেকে আমাদের রান্নাঘর হচ্ছিল না কোন এক সমস্যা থাকায়। বর্তমানে সমস্যা মিটে যাওয়ার বিডিও ও এস.আই পূর্ব চক্রের তদারকিতে হওয়ার কথা তাও হল না, কিন্তু আগামী দিনে বিডিও নির্দেশে জয়নগর পুলিশের উপস্থিতিতে এই কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে জানা যায়।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে চলেছে। আপনি আপনার কাজে কর্মতপরতা এবং শক্তি অনুভব করবেন। এটি কেবল নতুন ধারণা নিয়ে আসারই নয়, সেগুলোকে বাস্তবায়িত করারও সময়। আপনার কঠোর পরিশ্রম ফল দেবে এবং আপনি সহকর্মী ও বন্ধুদের কাছ থেকে প্রশংসা পাবেন।

বৃষঃ যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। যে ব্যবসায়ীরা কাজের জন্য বাসা থেকে বেরোচ্ছেন তাদের আজ তাদের অর্থ নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষণ করা উচিত, কারণ চুরির সম্ভাবনা রয়েছে। ডাক যোগে একটি জরুরী বার্তা পুরো পরিবারের জন্য খুশি নিয়ে আসবে।

মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি নানা সুযোগে পরিপূর্ণ থাকবে, তবে আপনাকে আপনার চিন্তা ও অনুভূতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে হবে। বিবাহের যোগ হবে।

কর্কট রাশি ঃ আপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত। মন হল জীবনের প্রবেশদ্বার কারণ ভালোমন্দ যাই হোক না কেন মনের মাধ্যমেই আসে।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি নতুন সুযোগে পরিপূর্ণ একটি দিন হবে। আপনার ইতিবাচক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস অন্যদের আকৃষ্ট করবে। এই সময়ে আপনি সামাজিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারেন, যেখানে আপনার ভাল সঙ্গ নতুন সম্পর্ক তৈরিতে সহায়ক হবে।

কন্যা ঃউচ্চ প্রোফাইলের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে নার্ভাস হবেন না এবং আত্মবিশ্বাস হারাবেন না। এটা স্বাস্থ্যের জন্যও যেমন ব্যবসার মূলধন হিসেবেও তেমন জরুরী। শুভদিন

তুলাঃ বাজি বা জুয়া খেলায় যারা তাদের অর্থ ব্যয় করেছিল তারা আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। অতএব, আপনাকে বাজি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। একটি পারিবারিক জমায়েতে আপনি মধ্যমণি হয়ে উঠবেন। শুভ রং লাল

বৃশ্চিকঃমানসিক শান্তির জন্য নিজেকে কিছু দান এবং দাতব্য কাজে নিয়োজিত করুন। আজ, আপনি অর্থ জমা এবং সঞ্চয় করার দক্ষতা শিখতে পারেন এবং এটিকে সঠিক কাজে লাগাতে পারেন।

ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি ইতিবাচকতা এবং নতুন সম্ভাবনায় ভরা দিন হবে। এই সময়ে আপনি আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে পারবেন, যার কারণে আপনার চারপাশের মানুষ আপনার চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করবেন। এটি আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময়।

মকরঃ হাওয়ায় প্রাসাদ বানিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। তার চেয়ে উপযুক্ত কাজ করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন। আকস্মিক টাকাকড়ির আগমন আপনার রসিদগুলির এবং তাৎক্ষণিক খরচার খেয়াল রাখবে।

কুম্ভঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি নতুন সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ একটি দিন হবে। আপনি আপনার সৃজনশীলতা প্রকাশের একটি দুর্দান্ত সুযোগ পাবেন। আপনার চিন্তা ও অনুভূতিগুলো খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করুন, কারণ এটি আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। সংসারে শান্তি

মীনঃস্বাস্হ্য সু ঃদর থাকবে। আপনার স্ত্রীর সাথে একসাথে, আপনি আর্থিক বিষয় নিযে আলোচনা করতে পারেন এবং আপনার ভবিষ্যতের জন্য আপনার সম্পদের পরিকল্পনা করতে পারেন। ঘরের তরফে ঝামেলা পাকিয়ে উঠবে বলে মনে হচ্ছে কাজেই আপনি কি বলছেন সে ব্যাপারে যত্নশীল হন। অর্থ ব্যয়।

আবহাওয়া

কলকাতার তাপমাত্রা মঙ্গলেও স্বাভাবিকের নীচেই রয়েছে। সকালের দিকে শহর এবং শহরতলিতে অনুভূত হয়েছে শীতের আমেজ। মাঘ ফুরিয়ে আসছে। মাঘের শেষলগ্নেও বজায় রয়েছে ঠান্ডা। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৫ ডিগ্রি কম।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আপাতত উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কোথাও বৃষ্টি বা তুষারপাতের সম্ভাবনা নেই। একইসঙ্গে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ফের তাপমাত্রা বাড়বে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের কোথাও আগামী দুই দিন রাতের তাপমাত্রার বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তার পরের চার দিনে আবার ধীরে ধীরে এক থেকে দুই ডিগ্রি চড়বে পারদ। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৯ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৩৭ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি আজকের দিনে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫৫মিনিট এবং ১০ রাত ৫৫টা । **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫২মনিট এবং রাত ১১টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৯মনিটে হতে পারে।

কলকাতা

মহানগরের খবর

লোহার রড পড়ে হাওড়ার মঙ্গলাহাটে আসা ২ ব্যক্তির মৃত্যু

সুমন আদক, হাওড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ'হাওড়া ট্রেড সেন্টারে'র প্রায় ১৩ তলা বহুতলের ছাদ থেকে লোহার পাইপ নিচে পড়ে মৃত্যু হলো মঙ্গলাহাটে আসা বস্ত্র ব্যবসায়ী সহ ২ ব্যক্তির। মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে এসে হাওড়ার পুলিশ কমিশনার জানান, গাফিলতির প্রমাণ মিললে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযোগ, ওই বহুতলের নির্মাণকাজের সময় ছিল না কোনও নিরাপত্তা ব্যবস্থা। মৃতদের মধ্যে একজন খোকন (৩১)। তিনি 'মুটিয়া'র কাজ করতেন। এবং অন্যজন ক্ষুদ্র বস্ত্র ব্যবসায়ী। নাম শেখ ইরফান উল হক (৩০)। এদিন এরা মঙ্গলাহাটে কাজে এসেছিলেন। ট্রেড সেন্টারের নিচেই দাঁড়িয়েছিলেন। তখনই আচমকা ১৩ তলা বিল্ডিংয়ের উপর থেকে লোহার পাইপ এদের মাথায় এসে পড়ে। দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া থানার পুলিশ। জানা গেছে, মঙ্গলাহাট চলাকালীন এদিন দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। পুরসভার পাশেই অবস্থিত ওই হাওড়া ট্রেড সেন্টার। এদিন সকাল থেকে মঙ্গলাহাটের কেনাবেচা চলছিল। শেখ ইরফান ও খোকন ওই ট্রেড সেন্টারের নিচেই দাঁ।য়িয়েছিলেন। তখনই ঘটে যায় দুর্ঘটনা। বহুতল ওই বাড়ির ছাদে নির্মাণের কাজ হচ্ছিল বলে জানা গেছে। কাজ চলার সময় ছাদ থেকে ভারী লোহার রড নিচে এসে পড়ে। শেখ ইরফান ও খোকন গুরুতর জখম হন। সেখানে হাটের অন্যান্য আরও লোকজন থাকলেও বরাতজোরে তাঁরা প্রাণে রক্ষা পান। রক্তাক্ত অবস্থায় দু'জনই লুটিয়ে পড়েন। তাঁদের উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকেরা দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মৃত ব্যবসায়ীর দাদা শেখ ইসলাম বলেন, 'ঘটনার সময় ভায়ের পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম। আমরা টুপি বিক্রি করি। কেনা মালপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য মুটিয়াকে (শ্রমিক) টাকা দিতে সাইডে দাঁড়িয়েছিলাম।

তিন বছরের তহবিল একদিনে বরাদ্দ! বারাসতে বিধায়ক চিরঞ্জিতকে ঘিরে তীব্র বিতর্ক, চরম ক্ষোভ কাউন্সিলর মহলে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বারাসতের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। অভিযোগ, গত তিন বছরে বিধায়ক তহবিলের বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ না করে হঠাই একদিনে প্রায .দু'কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র দুটি ওয়ার্ডের উন্নয়ন প্রকল্পে। আর এই সিদ্ধান্তকে কেঃদ্র করেই ক্ষোভে ফুঁসছেন বারাসত পুরসভার একাধিক কাউন্সিলর। তিনবারের তারকা বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তীর এই পদক্ষেপে প্রশ্ন উঠছে উন্নয়নের ভারসাম্য নিয়ে, পাশাপাশি নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে কি না তা নিয়েও শুরু হয়েছে জোর চর্চা। জানা গিয়েছে, আগে বিধায়করা তাঁদের নির্বাচনী এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রতি বছরে ৬০ লক্ষ টাকা করে পেতেন। তবে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষ থেকে এই বরাদ্দ বাড়িযে.করা হয. বছরে ৭০ লক্ষ টাকা। সাধারণ নিযম্ অনুযাযী. নাগরিক পরিষেবা, পরিকাঠামো উন্নযন্ কিংবা স্থানীয. প্রযজেন মেটাতে এই অর্থ বিভিন্ন বুথ বা ওযার্ডে সমানভাবে ভাগ করে খরচ করা হয। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশ্যে আসা তথ্য অনুযাযী, বারাসত বিধানসভা এলাকার উন্নযন্ তহবিল থেকে মোট ১ কোটি ৯৮ লক্ষ ৩৫ হাজার ১৪২ টাকা খরচের সিদ্ধান্ত নেওযা. হযেছে, যা বরাদ্দ হযেছে মূলত বারাসত পুরসভার ১ নম্বর ও ২৫ নম্বর ওযার্ডে। সূত্রের খবর, ১ নম্বর ওযার্ডের উত্তর সিঁথির একটি প্রাথমিক বিদ্যালযের পরিকাঠামো উন্নযনের জন্য বরাদ্দ করা হযেছে ৭ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭৯৭ টাকা। অন্যদিকে, বাকি ১ কোটি ৯০ লক্ষ

৬০ হাজার ৩৪৫ টাকা খরচ হবে ২৫ নম্বর ওযার্ডের কেএনসি রোডে আনঃদমযী. মঃিদর থেকে হাটখোলা মোড় পর্যন্ত আন্ডারগ্রাউন্ড বৈদ্যুতিক তার বসানোর কাজে। এই প্রকল্প বাস্তবাযনের দাযিত্ব পাবে ওযেস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড। জেলা প্রশাসনের সূত্রে জানা গিযেছে, গত ৩ ফেব্রযারি এই অর্থ আনুষ্ঠানিকভাবে বরাদ্দ হযেছে।

এই খবর সামনে আসতেই পুরসভার বাকি ওযার্ডগুলির কাউন্সিলরদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িযে.পড়ে। যদিও কেউ সরাসরি বিধাযকের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে চাননি, তবু প্রায.সকলের বক্তব্য এক-৩৫টি ওযার্ডে যদি এই অর্থ সমানভাবে ভাগ করা হতো, তবে প্রতিটি ওযার্ডে পাঁচ লক্ষ টাকারও বেশি উন্নযনমূলক কাজ করা সম্ভব ছিল। তাঁদের মতে, উন্নযনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওযা. অন্যায. এবং এতে সাধারণ মানুষের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। ২৮ নম্বর ওযার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর চৈতালি ভট্টাচার্য স্পষ্টভাবেই বলেন, জনপ্রতিনিধি হিসাবে প্রতিটি ওযার্ডে উন্নযনের জন্য টাকা দেওযা উচিত। আমাদের ওযার্ডের মানুষও তো ভোট দিযেছেন। তারপরেও কেন উন্নযনের জন্য আমাদের ওযার্ড উন্নযন খাতে বিধাযক তহবিলের টাকা পাবে না? ২৩ নম্বর ওযার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর রঞ্জিত দাস বলেন, শেষ বার ২১সালের আগে বিধাযক তহবিলের থেকে অর্থ পেযেছিলাম। তারপর আর পাইনি। একই বক্তব্য শোনা গিযেছে ২৬নম্বর ওযার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তথা চেযারম্যান ইন কাউন্সিলর অভিজি নাগ চৌধুরীর বক্তব্যেও। তিনি বলেন, ২১ সালের পর থেকে আমাদের ওযার্ড টাকা পাইনি। ভেবেছিল এবার হযত পাবো। কিন্তু শুনলাম এবারও পেলাম না।উল্লেখ্য, বিধাযকরা বছরে নির্দিষ্ট বরাদ্দ পাওযার পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে সুপারিশ করে অতিরিক্ত অর্থও আনতে পারেন এলাকায.উন্নযনের জন্য। সেই প্রেক্ষিতে গত প্রায.১৫ বছর ধরে জেলা সদর বারাসতের বিধাযক থাকা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী এই তহবিল ব্যবহারে কতটা সক্রিয. ছিলেন, তা নিযেও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িযে.দিযে.নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন বিধাযক। চিরঞ্জিত চক্রবর্তী জানান,তিন কন্যা নামে একটি কালচারাল সেঃটার করার ইচ্ছা ছিল। সেই কারণে এই পরিমাণ টাকা এক জাযগায. করে রাখা হযেছিল। কিন্তু সব টাকা যোগাড় করা যাযনি। ইঞ্জিনিযারদের দিযে এস্টিমেট তৈরি করতে গেলে সময. লাগত। তাই শেষ মুহূর্তে বারাসতবাসীর বৃহত্তর স্বার্থে আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলের কাজে টাকা বরাদ্দ করেছি। তবে তাঁর এই ব্যাখ্যায. বিতর্ক যে থামেনি, তা স্পষ্ট। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, নির্বাচনের আগে বড় অঙ্কের উন্নযন্ প্রকল্প ঘোষণা অনেক সমযই্ ভোটের সমীকরণে প্রভাব ফেলার কৌশল হতে পারে। যদিও অন্য একাংশের দাবি, আন্ডারগ্রাউন্ড বৈদ্যুতিক তার বসানোর মতো পরিকাঠামোগত উন্নযন্ দীর্ঘমেযাদে শহরের জন্য উপকারী।

কলকাতা পুরসভায় নজিরবিহীন ভিড়

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতা পুরসভায় ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর প্রক্রিা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিবাসী শংসাপত্রের চাহিদা তুঙ্গে পৌঁছেছে। গত বছরের ডিসেম্বরের শেষ দিক থেকে চলতি জানুযারি মাস জুড়ে কলকাতা পুরসভায়জমা পড়া আবেদনগুলির পরিমাণ নজিরবিহীন বলেই মনে করছেন পুরকর্তারা। সূত্রের খবর, এই সময়ে প্রায় সাড়ে ১৪ হাজারের বেশি আবেদন জমা পড়েছে, যা স্বাভাবিক মাসিক গড়ের তুলনায় বহুগুণ বেশি। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, সাধারণ সময়ে কলকাতায় মাসে গড়ে মাত্র ২০০টিরও কম নিবাসী শংসাপত্রের আবেদন জমা পড়ে। তবে এসআইআর প্রক্রিয়ার আবহে এই সংখ্যা রীতিমতো একলাফে বেড়েছে। দেড় মাসের মধ্যে এই বিপুল সংখ্যক আবেদন নথিভুক্ত হওয়ায় পুরকর্তারা যথেষ্ট চাঞ্চল্য অনুভব করছেন। নাগরিকরা এসআইআর সংক্রান্ত প্রয়োজনের জন্য এই শংসাপত্র প্রাপ্তির দিকে বিশেষ মনোযোগ দেখাচ্ছেন। কলকাতা পুরসভা-সহ রাজ্যের সমস্ত পুরসভা ও জেলা প্রশাসনকে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে নাগরিকদের কোনও অসুবিধা না হয়। সেই নির্দেশনার ফলেই কলকাতা পুরসভার সদর দফতর এবং বিভিন্ন বরো অফিসে আবেদন গ্রহণের জন্য আলাদা ডেস্ক খোলা হয়েছে। আলাদা ডেস্ক চালুর কারণে আবেদন গ্রহণের গতি বেড়েছে এবং নাগরিকরা সহজেই প্রয়োজনীয়য শংসাপত্র সংগ্রহ করতে পারছেন। পুরসভা সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এই আবেদনের পরবর্তী প্রক্রিয়াটি কলকাতা সেক্টরের কালেক্টর অফিসে সম্পন্ন হচ্ছে। সেখানে পুলিশ যাচাইয়ের পর এক জন ডব্লিউবিসিএস পর্যাযের আধিকারিক আবেদন অনুমোদন করছেন। শুধুমাত্র এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রয়োজনের জন্যই বর্তমানে এই নিবাসী শংসাপত্রের আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। নাগরিকরা জানাচ্ছেন, এসআইআর প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নিজের ভোটার তথ্য সঠিক রাখার জন্য এই শংসাপত্র প্রয়োজন। অনেকেই বলেছেন, পূর্ববর্তী কোনো সময়ে এই ধরনের তৎপরতা

যাদবপুরে বিজেপির হোর্ডিং বিতর্ক, 'বহিরাগত প্রার্থী মানি না' বার্তায় অস্বস্তিতে রাজ্য নেতৃত্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ ভোটের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি, কিন্তু তার আগেই প্রার্থী নির্বাচনকে ঘিরে বঙ্গ বিজেপির অন্দরমহলে শুরু হয়েছে টানাপোড়েন। দক্ষিণ কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির নামে লাগানো একাধিক বড় হোর্ডিং ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। সেখানে স্পষ্ট বার্তা-বহিরাগত প্রার্থী মেনে নেওয়া হবে না। প্রার্থী তালিকা প্রকাশের আগেই এমন প্রকাশ্য অবস্থান দলীয় কোঃদলের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল, আর তাতেই অস্বস্তিতে পড়েছে রাজ্য নেতৃত্ব। হোর্ডিংয়ে লেখা রয়েছে, যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আমার যাদবপুর বিধানসভায় বসবাসকারী স্বচ্ছ ভাবমূর্তির বিজেপি প্রার্থী চাই। বহিরাগত কোনও প্রার্থী হলে মানব না। নিচে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রচারে বিজেপি যাদবপুর বিধানসভার সকল কর্মীবৃন্দ। এই বার্তা কার্যত পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে স্থানীয় স্তরে প্রার্থী নিয়ে মতভেদ তৈরি হয়েছে এবং একাংশ কর্মী স্থানীয় মুখকেই প্রাধান্য দিতে চাইছেন। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। কেন্দ্রীয় নেতারা বারবার আসছেন বাংলায়। এই নিয়ে বেশ কয়েকবার রাজ্যে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ২৯৪টি আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা নিয়ে জোর আলোচনা চলছে দলের অন্দরেই। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ' ভাবমূর্তির স্থানীয় প্রার্থী চাই'-এই দাবি বিজেপির অভ্যন্তরীণ অস্বস্তিকেই সামনে এনে দিয়েছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলা ও মণ্ডল স্তর থেকে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ইতিমধ্যেই কেন্দ্রে পাঠানো হচ্ছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় দলের সমীক্ষক দল এলাকায় ঘুরে স্থানীয় পরিস্থিতি, সংগঠনের শক্তি এবং সম্ভাব্য মুখদের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করে একটি আলাদা তালিকাও জমা দিয়েছে। সব দিক বিবেচনা করেই শেষ পর্যন্ত দিল্লির শীর্ষ নেতৃত্ব

বিশেষ বৈঠক হয়ে গেল নিমপীঠে

,জয়নগর, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। আর কয়েকদিন পরে শুরু হতে চলেছে এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। আর এই পরীক্ষাকে সুষ্ঠু ভাবে নিয়ন্ত্রন করতে সোমবার জয়নগর দু নং বিডিও অফিস নিমপীঠে জয়নগর দু নং ব্লকের চারটি পরীক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক হয়ে গেল।এদিন বিডিওর ঘরে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর দু নং ব্লকের জয়েন্ট বিডিও কৌশিক সাহা,জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, বকুলতলা থানার ওসি ত্রিদিব মল্লিক সহ বিডিওর একাধিক আধিকারিক গন। এই ব্লকে এবার চারটি পরীক্ষা কেঃদ্র রয়েছে।পরীক্ষা কেন্দ্র গুলি হলো - নিমপীঠ রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবন, নিমপীঠ সারদা বিদ্যামন্দির, ঘটিহারানিয়া হাইস্কুল ও মনিপুর বাঁশতলা হাইস্কুল। পরীক্ষার সময় সরকারি নিয়ম মেনে কিভাবে পরীক্ষা নেওয়া হবে সে বিষয়ে এদিন আলোচনা করা হয়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এনআইটি/০২/২৬/৯, তারিখঃ ০৯.০২.২০২৬। ''প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার'', পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ারলি প্লেস, ৩য় তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, নিম্নলিখিত আইটেম সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **(ক) ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; বিবরণ; ইএমডিঃ (১); ১০২৫২৪৬৯;** ফিল্টার অ্যাসেম্বলীর সেট ইত্যাদি; ১৮১০৬০ টাকা। **(২); ১০২৫১১৪৬;** ম্যাগনেট ভালভ্ অ্যাসেম্বলী; ১৭৫৮৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৭.০২.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১ এবং ২-এর জন্য)। **(৩); ১০২৫১০৫৮;** হাই কারেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি কন্ট্যাক্টর ক্রয় ইত্যাদি; ১৫৩৪১০ টাকা। **(৪); ১০২৫১০৯৪;** পোর্ট সহ সি২ডব্লু রিলে ভালভ্; ১৯০১৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০২.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৩ এবং ৪-এর জন্য)। **(৫); ১০২৫১০৯৫;** ১/২ ইঞ্চি টাইপ-টি এয়ার স্ট্রেনার কমপ্লিট; ১০৭১৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৪.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৬); ২০২৫১৩৬৩;** ইএমইউ কোচের শাকু কাপলারের জন্য কাপ স্লিভের পেয়ার ইত্যাদি; ১০০২৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৭.০২.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৭); ২০২৫১০৬৩এ;** ইএমইউ কোচের শাকু কাপলারের জন্য সেমি-পার্মানেন্ট কাপলার এন্ড ''বি''-র প্রাপ্যতা; ৩০৭৮৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৪.০২.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৮); ১২২৬৫১৩২;** ইউটিভি, ফুলটাস-এর জন্য হুইল অ্যাক্সেল অ্যাসেম্বলী; ২০০৩২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৭.০২.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৯); ২১২৫১২২১;** টেফলন টেপ ০.০০৩" পুরু ২০ মিমি-এর প্রাপ্যতা; ১৫৬২৮০ টাকা। **(১০); ১০২৫৫০২০বি;** ডব্লুএপি-৫-এর জন্য গিয়ার বক্স কেস (মেশিনড্); ১৮৪৬৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৬.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৯ এবং ১০-এর জন্য)। **(১১); ১১২৫১৫১৮;** ফুট স্টেপ কমপ্লিট ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৩২০৭২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০২.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১২); ১১২৬১৫৩১;** ২ আইটেম সমন্বিত কন্ট্রোল আর্ম অ্যাসেম্বলী লেফট্-এর প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ৩৩৮৩৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৫.০২.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৩); ১০২৬২৩০৮;** ফায়ার ডিটেকশন ইক্যুইপমেন্ট ইত্যাদি; ২৯৪৫৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৯.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৪); ১১২৫১১২১;** এলএইচবি কোচের জন্য ব্রেক প্যাড; ১৫৬৮৭২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৫.০২.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৫); ১৫২৬৫০১৩;** ট্র্যাক মেশিনের জন্য স্মার্ট এএলসি সরবরাহ, স্থাপন এবং চালুকরণ ইত্যাদি; ১৯০০৭৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৬.০২.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৬); ২০২৬৫০০৪;** আরডিএসও স্পেসি. নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/ইএমইউ/০০৯৬-২০০৮ (রেভ ৪), ইএলজিআই (মডেল নং. আরআর ১০০৭০ ওএফ) অথবা ফেবলি ট্রান্সপোর্ট (মডেল নং. এফটি০০৫২৪৪১-১০১)-এর সমতুল অনুযায়ী ২৫ কেভি ৩ ফেজ এসি ইএমইউ-র জন্য উপযুক্ত ৩ ফেজ ইন্ডাকশন মোটর, কুলার ইউনিট এবং এয়ার ড্রায়ার ইত্যাদি সহ অ্যাসেম্বল করা মডিউলার মাউন্টিং ফ্রেম সহ মেন এয়ার কম্প্রেসার, অয়েল ফ্রি; ৩২০৮৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৪.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৭); ০৭২৬১০৭৩;** আরডিএসও স্পেসি. নং. সি-৯৪০৭, টাইপ-II, রেভ. ৪ অফ আগস্ট ২০২৩ অনুযায়ী উড বেসড্ ইমপ্রেগ্নেটেড কমপ্রেসড্ ল্যামিনেটস্-এর প্রাপ্যতা, সাইজঃ ২৪০০ মিমিx১২০০x ৪ মিমি; ১৩৪৫৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৪.০২.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৮); ১০২৫২১০১;** পার্ট নং. ৫৫১০৭৪০ অনুযায়ী এওএইচ কিট; ১৫৭০৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৪.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৯); ১০২৫১১৪২এ;** মোমেন্টারি কন্ট্যাক্ট লিমিট স্যুইচ; ১১৫৭৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৬.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২০); ১৪২৫১১৮৩;** পয়েন্ট মেশিন ২২০ মিমি স্ট্রোকের জন্য ক্ল্যাম্প টাইপ গ্রাউন্ড কানেকশনের জন্য কম্পোনেন্টের প্রাপ্যতা, এটি সমন্বিতঃ (১) ড্রইং নং. আরডিএসও/এস৩৩৯৫এ-অল্ট-পিটিজে-২ অনুযায়ী বি.জি.-এর জন্য ক্ল্যাম্প পয়েন্ট লক ৬০ কেজি (টিডব্লুএস)ঃ ১ সেট। (২) ড্রইং নং. আরডিএসও. এস. ৩৪৬০ অল্ট-পিটিজে-৩ অনুযায়ী ড্রাইভ রড ঃ ১টি, (৩) ড্রইং নং. আরডিএসও. এস. ৩৪৬১ অল্ট-পিটিজে-৬ অনুযায়ী ড্রাইভ রড লাগ ঃ ১টি, (৪) ড্রইং নং. আরডিএসও. এস. ৩৫৯১ অল্ট-পিটিজে-২ অনুযায়ী স্যুইচ এক্সটেনশন ব্র্যাকেট ঃ ২টি, (৫) ড্রইং নং. আরডিএসও. এস. ৩৪৬৩ অনুযায়ী বুশ ঃ ১টি, (৬) ড্রইং নং. আরডিএসও. এস. ৩৫৯২ অনুযায়ী ইন্স্যুলেটিং প্লেট (আরএইচ) ঃ ১টি, (৭) ড্রইং নং. আরডিএসও. এস. ৩৫৯৩ অনুযায়ী ইন্স্যুলেটিং প্লেট (এলএইচ) ঃ ১টি, (৮) ড্রইং নং. এস. ৮৬৪০ অনুযায়ী ইন্স্যুলেটিং ওয়াশারঃ ৮টি, (৯) ড্রইং নং. এসএ ৫৪ এ/এম অল্ট/পিটিজে-১ অনুযায়ী পিন কমপ্লিট ঃ ১টি, (১০) ড্রইং নং. এস২৩১৯৯ অনুযায়ী বুশ ঃ ৪টি, (১১) ড্রইং নং. এসএ ৯১৫৮ অল্ট পিটিজে-১ অনুযায়ী বোল্ট স্পেশাল হেড (ক্যাসেল নাট সহ) ঃ ৪টি, লক বার অ্যাসেম্বলী, লক আর্ম, স্টক রেল ব্র্যাকেট, ড্রাইভ লাগ এবং ড্রাইভ রড ইত্যাদিতে ''এস অ্যান্ড টি/পিটিজে'' এমবস করা সহ সরবরাহ করতে হবে; ১১৭৯১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ৩০.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২১); ১০২৫২৫৯৩;** মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টের সেট ক্রয় ইত্যাদি; ১০৭০৫০ টাকা। **(২২); ১০২৫১৮১১;** ডিসি-ডিসি কনভার্টার সহ টুইন বিম হেড লাইট কমপ্লিট; ১২৭৪৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০২.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ২১ এবং ২২-এর জন্য)। **(২৩); ১০২৬১০০৫;** সাসপেনশন স্প্রিং (প্রাইমারি) ইত্যাদি; ১৫২৭৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৬.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৪); ১০২৬১০০৬;** সাসপেনশন স্প্রিং সেকেন্ডারি ইত্যাদি; ১২২৬৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৩.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৫); ১০২৫২৪১৯এ;** পিনিয়ন শাফট ২১ টিথ ইত্যাদি; ১৮৮২৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৪.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৬); ২১২৫১০১১বি;** সাইড ফ্রেম কি ইত্যাদি; ৫৫৩৬১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৫.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৭); ১০২৬২৬১৪;** অ্যাঙ্কেল গাইড রডের জন্য স্ফেরিব্লক; ১৯০৪২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০২.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৮); ১০২৬২৩১৮;** হেডলাইট এবং হেডলাইট ইনটেনসিটির জন্য স্প্রিং লোডেড স্যুইচ ইত্যাদি; ১৬১৭৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৩.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৯); ০৭২৫১০৯০ই;** কনভেনশনাল এবং ৩ ফেজ লোকোমোটিভের জন্য সিএলডব্লু ড্রইং নং. ৪ ডব্লু. ১২০০০.০৫৪/বি, অল্ট নং. বি, সামগ্রীঃ সিএসআই > ৮৮ সহ সিজন করা শাল কাঠ অনুযায়ী কাঠের ওয়েজের প্রাপ্যতা, সাইজঃ ২৫০ মিমিx১০০ মিমি x১০০ মিমি; ১০৪৪৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৭.০২.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩০); এসপিএসসিএলপিএসসিস্লিপার২৬-২৮;** স্পেশাল টাইপ পিএসসি স্লিপারের প্রাপ্যতা; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৫.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **টেন্ডার মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্রমিক নং ১ থেকে ৩০-এর জন্য)।

(খ) ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; সংক্ষিপ্ত বিবরণ; অনুমিত টেন্ডার মূল্যঃ (১); ৫২২৫৬৪৭৭এ; মেকট্রনিক্স ল্যাব স্থাপন সহ ট্রেনিংয়ের আধুনিকীকরণ; ৯৯৪১৫০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ২৮.০২.২০২৬।

দ্রষ্টব্যঃ উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি হল ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-68/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ইউনিট নং. ১৯০১, ১৯তম তল, বায়োওয়ান্ডার - ব্লক 'এ', ৭৮৯ আনন্দপুর ই.কে.টি., কলকাতা-৭০০০১৭

সিআইএনঃ এল২৪২৩২ডব্লুবি১৯৮৭পিএলসি০৪২৯৫৬, ওয়েবসাইটঃ www.kilburnengg.com

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অননুমোদিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (অনিরীক্ষিত) ৩১.১২.২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (অনিরীক্ষিত) ৩০.০৯.২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (অনিরীক্ষিত) ৩১.১২.২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (অনিরীক্ষিত) ৩১.১২.২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (অনিরীক্ষিত) ৩১.১২.২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (অনিরীক্ষিত) ৩১.০৩.২০২৫
১.	মোট আয়	১০,৭১৭.০৯	১১,৬৮৬.৩৪	৯,১৭৬.৫৭	৩২,০৮১.৪৫	২৩,৪৮৩.৭০	৩৩,৮০০.০২
২.	কর পূর্বে লাভ / (ক্ষতি)	২,১৩৮.৩১	২,৫৮৮.৩৩	১,৮১৫.৩৬	৬,৮৪৬.৬৮	৪,৮৭১.৩০	৭,৩৫০.৯০
৩.	কর-পরবর্তী নিট / লাভ(ক্ষতি)	১,৪৮৯.৮৫	১,৮০১.১৪	১,৪০১.৮৭	৪,৭৬২.২৮	৩,৮৫৬.৩৬	৫,৪৮১.৬৪
৪.	সময়কাল / বছরের জন্য মোট সামগ্রিক আয় / (ক্ষতি)	১,৩২৮.৫১	১,৯৭১.২১	১,২২৩.১৭	৪,৭৯৫.৯১	৪,০১৩.৯৫	৫,৩৬০.৬৭
৫.	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	৫,১৮৮.৭৯	৫,১৪৩.৭৯	৪,৭৪৮.৭৯	৫,১৮৮.৭৯	৪,৭৪৮.৭৯	৪,৭৪৮.৭৯
৬.	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (টাকায়)						
	বেসিক এবং মিশ্রিত ইপিএস (টাকায়)	২.৯৮	৩.৬৫	৩.১৯	৯.৫১	৮.৭৯	১২.২৪

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (অনিরীক্ষিত) ৩১.১২.২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (অনিরীক্ষিত) ৩০.০৯.২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (অনিরীক্ষিত) ৩১.১২.২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (অনিরীক্ষিত) ৩১.১২.২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (অনিরীক্ষিত) ৩১.১২.২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (অনিরীক্ষিত) ৩১.০৩.২০২৫
১.	মোট আয়	১৫,৮৯২.৭৩	১৫,৭২১.১৪	১০,৯৪২.০০	৪৪,৭৯১.২৬	২৯,৯৮১.৭৭	৪২,৭৬১.৯১
২.	কর পূর্বে লাভ / (ক্ষতি)	৩,১৯৯.৯১	৩,৭৪২.৪১	১,৯৫০.৫৬	৯,৯০৬.৯৪	৫,৩২৫.০৪	৮,২৬৬.৪৭
৩.	কর-পরবর্তী নিট / লাভ(ক্ষতি)	২,৩১৫.৬৮	২,৬৮৮.২৯	১,৫১৭.০৭	৭,১৩৪.৬৮	৪,১৯৭.৮৪	৬,২২৯.৪১
৪.	সময়কাল / বছরের জন্য মোট সামগ্রিক আয় / (ক্ষতি)	২,১৪৭.৭৩	২,৮৫২.০৭	১,৩৩৯.২২	৭,১৪৭.৬২	৪,৩৪৮.৯৩	৬,০৯৩.৫১
৫.	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	৫,১৮৮.৭৯	৫,১৪৩.৭৯	৪,৭৪৮.৭৯	৫,১৮৮.৭৯	৪,৭৪৮.৭৯	৪,৭৪৮.৭৯
৬.	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (টাকায়)						
	বেসিক এবং মিশ্রিত ইপিএস (টাকায়)	৪.৬৩	৫.৪৫	৩.৪৬	১৪.২৫	৯.৫৭	১৩.৯৪

দ্রষ্টব্য

উপরেরটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র এবং একীভূত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর একটি বিস্তারিত বিন্যাসের একটি অংশ, যা এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.kilburnengg.com**-এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
(রঞ্জিত লালা)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন ০৭২৬৬৬৭৮

তারিখঃ ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-এলএইচএস-এলসিগেট-এনডিএই২, তারিখঃ ০৯.০২.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নংঃ এসডিএসটিই-এলএইচএস-এলসিগেট-এনডিএই২-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নামঃ** হাওড়া ডিভিসন-সিগন্যালিং কাজ-শিডিউল এ১-এইএন/নবদ্বীপধামের অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা লেভেল ক্রসিং গেট নং. ৫/২-এর পরিবর্তে নতুন সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের জন্য সিগন্যালিং ব্যয়। শিডিউল এ২-এইএন/নবদ্বীপধামের অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা লেভেল ক্রসিং গেট নং. ৫/২-এর পরিবর্তে নতুন সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের জন্য টেলিকম ব্যয়। শিডিউল বি১-এইএন/নবদ্বীপধামের অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা লেভেল ক্রসিং গেট নং. ৭/৫-এর পরিবর্তে নতুন সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের জন্য এস অ্যান্ড টি ব্যয়। শিডিউল বি২-এইএন/নবদ্বীপধামের অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা লেভেল ক্রসিং গেট নং. ৭/৫-এর পরিবর্তে নতুন সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের জন্য টেলিকমিউনিকেশন ব্যয়। **বিডিং সিস্টেমঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ১,৮০,৭০,৩৭৬ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটিঃ** ২,৪০,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ ও সময়ঃ** ০৯.০২.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪.৫৩ মিনিট। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ১৮.০২.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৪.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in-** তে পাওয়া যাবে।

HWH-605/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আরডিবি রাসায়ন্স লিমিটেড

CIN-L36999WB1995PLC074860

রেজিড. অফিসঃ বিকানের বিল্ডিং, ৮১, লাল বাজার স্ট্রিট, আর. নং- ০৯ কলকাতা-৭০০০০১, ফোন নম্বর (০৩৩) ৪৪৫০০৫০০, ফ্যাক্স নম্বর ৯১-৩৩-২২৪২ ০৫৮৮

ই-মেইলঃ**info@rdbindia.com**, ওয়েবসাইট- **www.rdbgroup.in**

GOING TOGETHER GROING TOGETHER

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

(লক্ষ লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক ডিসেম্বর ৩১,২০২৫	শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক ডিসেম্বর, ৩১, ২০২৪	নয় মাসশেষ ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫	নয় মাসশেষ ডিসেম্বর ৩১, ২০২৪	শেষ হওয়া বছর ৩১ মার্চ ২০২৫
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	মোট পরিচালনা আয় (নেট)	৩,২০৭.৮৮	৩,২৩৬.৪০	১০,৬৭৩.৬০	১৩,৫৪৩.২৮	১৭,০৪০.৯৫
২।	নিট লাভ (ক্ষতি)(করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম)	১,১০৩.৪৬	৮০২.৩৭	৩,৭৩২.৪৫	২,৬১১.০৬	৩,৫৯৪.৩১
৩।	করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি)(ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেমের পরে)	১,১০৩.৪৬	৮০২.৩৭	৩,৭৩২.৪৫	২,৬১১.০৬	৩,৫৯৪.৩১
৪।	করের পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	৮২৩.৭৫	৫৭৪.০৩	২,৭৮৯.৮৮	১,৯১০.৯৩	২,৬৪৭.১২
৫।	সময়কালের জন্য মোট বিস্তৃত আয় (ক্ষতি) (করের পরে) সময়কালের জন্য লাভ(ক্ষতি)এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পরে)	৮৩১.৮০	৫৭৪.০৩	২,৭৯৭.৯৩	১,৯১০.৯৩	২,৬৪৭.৭১
৬।	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১০ টাকা অভিহিত মূল্য)	১,৭৭১.৪৮	১,৭৭১.৪৮	১,৭৭১.৪৮	১,৭৭১.৪৮	১,৭৭১.৪৮
৭।	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে)					১৯,৫২৪.৪৪
৮।	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) মৌলিকঃ	৪.৬৫	৩.২৪	১৫.৭৫	১০.৭৯	১৪.৯৪
	মিশ্রিতঃ	৪.৬৫	৩.২৪	১৫.৭৫	১০.৭৯	১৪.৯৪

দ্রষ্টব্যঃ

১. উপরোক্ত তথ্যটি সেবি (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রযোজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক অ-নিরীক্ষিতআর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিকবার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস BSE লিমিটেডের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.rdbgroup.in-**এ পাওয়া যাবে।

২. উপরোক্ত অ-নিরীক্ষিত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১০.০২.২০২৬

আরডিবি রাসায়ন্স লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর-শান্তি লাল বাইদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 00056776

ভিডুলা কেমিক্যালস অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L24239WB1980PLCO32554

নিবন্ধিত অফিসঃ ৭ই নীলাম্বর বিল্ডিং, ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা -৭০০০১৭

ফোনঃ ০৩৩-২২৮৭ ৫০৭৩ ২২৪০ ৩৩০৬

ওয়েবসাইটঃ www.vcmil.com ই-মেইলঃ companysecretary@groupmanjushree.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ৬ নভেম্বর, ২০১৮, ২ জুলাই, ২০২৫ এবং ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার অনুসারে, সিকিউরিটি ধারকের (দের) নামে থাকা সিকিউরিটিগুলি প্রস্তাবিত হস্তান্তরকারী (দের) নামে (দের) স্থানান্তর করার জন্য কোম্পানি নীচের বিবরণ অনুসারে নিম্নলিখিত অনুরোধগুলি পেয়েছে।এই সিকিউরিটিগুলি তাদের দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছিল এবং তাদের অনুকূলে স্থানান্তর করা যায়নি।

ক্রম নং	ফলিও নং	নিরাপত্তার ধরণ মুখমূল্য	ধারকের নাম (গুলি)	ধারকের নিবন্ধিতঠিকানা	শেয়ারের সংখ্যা	স্বতন্ত্র নম্বর	প্রস্তাবিত স্থানান্তরকারী নাম(গুলি)	প্রস্তাবিত স্থানান্তরকারী ঠিকানা
১	বি০০১৫৩	ইকুইটি এবং প্রতিটি ১০-টাকা অভিহিত মূল্য	বর্নালি গুপ্ত	৮২১৯ বালিগঞ্জ,ফ্ল্যাট নং ৬,কলকাতা - ৭০০০১৯	৫০০	০২১১৯০১-০২১২৪০০	ইন্দ্র কুমার বাগরি	বিএল-১২, সেক্টর-২,সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১

উপরোক্ত সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত যে কোনও ব্যক্তির দাবি থাকলে, তাকে এই তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে এই দাবিটি দাখিল করতে হবে এবং সেই সাথে এই দাবির সমর্থনে উপযুক্ত নথিপত্রও জমা দিতে হবে, অন্যথায় কোম্পানি কোনও তথ্য ছাড়াই হস্তান্তরকারীর পক্ষে সিকিউরিটিজগুলি হস্তান্তর করতে এগিয়ে যাবে।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং তাদের পক্ষে
ভিদুলা কেমিক্যালস অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
স্বাক্ষর-কেশব ছেত্রী
পরিচালক
DIN: 02177646

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১১.০২.২০২৬

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা-৭২, মঙ্গলবার, ২৮ মাঘ ১৪৩২

সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধে নয়, সচেতনতাতেই শিশুর সুরক্ষা

শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ নতুন নয়, কিন্তু ডিজিটাল যুগে সেই উদ্বেগ আরও তীব্র হয়েছে। স্মার্টফোনের স্ক্রিনে আটকে থাকা শৈশব, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব, অনলাইন আসক্তি, সাইবার বুলিং কিংবা ভুল তথ্যের দাপট-সব মিলিয়ে অভিভাবক ও নীতিনির্ধারকদের মনে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে আমাদের শিশুদের কীভাবে রক্ষা করা যায়? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হিসেবে অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞাকে সামনে আনছেন। কিন্তু বাস্তব সত্য হল, সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করলেই আমাদের শিশুদের রক্ষা করা যাবে-এই ধারণা যেমন সরল, তেমনই বিপজ্জনক। প্রথমত, সোশ্যাল মিডিয়া আজ আর আলাদা কোনও জগৎ নয় এটি আমাদের সামাজিক বাস্তবতারই একটি সম্প্রসারণ। স্কুলের বন্ধুত্ব, সহপাঠীদের সম্পর্ক, এমনকি পড়াশোনা ও সৃজনশীল চর্চাও আজ অনলাইনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। হঠাৎ করে সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করা মানে শিশুদের এই বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। এতে তারা নিরাপদ হবে না, বরং আরও গোপনে, আরও অনিরাপদ পথে ডিজিটাল দুনিয়ায় প্রবেশ করবে। নিষেধাজ্ঞা কখনও কৌতূহল কমায় না বরং নিষিদ্ধ ফলের আকর্ষণ বাড়ায়-ইতিহাস তার সাক্ষী। দ্বিতীয়ত, সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষতিকর দিক যেমন আছে, তেমনই রয়েছে ইতিবাচক দিকও। অনেক শিশু ও কিশোর এখানেই খুঁজে পায় নিজের কণ্ঠস্বর, নিজের মতো মানুষদের। যারা বাস্তব জীবনে একাকিত্বে ভোগে, যারা ভিন্ন চিন্তা বা সৃজনশীলতাকে প্রকাশ করতে সাহস পায় না, তারা অনলাইনে একটি নিরাপদ পরিসর পায়। সোশ্যাল মিডিয়া তাদের জন্য হতে পারে শেখার প্ল্যাটফর্ম, মত প্রকাশের মাধ্যম, এমনকি মানসিক সমর্থনের জায়গা। সবকিছু এক ঝটকায় নিষিদ্ধ করে দিলে এই সুযোগগুলিও কেড়ে নেওয়া হবে। তৃতীয়ত, শিশুদের ঝুঁকির মূল কারণ প্রযুক্তি নয়, বরং আমাদের প্রস্তুতির অভাব। সাইবার বুলিং, অনলাইন শোষণ বা ভুয়ো তথ্যের বিপদ তখনই মারাত্মক হয়, যখন শিশুদের ডিজিটাল সচেতনতা নেই, অভিভাবকদের নজরদারি নেই এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনার অভাব থাকে। সোশ্যাল মিডিয়াকে দোষী বানিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা মানে মূল সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া। এটা ঠিক সেই রকম, যেমন রাস্তায় দুর্ঘটনা বাড়ছে বলে গাড়ি নিষিদ্ধ করার কথা বলা-সমাধানটা সেখানে নয়। চতুর্থত, সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করাও প্রায় অসম্ভব। প্রযুক্তির দুনিয়ায় বিকল্পের অভাব নেই। এক প্ল্যাটফর্ম বন্ধ হলে আরেকটি খুলে যায়। শিশু-কিশোররা প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় অনেক বেশি প্রযুক্তি-দক্ষ তারা সহজেই ভিপিএন, গোপন অ্যাকাউন্ট বা নতুন অ্যাপের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে যেতে পারে। এর ফলে অভিভাবক ও সন্তানের মধ্যে আস্থার ফাঁক আরও বাড়বে। নিয়ন্ত্রণের বদলে যদি অবিশ্বাস তৈরি হয়, তাহলে শিশুদের সুরক্ষা আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। পঞ্চমত, সোশ্যাল মিডিয়া নিষেধাজ্ঞা একটি ভুল বার্তা দেয়-যেন সমস্যা বাইরের, আমাদের দায়িত্ব সেখানে শেষ। অথচ সত্যি বলতে কী, শিশুদের নিরাপত্তার প্রথম দায়িত্ব পরিবার ও সমাজের। শিশুদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা, তাদের অনলাইন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানা, ভালো-মন্দের পার্থক্য বোঝানো-এই কাজগুলো কোনও আইন বা নিষেধাজ্ঞা করে দিতে পারে না। এগুলো করতে হয় সময়, ধৈর্য আর আন্তরিকতা দিয়ে। তাহলে সমাধান কোথায়? সমাধান রয়েছে শিক্ষায় এবং সচেতনতায়। স্কুলের পাঠ্যক্রমে ডিজিটাল লিটারেসি ও অনলাইন নিরাপত্তাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। শিশুদের শেখাতে হবে কীভাবে ভুয়ো খবর চেনা যায়, কীভাবে অনলাইনে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা যায়, কীভাবে অপমান বা হেনস্থার মুখে সাহায্য চাইতে হয়। একই সঙ্গে অভিভাবকদেরও প্রশিক্ষণ দরকার-শুধু প্রযুক্তি ব্যবহার শেখার নয়, বরং সন্তানদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার। সরকার ও প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর ভূমিকাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের জন্য উপযোগী কনটেন্ট ফিল্টার, শক্তিশালী রিপোর্টিং ব্যবস্থা, বয়সভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ-এসব ব্যবস্থা আরও কার্যকর করতে হবে। আইন প্রয়োগ করতে হবে শোষণ ও অপরাধের ক্ষেত্রে, কিন্তু তা যেন অন্ধ নিষেধাজ্ঞায় পরিণত না হয়। লক্ষ্য হওয়া উচিত ক্ষতি কমানো, ভয় দেখিয়ে দূরে সরিয়ে রাখা নয়। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের শিশুদের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। তাদের শুধু রক্ষা করার বস্তু হিসেবে দেখলে চলবে না তারা চিন্তাশীল মানুষ, যারা সঠিক দিকনির্দেশনা পেলে নিজেরাই ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করে আমরা হয়তো সাময়িক স্বস্তি পাব, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে আমরা তাদের বাস্তব দুনিয়ার জন্য প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হব। ডিজিটাল যুগে বেড়ে ওঠা শিশুদের সামনে চ্যালেঞ্জ নতুন, কিন্তু সমাধানের পথ পুরনো মূল্যবোধেই লুকিয়ে আছে-সংলাপ, শিক্ষা, সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধে। সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ করে নয়, বরং সঠিকভাবে ব্যবহার শিখিয়ে, নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করেই আমরা সত্যিকারের সুরক্ষা দিতে পারি। নিষেধাজ্ঞা হয়তো সহজ রাস্তা, কিন্তু আমাদের শিশুদের ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য সেই সহজ রাস্তা যথেষ্ট নয়। ডিজিটাল যুগে শিশুদের বেড়ে ওঠা নিয়ে উদ্বেগ আজ আর ব্যক্তিগত নয়, তা সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে। স্মার্টফোনের পর্দায় ডুবে থাকা শৈশব, সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার, অনলাইন আসক্তি, সাইবার বুলিং, মানসিক অবসাদ-এই সবকিছু মিলিয়ে এক ধরনের ভয় কাজ করছে সমাজের মধ্যে। সেই ভয় থেকেই বারবার উঠে আসছে এক সহজ সমাধানের প্রস্তাব-সোশ্যাল মিডিয়ায় নিষেধাজ্ঞা। মনে করা হচ্ছে, শিশুদের যদি এই প্ল্যাটফর্মগুলো থেকে দূরে রাখা যায়, তাহলেই তারা নিরাপদ থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা এতটা সরল নয়। বরং বলা যায়, সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করা আমাদের শিশুদের রক্ষা করবে না, বরং সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলবে। আজকের শিশুরা এমন এক সময়ে বড় হচ্ছে, যেখানে অনলাইন আর অফলাইন জীবনের মধ্যে স্পষ্ট কোনও সীমারেখা নেই।

শ্রী শ্রী ঠাকুর - শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন--

চারাগাছ বেড়া দিয়ে রাখতে হয়। চারাগাছ বলতে আমি বুঝি---যাদের ব্যক্তিত্ব এখনও সুপুষ্ট হয়নি। আর বেড়া বলতে আমি বুঝি---সগুরু, সনাম ও সসঙ্গ। মানুষ যদি অল্প বয়স থেকে সগুরু গ্রহণ করে সনামের অনুশীলন নিয়ে সসঙ্গে অর্থা জীবনবৃদ্ধিদ ভালো পরিবেশের ভিতর বাস করে, তাহলে তার জীবন অনায়াসে সুগঠিত হতে পারে। মানুষের জীবন যদি কোনো জীয়ন্ত স-এ সুনিবদ্ধ না হয়, তাহলে সে যে নানা আবর্তে পরে হাবুডুবু খাবে, সে বিষয়ে কি আর কোনো সংশয় আছে?

অনুকুল ঠাকুরের বাণী

অনেকে রাঁধতেই জানে না, ভাবে, কতকগুলি তেল-মশলা ঢালতে পারলেই বুঝি রান্না ভাল হয়, তা কিন্তু নয়। রান্না হওয়া চাই সহজ, সাদাসিদে অথচ রুচিকর। আবার স্বাস্থ্য বুঝে আহার্য্য দিতে শিখতে হয়। তখন সেটা একই সঙ্গে ওষুধ ও পথ্যের কাজ করে। ধর একজনের ম্যালেরিয়া, তাকে যদি মাঝে মাঝে পুরোন তেতুলের টক ক'রে দাও, তাতে তার ভালহবে। ছেলেটির হয়ত পেট খারাপ, তাকে কুলে-বাজারে ঝোল ক'রে দিলে, থানকুনী পাতার শুকতো করে দিলে।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-এর নীরব ব্যর্থতা

পরিবেশের জন্য শূন্য বরাদ্দ, শূন্য দিশা

পৃথ্বীশ দে

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬ পেশ হওয়ার পর নানা মহলে আলোচনা চলছে-রাজস্ব ঘাটতি কতটা নিয়ন্ত্রণে এল, পরিকাঠামোয় কত টাকা বরাদ্দ হল, মধ্যবিত্তের করছা। কতটা স্বস্তি দিল। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনার ভিড়ে একটি প্রশ্ন প্রায় নিঃশব্দেই চাপা পড়ে যাচ্ছে, আর সেটাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রশ্ন। এই বাজেটে পরিবেশের জন্য আদৌ কী আছে? উত্তর খুঁজতে গেলে যে সত্য সামনে আসে, তা অস্বস্তিকর, এমনকি আতঙ্কজনক। কার্যত কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-এ পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা কিংবা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য কোনও সুস্পষ্ট দিশা নেই, নেই দৃশ্যমান রাজনৈতিক সদিচ্ছা। যেন পরিবেশ বিষয়টাই রাষ্ট্রের আর্থিক পরিকল্পনার বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ভারত আজ বিশ্বের সেই দেশগুলির মধ্যে, যারা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে। অনিয়মিত বর্ষা, ভয়াবহ তাপপ্রবাহ, ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধি, নদীভাঙন, পাহাড়ি অঞ্চলে ধস-এই সবই আর ভবিষ্যতের আশঙ্কা নয়, বর্তমান বাস্তবতা। অথচ এই বাস্তবতার প্রতিফলন কেন্দ্রীয় বাজেটে কোথায়? পরিবেশ মন্ত্রকের বরাদ্দ আগের বছরের তুলনায় কার্যত স্থবির, বাস্তব মূল্যস্ফীতির হিসেব ধরলে তা আসলে কমেছে। জলবায়ু অভিযোজন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বন সংরক্ষণ বা নবায়নযোগ্য শক্তির সামাজিক রূপান্তর-এই কোনও ক্ষেত্রেই বাজেট এমন কোনও বার্তা দেয় না, যা থেকে মনে হয় পরিবেশ রাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রে রয়েছে। এই বাজেট যেন আরও একবার প্রমাণ করল, পরিবেশ এখনও ভারতের আর্থিক পরিকল্পনায় একটি প্রান্তিক বিষয়। উন্নয়ন মানেই কংক্রিট, সড়ক, শিল্পাঞ্চল-এই পুরনো ধারণার বাইরে বেরোতে কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারকরা এখনও অনীহা দেখাচ্ছেন। বাজেটে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ থাকলেও, সেই উন্নয়ন প্রকল্পগুলির পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন নিয়ে কোনও কঠোর অবস্থান চোখে পড়ে না। উল্টো বরং পরিবেশ ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করার প্রবণতাই গত কয়েক বছরে লক্ষ্য করা গেছে। বাজেট ২০২৬ সেই প্রবণতাকেই নীরবে সমর্থন করল। নদী সংরক্ষণের প্রসঙ্গ ধরলে এই অবহেলা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেশের প্রধান নদীগুলি আজ দূষণে জর্জরিত। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, নর্মদা-প্রায় সব বড় নদীরই জলমান উদ্বেগজনক। অতীতে বহু প্রকল্পের ঘোষণা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে ফল কতটা মিলেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেছে। এবারের বাজেটে নদী দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা নদী পুনরুজ্জীবনের জন্য কোনও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নেই। পুরনো প্রকল্পের নাম পুনরাবৃত্তি হয়েছে, কিন্তু বরাদ্দ বা কাঠামোগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত অনুপস্থিত। এতে বোঝাই যাচ্ছে, পরিবেশ রক্ষা এখনও সরকারের কাছে প্রকৃত অগ্রাধিকার নয়। বায়ুদূষণ আজ ভারতের শহরবাসীর নিত্যদিনের আতঙ্ক। দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই, লখনউ-প্রায় সব বড় শহরই বছরে দীর্ঘ সময় বিপজ্জনক বায়ুমানের মধ্যে বাস করছে। জাতীয় স্তরে বায়ুদূষণ মোকাবিলার জন্য একটি শক্তিশালী, সমন্বিত পরিকল্পনা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাজেট ২০২৬-এ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা করে কোনও বড় বরাদ্দ বা নীতিগত ঘোষণা নেই। কয়েকটি পরীক্ষামূলক প্রকল্পের কথা বলা হলেও, সেগুলি সমস্যার ব্যাপ্তির তুলনায় নগণ্য। মানুষের শ্বাস নেওয়ার অধিকার যেন বাজেটের পাতায় জায়গাই পেল না। গ্রাম ভারতেও পরিবেশ সংকট কম নয়। ভূগর্ভস্থ জলের স্তর দ্রুত নামছে, বহু অঞ্চলে পানীয় জলের সংকট প্রকট। কৃষি ব্যবস্থায় অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার মাটির উর্বরতা নষ্ট করছে। এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য টেকসই কৃষি, জল সংরক্ষণ ও মাটি পুনরুদ্ধারের দিকে জোর দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাজেট ২০২৬-এ এই বিষয়গুলিকে নিয়ে কোনও সুসংহত রূপরেখা চোখে পড়ে না। কৃষি খাতে বরাদ্দ থাকলেও, তা মূলত উৎপাদন ও ভর্তুকি কেন্দ্রিক, পরিবেশগত টেকসইতার প্রশ্ন সেখানে প্রায় অনুপস্থিত। বন ও জীববৈচিত্র্যের কথাও উপেক্ষিত। ভারত বিশ্বের অন্যতম জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ দেশ। অথচ বনাঞ্চল ধ্বংস, বন্যপ্রাণের বাসস্থান সংকুচিত হওয়া এবং মানব-বন্যপ্রাণ সংঘাত ক্রমেই বা।ছে। এই পরিস্থিতিতে বন সংরক্ষণ ও স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণে জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য ব। বিনিয়োগ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাজেট ২০২৬-এ বন দফতরের বরাদ্দ এমন কোনও বৃদ্ধি দেখায় না, যা এই সঙ্কট মোকাবিলার ইচ্ছা প্রকাশ করে। পরিবেশ সংরক্ষণকে এখনও ব্যয়ের বোঝা হিসেবেই দেখা হচ্ছে, ভবিষ্যতের বিনিয়োগ হিসেবে নয়। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ভারতের আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির কথাও মনে রাখা দরকার। বিশ্ব মঞ্চে ভারত বারবার বলেছে, তারা নবায়নযোগ্য শক্তি ও টেকসই উন্নয়নের পথে হাঁটছে। সৌর শক্তি, সবুজ হাইড্রোজেন, বৈদ্যুতিক যানবাহন-এই সব ক্ষেত্রেই কিছু বরাদ্দ আছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলি মূলত শিল্প ও বাজারমুখী। এই রূপান্তরের সামাজিক ও পরিবেশগত দিক, যেমন শ্রমিকদের পুনর্বাসন, গ্রামীণ অঞ্চলে সবুজ শক্তির বিস্তার বা ছোট আকারের টেকসই প্রকল্প-এই বিষয়গুলি বাজেটে প্রায় অনুল্লেখিত। ফলে পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন একটি সীমিত বৃত্তের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। এই বাজেটে পরিবেশকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার হিসেবে দেখার কোনও দর্শন নেই। অর্থনীতি ও পরিবেশকে এখনও বিপরীত মেরু হিসেবে ভাবা হচ্ছে। যেন পরিবেশ রক্ষা মানেই উন্নয়নের পথে বাধা। অথচ বিশ্ব অভিজ্ঞতা বলছে, পরিবেশকে উপেক্ষা করে যে উন্নয়ন, তা টেকসই হয় না। আজ পরিবেশে বিনিয়োগ না করলে, আগামী দিনে তার মূল্য দিতে হবে বহু গুণ বেশি-স্বাস্থ্য খাতে, বিপর্যয় মোকাবিলায়, বাস্তুচ্যুত মানুষের পুনর্বাসনে।

শীর্ষে থাকতেই থেমে যাওয়ার সাহস

সাফল্যের মাঝখানে বিদায়ের দর্শন

তন্ময় সরকার

সাফল্যের চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের সামনে সবচেয়ে বড় প্রলোভন হল আরও কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার, আরও কিছুটা পাওয়ার। খ্যাতি, জনপ্রিয়তা, ক্ষমতা-সবই তখন হাতের মুঠোয়। ঠিক সেই সময়েই থেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া তাই শুধু বিরল নয়, এক অর্থে বিপ্লবী। আমাদের চারপাশের সমাজ, সংস্কৃতি ও পেশাগত জীবন এমনভাবে গড়ে উঠেছে, যেখানে 'পারো ধরে রাখো'-এই মনোভাবই প্রাধান্য পায়। সেই বাস্তবতার মধ্যে দাঁড়িয়ে কেউ যখন নিজের সাফল্যের শীর্ষে থেকেই বিদায় নেওয়ার কথা বলেন, তখন তা শুধু ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত থাকে না, হয়ে ওঠে একটি দার্শনিক অবস্থান। ড্যানিয়েল ক্রেগ, সুনীল গাভাস্কার কিংবা অরিজি সিং-তিনটি ভিন্ন ক্ষেত্র, তিনটি আলাদা সময়কাল, অথচ একটি মিলিত সুর নিজের শর্তে থেমে যাওয়ার সাহস। ড্যানিয়েল ক্রেগের কথা ধরা যাক। জেমস বন্ড মানেই এক সময় শন কনারি, রজার মুরদের স্মৃতি। সেই ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে ক্রেগ যখন বন্ডের চরিত্রে এলেন, তখন সংশয় ছিল প্রবল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বন্ডকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করলেন-আরও মানবিক, আরও ভঙ্গুর, আবার আরও কঠোর। কিংবা 'টাইম টু ডাই'-এর মতো ছবিতে তিনি প্রমাণ করেছেন, এই চরিত্র এখনও কতটা প্রাসঙ্গিক হতে পারে। ঠিক সেই সময়েই তিনি জানালেন, বন্ড হিসেবে এটাই তাঁর শেষ অধ্যায়। বাজার ছিল তাঁর পক্ষে, দর্শক চাইছিল আরও ছবি, প্রযোজকরা প্রস্তুত ছিলেন আরও বড় অঙ্কের চুক্তি নিয়ে। তবু তিনি থামলেন। কারণ তাঁর কাছে চরিত্রটির পুনরাবৃত্তি আর শিল্পী হিসেবে তাঁর আগ্রহের জায়গায় ছিল না। এই সিদ্ধান্ত আসলে শিল্পীর আত্মসম্মানের ঘোষণা। খেলার মাঠে এমন সিদ্ধান্ত আরও কঠিন। কারণ সেখানে বয়স, ফিটনেস, ফর্ম-সবকিছুর বিচার হয় নির্মমভাবে। সুনীল গাভাস্কার যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানান, তখন তিনি নিছকই 'যাওয়া' কোনও ব্যাটসম্যান ছিলেন না। পরিসংখ্যান বলছে, তিনি এখনও দলের জন্য কার্যকর হতে পারতেন। কিন্তু গাভাস্কার বুঝেছিলেন, নিজের মানদণ্ডে খেলা আর সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর কাছে ক্রিকেট মানে ছিল শীর্ষ মান বজায় রাখা। সেই মানে সামান্যও ফাটল ধরতে শুরু করলে, তিনি থামতে চেয়েছিলেন। এই থেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত আসলে ছিল আত্মসমালোচনার এক বিরল উদাহরণ, যা আজকের যুগে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। আর অরিজিৎ সিং-এখানেই বিষয়টি আরও সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর নেননি, তবু তাঁর ভাবনায়, কথায়, কাজের গতি ও প্রকাশ্যে উপস্থিতির অনীহায় বারবার উঠে আসে এক ধরনের দূরত্ব। জনপ্রিয়তার শিখরে থেকেও তিনি নিজেকে সরিয়ে রাখেন গ্ল্যামারের কেন্দ্র থেকে। সোশ্যাল মিডিয়ার ঝলকানি, লাগাতার লাইভ শো, ব্র্যান্ডের দৌড়-এই সবের বাইরে থাকার এক সচেতন চেষ্টা দেখা যায় তাঁর মধ্যে। যেন তিনি বুঝতে পেরেছেন, অতিরিক্ত উপস্থিতি সৃষ্টিশীলতাকে ক্ষয় করতে পারে। এই অবস্থানও এক ধরনের অবসর, এক ধরনের স্বেচ্ছা দূরত্ব, যা সাফল্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নেওয়া হয়। এই তিনটি উদাহরণ আসলে আমাদের সামনে একটি বড় প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়-সাফল্যের মানে কী? তা কি শুধুই দীর্ঘস্থায়িত্ব, না কি নিজের কাজের প্রতি সততা? আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যেখানে শব্দটি কখনও শেষ হয় না। আরও টাকা, আরও জনপ্রিয়তা, আরও ফলোয়ার। এই দৌড়ে অনেক সময় মানুষ নিজের সেরা সময়টাকেই দীর্ঘ করতে গিয়ে তা নষ্ট করে ফেলে। ইতিহাসে এমন উদাহরণ কম নয়, যেখানে কেউ শীর্ষে পৌঁছে নামতে দেরি করেছে, আর সেই দেরিই স্মৃতিকে ম্লান করেছে। শীর্ষে থাকতেই থেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত তাই আসলে ভবিষ্যতের স্মৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়া। আপনি কীভাবে মনে থাকতে চান, সেই সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়া। ড্যানিয়েল ক্রেগ চাননি, মানুষ তাঁকে এমন এক বন্ড হিসেবে মনে রাখুক, যিনি ক্লান্ত, পুনরাবৃত্ত। গাভাস্কার চাননি, তাঁর শেষ ইনিংসগুলি প্রশ্নচিহ্নে ভরে উঠুক। অরিজিৎ সিংও সম্ভবত চান না, তাঁর কণ্ঠস্বর একসময় অতিরিক্ত ব্যবহারে শ্রোতার কাছে হয়ে উঠুক। এই সিদ্ধান্তগুলির আরেকটি দিক আছে, যা আরও গভীর। তা হল নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন। সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছনোর পর অনেক সময় শিল্পী বা ক্রীড়াবিদ নিজের কাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করেন। বাজার, চুক্তি, দর্শকের চাহিদা-সব মিলিয়ে সিদ্ধান্ত অন্যেরা নিতে শুরু করে। সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে নিজে থেকে থেমে যাওয়ার মানে হল আবার নিজের জীবন ও কাজের কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেওয়া। এটি ক্ষমতার এক নীরব প্রকাশ। আমাদের সমাজ কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সহজে মেনে নেয় না। শীর্ষে থাকতেই থেমে যাওয়া মানুষকে প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়-কেন? আরও পারতে না? ভয় পেলেন? এই প্রশ্নগুলির মধ্যেই লুকিয়ে থাকে আমাদের সামাজিক মানসিকতা, যেখানে সাফল্যকে একটি সরল রেখা হিসেবে দেখা হয়-যতটা সম্ভব দীর্ঘ। আমরা ভুলে যাই, প্রতিটি মানুষের সৃষ্টিশীলতা, শারীরিক সক্ষমতা ও মানসিক শক্তির নিজস্ব ছন্দ আছে। সেই ছন্দকে সম্মান করাই প্রকৃত প্রজ্ঞা। এই প্রেক্ষাপটে তরুণ প্রজন্মের জন্য এই উদাহরণগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আজকের দিনে ক্যারিয়ার মানে প্রায়ই একটি অবিরাম দৌড়। কোথায় থামতে কমাতে হবে-এই প্রশ্নগুলি আমরা করতে ভুলে যাচ্ছি। শীর্ষে থাকতেই থেমে যাওয়ার গল্পগুলি মনে করিয়ে দেয়, থামা মানেই পরাজয় নয়। অনেক সময় থামা মানেই নিজের সেরা সত্তাকে রক্ষা করা।

ট্রাম্পের ১৮ শতাংশ শুল্ক ঃ স্বস্তির হাসি নয়, সতর্কতার সময় ভারতের জন্য

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি

ডোনাল্ড ট্রাম্প ফের মার্কিন রাজনীতির কেন্দ্রে, আর তাঁর মুখে যখন 'কমানো'-র কথা শোনা যায়, তখন দিল্লির করিডরে স্বাভাবিকভাবেই একধরনের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়তে শুরু করে। সাম্প্রতিক ঘোষণায় ভারতীয় পণ্যের ওপর শুল্ক ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত অনেকের কাছেই কূটনৈতিক সাফল্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল নীতিনির্ধারকদের জন্য এই খবরে খুশি হওয়ার কারণ যতটা কম, চিন্তার কারণ তার চেয়ে অনেক বেশি। কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রাজনীতিতে শুল্ক কেবল সংখ্যা নয়, এটি ক্ষমতার ভাষা, এটি চাপের অস্ত্র, এবং এটি ভবিষ্যতের দরকষাকষির পূর্বাভাস। প্রথম দর্শনে ১৮ শতাংশ শুল্ক কম মনে হতে পারে। আগের তুলনায় হয়তো এটি কিছুটা ছাড়, কিছুটা স্বস্তি। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোন মানদণ্ডে এই ' বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাঠামোতে, বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থায়, উন্নয়নশীল দেশের জন্য যে ন্যায্যতা ও স্থিতিশীলতার কথা বলা হয়, তার সঙ্গে এই শুল্কের হার কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ? ভারতের মতো বিশাল বাজার, বিপুল জনসংখ্যা এবং বহুমাত্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে ১৮ শতাংশ কোনওভাবেই উদারতা নয়। বরং এটি এমন এক সীমারেখা, যা দিয়ে ওয়াশিংটন স্পষ্ট করে দিচ্ছে-ভারতকে তারা অংশীদার হিসেবে দেখতে রাজি, কিন্তু সমান শর্তে নয়। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য নীতির ইতিহাস নতুন করে মনে করার প্রয়োজন আছে। 'ফার্স্ট' স্লোগানের আড়ালে তিনি যে আক্রমণাত্মক সুরক্ষা নীতি চালু করেছিলেন, তা শুধু চীন বা ইউরোপের বিরুদ্ধে নয়, ভারতকেও বারবার সেই চাপের মুখে প।তে হয়েছে। জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহার, ভিসা নীতিতে কড়াকড়ি, আইটি ও ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যের ওপর বাড়তি নজর-সব মিলিয়ে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য সম্পর্কে এক ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে ১৮ শতাংশ শুল্ককে যদি কেউ বলে ভাবেন, তাহলে তা রাজনৈতিক সরলতা ছাড়া কিছুই নয়। এখানে আরেকটি মৌলিক প্রশ্ন উঠে আসে-এই শুল্ক হ্রাসের বিনিময়ে ভারত কী দিচ্ছে, বা ভবিষ্যতে কী দিতে বাধ্য হতে পারে? আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে কোনও ছা। একতরফা হয় না। আজ হয়তো প্রকাশ্যে কিছু বলা হচ্ছে না, কিন্তু আগামী দিনে প্রতিরক্ষা কেনাকাটা, কৃষি বাজারে প্রবেশাধিকার, ডিজিটাল ট্যাক্স, ডেটা লোকালাইজেশন কিংবা ওষুধের পেটেন্ট আইন নিয়ে নতুন চাপ আসবে না, এমন নিশ্চয়তা কোথায়? ১৮ শতাংশ শুল্ক হয়তো সেই দরজার চাবি, যার ভেতরে ঢুকলে ভারতকে একের পর এক আপস করতে হতে পারে। ভারতের অভ্যন্তরীণ শিল্পের দিক থেকেও বিষয়টি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। রপ্তানিকারকদের একাংশ হয়তো এই শুল্ক হ্রাসে সাময়িক লাভ দেখবেন। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে যদি আমেরিকার বাজারে প্রবেশের শর্ত কঠিন হয়, যদি অ-শুল্ক বাধা বাড়ে, যদি মান ও সার্টিফিকেশনের নামে নতুন প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়, তাহলে এই ১৮ শতাংশ কার্যত অর্থহীন হয়ে যাবে। অতীতে বহুবার দেখা গেছে, শুল্ক কমানোর সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য দেয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে, যা পেরোনো আরও কঠিন। ভারতের কৃষি ক্ষেত্রের কথা আলাদা করে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ট্রাম্প প্রশাসনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিদেশি কৃষিপণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে মার্কিন কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করা। শুল্ক কমার অর্থ এই নয় যে ভারতীয় কৃষিপণ্য অবাধে আমেরিকার বাজারে ঢুকতে পারবে। বরং উল্টোটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি-ভারতের ওপর চাপ বা।বে নিজেদের বাজার আরও খুলে দেওয়ার জন্য, ভর্তুকি কমানোর জন্য, এবং বহুজাতিক কৃষি কোম্পানির প্রবেশ সহজ করার জন্য। এই চাপ সামলাতে না পারলে দেশের কোটি কোটি কৃষকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এই সিদ্ধান্তকে নিরপেক্ষভাবে দেখা জরুরি। ট্রাম্পের বাণিজ্য নীতি বরাবরই নির্বাচনী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। শুল্ক কমানো বা বাড়ানো তাঁর কাছে কূটনৈতিক কৌশল নয়, বরং ভোটব্যাংক ম্যানেজমেন্টের হাতিয়ার। আজ ভারতকে কিছুটা ছাড় দেওয়া হতে পারে, কালই সেই ছাড় প্রত্যাহার করার হুমকি আসতে পারে। এমন অনিশ্চিত অংশীদারের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তি যদি শুধুই সাময়িক সুবিধার ওপর দাঁড়ায়, তাহলে তা ভারতের মতো দেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। ভারত সরকারের জন্য এখানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল আত্মতুষ্টিতে না ভোগা। শুল্ক কমার খবরকে রাজনৈতিক সাফল্য হিসেবে তুলে ধরার প্রলোভন প্রবল। কিন্তু সংবাদপত্রের শিরোনামে প্রশংসা পাওয়া আর দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা এক জিনিস নয়। নীতিনির্ধারকদের মনে রাখতে হবে, বিশ্ব অর্থনীতি এখন দ্রুত বদলাচ্ছে। সরবরাহ শৃঙ্খল পুনর্গঠিত হচ্ছে, ভূরাজনীতি বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে, এবং বড় শক্তিগুলি নিজেদের স্বার্থে নিয়ম ভাঙতেও দ্বিধা করছে না। চীনের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এখানেও প্রাসঙ্গিক। প্রথমে শুল্ক বাড়ানো, তারপর সাময়িক ছাড়, তারপর আবার নতুন নিষেধাজ্ঞা-এই দোলাচল বিশ্ব বাজারকে অস্থির করেছে। ভারত যদি ভাবে যে তারা এই খেলায় নিরাপদ দর্শক থাকবে, তাহলে তা মারাত্মক ভুল হবে। ১৮ শতাংশ শুল্ক কমার খবরে খুশি হওয়ার বদলে ভারতকে ভাবতে হবে, কীভাবে নিজেদের বাজার, নিজেদের শিল্প এবং নিজেদের নীতি স্বনির্ভর ও দৃঢ় করা যায়। এই প্রেক্ষিতে 'ভারত' স্লোগানের বাস্তব মূল্যায়ন জরুরি। যদি আমরা সত্যিই আত্মনির্ভর হতে চাই, তাহলে বিদেশি শুল্কের ওঠানামায় আমাদের অর্থনীতির ভিত নড়ে যাবে না, এমন কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। রপ্তানি বৈচিত্র্য, নতুন বাজার অনুসন্ধান, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বাড়ানো-এই সব কৌশলকে গুরুত্ব দিতে হবে। শুধুমাত্র আমেরিকার বাজারের দিকে তাকিয়ে থাকলে, ১৮ শতাংশ শুল্ক কমা বা বাড়া আমাদের নীতিকে বারবার দোলাচলে ফেলবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কূটনৈতিক ভারসাম্য। ভারত আজ বহু-মেরু বিশ্বের কথা বলে। সেই বহু-মেরু নীতির মানে হল কোনও এক শক্তির ওপর অতিরিক্ত নির্ভর না করা। ট্রাম্পের শুল্ক হ্রাসকে যদি অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে সেই নীতির সঙ্গে অসঙ্গতি তৈরি হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, এমনকি প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ককে সমান গুরুত্ব না দিলে ভারত নিজেই নিজের কৌশলগত অবস্থান দুর্বল করবে। সবচেয়ে বড় কথা, এই শুল্ক হ্রাসের ঘোষণায় একটি মনস্তাত্ত্বিক ফাঁদ লুকিয়ে আছে। 'ছাড় পেয়েছি'-এই ভাবনা থেকেই শুরু হয় আত্মতুষ্টি। আর আত্মতুষ্টি নীতিনির্ধারণের সবচেয়ে বড় শত্রু। ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে, বড় শক্তির দেওয়া সামান্য ছাড়কে বড় সাফল্য ভেবে বসলে, তার মূল্য দিতে হয়েছে ভবিষ্যতে আরও বড় ছাড় দিয়ে। ভারত যদি সত্যিই বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে তাকে এই ফাঁদে পা দেওয়া চলবে না। ট্রাম্পের ১৮ শতাংশ শুল্ক হ্রাস কোনও উৎসবের উপলক্ষ নয়। এটি একটি কূটনৈতিক সংকেত, একটি সম্ভাব্য চাপের সূচনা, এবং একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। সরকার যদি এই মুহূর্তে সতর্ক না হয়, যদি তারা এই সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত রাজনীতি না বোঝে, তাহলে আগামী দিনে ভারতকেই তার মূল্য চুকাতে হবে। অতএব, ভারত সরকারের উচিত এই ঘোষণাকে ঠান্ডা মাথায় বিশ্লেষণ করা, আবেগ বা রাজনৈতিক প্রচারের ঊর্ধ্বে উঠে। শুল্ক কমা মানেই সম্পর্ক মধুর হয়ে যাওয়া নয়। বরং এটি নতুন করে হিসাব কষার সময়। জাতীয় স্বার্থ, অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশল-এই তিনের ভারসাম্য বজায় রেখেই ভারতের পথ চলা উচিত। ১৮ শতাংশ শুল্ক কমার খবরে খুশি হওয়ার বদলে, আমাদের জিজ্ঞাসা করা দরকার-এর পরের ধাপ কী, আর সেই ধাপে ভারতের অবস্থান কতটা শক্ত? এই প্রশ্নের উত্তর যতক্ষণ না স্পষ্ট হচ্ছে, ততক্ষণ কোনও হাসি নিরাপদ নয়।

মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র সংঘর্ষে হাত ভাঙলো ছাত্রের, রক্তাক্ত একাধিক

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে জেলাবাসীর আবেগকে সম্মান দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের আগে রাজা কৃষ্ণনাথের নাম বসানোর খুশিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে মিষ্টি বিতরণ করাকে কেন্দ্র করে দু'দল ছাত্রের সংঘর্ষের ঘটনায় মঙ্গলবার উত্তাল হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস চত্বর। দু'দল ছাত্রের সংঘর্ষের ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। চিকিৎসার জন্য তাদেরকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষের পর কর্তৃপক্ষ পুলিশ ডাকতে বাধ্য হয়। গোটা বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে চলেছেন বলে জানানো হয়েছে। গত শনিবার রাজ্য সরকারের তরফ থেকে 'মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়' নাম পরিবর্তন করে ' রাজা কৃষ্ণনাথ বিশ্ববিদ্যালয়' নামকরণ বিল রাজ্য বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে। রাজ্যপালের সম্মতি পাওয়ার পর সরকারিভাবেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন হবে বলে জানা গেছে। মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর জেলার বহু মানুষ দাবি করেছিলেন রাজা কৃষ্ণনাথের দান করা জমির উপর মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হলেও তাঁর নামেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে রাখা হয়নি। মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবিকে সম্মান জানিয়ে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে সীলমোহর দেন। সূত্রের খবর, বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের সঙ্গে রাজা কৃষ্ণনাথের নাম যুক্ত করার সরকারি এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার ছাত্র পরিষদের তরফ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হচ্ছিল। দুপুর দেড়টা নাগাদ ছাত্র পরিষদের সদস্যরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী চত্বরে মিষ্টি বিতরণ করছিলেন সেই সময় বেশ কিছু বহিরাগত যুবক লাঠি-বাঁশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়েন বলে অভিযোগ। এর পরই ওই বহিরাগতরা মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরিষদ সভাপতি সুরজ সরকার সহ বেশ কিছু ছাত্র পরিষদ সমর্থকের উপর চড়াও হন। অভিযোগ উঠেছে কলেজে উপস্থিত বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষী এবং আরও কয়েকজনের সামনে ছাত্র পরিষদ সমর্থকদেরকে বেধড়ক মারধর করা হয়। বহিরাগতদের এই হামলায় ছাত্র পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট সভাপতির হাত ভেঙে গেছে এবং বেশ কয়েকজন ছাত্র রক্তাক্ত হন। আক্রান্ত ছাত্র পরিষদের বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি তথা ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্র সবুজ সরকার বলেন, আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রানিং স্টুডেন্ট'। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনও জায়গায় আমার যাওয়ার অধিকার রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন হওয়ার খুশিতে আমরা আজ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করছিলাম। সেই সময় প্রচুর বহিরাগত দুষ্কৃতী কলেজের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং কাইফ শেখ, জাহিদ শেখ, সুরজ সহ আরও কয়েকজনের নেতৃত্বে আমাকে বাঁশ-লাঠি দিয়ে প্রচণ্ড মারধর করা হয়। সবুজ আরও অভিযোগ করেন, যে সমস্ত বহিরাগত আজ আমাদের উপর হামলা চালিয়েছেন তাদের অনেকেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থক। মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার ডঃ রাজিব মুখার্জি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর কাছে আজ একটি অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। সেখানে দুই দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। গোটা ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আমাদের তরফ থেকে পুলিশেও একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে। তিনি বলেন, সঠিক কী ঘটনা ঘটেছে এখনও আমরা জানতে পারিনি। তবে এই ঘটনাকে আমরা সমর্থন করি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনার পরই পুলিশকে ডাকা হয়েছিল। কলেজে বহিরাগত ঢুকেছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিধানসভা ভোটের পর টিকিট কেটে দিল্লি পালিয়ে যাবেন না .. বসুনিয়া

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ বিধানসভা নির্বাচন কড়া নাড়ছে দরজায়। জোর কদমে রাজনৈতিক দলগুলি তা শাসক কিংবা বিরোধী প্রচার শুরু করেছে। এমতাবস্থায় কোচবিহারের সিতাইয়ে কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিস্ফোরক কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। তিনি বলেন- নির্বাচনের ফল বেরোনার পর দিল্লি পালিয়ে যাবেন না আগে থেকে টিকিট কেটে বাড়িতে থাকবেন.. সেদিন হিসাব হবে দুধ কা দুধ পানি কা পানি কার কত দম আছে কে কত মায়ের দুধ খেয়ে বিজেপি করে সেটা দেখা হবে।.. প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিককে নিয়ে এহেনো মন্তব্যের পর তোলপাড় কোচবিহারের রাজনীতি। সাংসদ আরো বলেন - একটা সোনার দোকানের চোর যাকে পুলিশ কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেছে সে আমার সাথে তুলনা করে! পাঁচ বছর মন্ত্রী থেকে কোন কাজ করেছে। পাশাপাশি বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন- লক্ষীর ভান্ডার নেবেন আর বিজেপিকে ভোট দেবেন ভিক্ষা নিতে লজ্জা করে না। এক প্রকার হুশিয়ারি দেন তিনি। উল্লেখ্য কয়েকদিন আগে সিতাইয়ে কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বর্তমান তৃণমূল সাংসদকে তুলোধুনো করেছিলেন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। সিতাই চিরকালই তৃণমূল কংগ্রেসের গড় বলে পরিচিত। লোকসভা কিংবা বিধানসভা সব ক্ষেত্রেই তৃণমূল কংগ্রেস সিতাই থেকে সর্বোচ্চ বেশি ভোটে গিয়ে থাকে। এমতাবস্থায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাই রীতিমতো হুমকির সুর তৃণমূল সাংসদের মুখে। যদিও এই প্রসঙ্গে খানিকটা খিল্লির সুরে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেন - ২০২১ বিধানসভা ভোটের পর মনে আছে তো! রাজ্যের একমাত্র বিজয়ী বিধায়ক যাকে আট মাস বাড়ি ছেড়ে থাকতে হয়েছিল তার মুখে এই সমস্ত কথা মানায় না তার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার রুচিতে বাধে! যদিও এই প্রসঙ্গে পাল্টা কোচবিহারের বিজেপি বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে - জগদীশচন্দ্র বড়মা বসুনিয়া কি ডন পাপ্পু যাদব .. যে যে ভাষা বোঝে তাকে সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়া হবে। ইলেকশন আসছে খেলা হবে বলে না আমরাই খেলা শিখিয়ে দেবো। স্বভাবতই মন্তব্য পালটা মন্তব্যে রীতিমতো সরগরম কোচবিহারের রাজনীতি।

SALAP-2 GRAM PANCHAYAT
UTTAR NIBRA, HOWRAH-711409
eTender NIT_No: 47/SGPII/XVUT/25-26,Dated: 06.02.2026
For and on behalf of the Salap-2 Panchayat for 5(Five) Nos. different works. Last date of download of document up to **16.02.2026 at 03.00 PM.** Bid Submission end date: **16.02.2026 at 03.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **18.02.2026 at 03.00 P.M.** Details are available in: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Salap-2 Gram Panchayat
Uttar Nibra, Howrah

যোগান, স্থাপন এবং নবীকরণ কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিআরডি/এলএমজি/৩০ অফ ২০২৫-২৬ তারিখঃ ০৬.০২.২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে টেন্ডার সংখ্যা: ইএল-টিআরডি-এলএমজি-ওএইচই-এমওডি-৪৯। কাজের নামঃ লামডিং মণ্ডলের অধীনস্থ [illegible] যোগান, স্থাপন এবং নবীকরণ কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৩৬,৫৫,১৩৯.৭৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৭৩,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হবে ০২.০৩.২০২৬ তারিখ ১৫.০০ ঘণ্টায়। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
PANCHLA PANCHAYAT SAMITY
BIKIHAKOLA, PANCHLA, HOWRAH
NIT NO.-86/15th F.C. UNTIED/EO/PANCHLA/2025-2026
For and on behalf of the Executive Officer, Panchla Panchayat Samity invites sealed percentage rate tenders for the 7(Seven)Nos. different works at different places. Bid Submission starting from **09/02/2026 at 18.00 Hrs**. Last date of submission of Bid **18/02/2026 at 17.00 Hrs**. Date of opening of Bid **20/02/2026 at 15.00 Hrs**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Panchla Panchayat Samity

SALAP-2 GRAM PANCHAYAT
UTTAR NIBRA, HOWRAH-711409
eTender NIT_No: 46/SGPII/XVT/25-26,Dated: 06.02.2026
For and on behalf of the Salap-2 Panchayat for Installation of 09 no different works. Last date of download of document up to **16.02.2026 at 03.00 P.M.** Bid Submission end date: **16.02.2026 at 03.00 P.M.** Bid Opening Date(Technical) **18.02.2026 at 03.00 P.M.** Details are available in: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Salap-2 Gram Panchayat
Uttar Nibra, Howrah

NOTICE INVITING E–TENDER
WBPMID/DASP2/EO/NIT-43(25-26)
Executive Officer, Daspur-II Panchayat Samity invites e-Tender for the 18(Eighteen)Nos. different works at different places. Last date of submission of bid(online) **16/02/2026 at 06.55 P.M**. Bid Opening date on **19/02/2026 at 11:00 A.M**. for details please visit https://wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Daspur-II Panchayat Samity

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
Corrigendum
Corrigendum No.: 08 Dated: 10.02.2026.
Ref. e-NIT No -16 Dated: -09.01.2026.
Regarding Documents download end date (Online), Bid Submission closing (Online) ,Bid opening date for Technical Proposals (Online).
Tender Ref. no. :WBMAD/ULB/RM/NIeT-16/2025-26,
Tender ID:2026_MAD_984965
Last date & time for submission of bid through online is 18.02.2026 upto 12:00 noon
The details will be available on websites: www.wbtenders.gov.in (or) www.etender.wb.nic.in or *www.ramjibonpurmunicipality.org.in* and Office Notice Board.
s/d-Chairman, Ramjibonpur Municipality

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice
Memo No.: 598/WS/SD Dated-10/02/2026
E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT5/2e/26(2nd Call) & Tender Id No-2026_MAD_1002778_1** for Supply & Installation of 20 H.P.S.M. pump set & etc. at W-26 under 15th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **21/02/2026 at 11:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website- **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

BFM INDUSTRIES LIMITED
Regd.Office : 1, Ramesh Mitra Road, Third Floor, Kolkata - 700 025;
Phone: 8100465325
Email id : bfmiltd@gmail.com; Website : www.bfmind.com;
CIN: L65993WB1918PLC000947

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের একটি উদ্ধৃতি (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৫ (অনিরীক্ষিত)	৯ মাস শেষে ৩১.১২.২৫ (অনিরীক্ষিত)	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৪
১.	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	৯.৬৫	২২.৩৩	৩.০৭
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম)	৭.০৩	১২.৫৬	(১.৪৪)
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / বা অসাধারন আইটেমের পরে)	৭.০৩	১২.৫৬	(১.৪৪)
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ (কর পরে, ব্যতিক্রমী পরে এবং / অথবা অসাধারন আইটেম)	৭.০৩	১২.৫৬	(১.৪৪)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)	৪৩৩৩.৮৪	৫৪২০.৮৩	৪৯৪৩.৭৩
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০
৭.	প্রতি ইকুইটি শেয়ারের আয় (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের) (অসাধারণ আইটেমের আগে)			
	মূল	২.৩৪	৪.১৯	(০.৪৮)
	মিশ্র	২.৩৪	৪.১৯	(০.৪৮)
৮.	প্রতি ইকুইটি শেয়ারের আয় (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের) (অসাধারণ আইটেমের পরে)			
	মূল	২.৩৪	৪.১৯	(০.৪৮)
	মিশ্র	২.৩৪	৪.১৯	(০.৪৮)

দ্রষ্টব্যঃ
উপরে উল্লেখিত তথ্যটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি অংশ। উক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট, অর্থাৎ www.bfmind.com-এ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
স্বা /-
দেবেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
সার্বক্ষণিক পরিচালক
DIN:07058473
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

NOTICE INVITING E-TENDER
NIT No.17/MGP/E-Tender/NIT 17/2025-26 Dated-10-02-2026
E-TenderID:- 2026_ZPHD_1002161_1 Sinking of New Tubewell for Drinking Water Purpose with Platfrom near the house of Gopal Samanta at Mouza Bagdanga Sansad IV **E-Tender ID: 2026_ZPHD_1002161_2** Sinking of New Tubewell for Drinking Water Purpose with Platfrom near the house of Sajal Pramanik at Mouza Kusumtala Sansad No XII **E-Tender ID:-2026_ZPHD_1002161_3** Sinking of New Tubewell for Drinking Water Purpose with Platfrom near the house of Sk Guljar at Mouza Baliara Sansad No XVI **E-TenderID:- 2026_ZPHD_1002161_4** SINKING OF NEW TUBEWELL FOR DRINKING WATER PURPOSE NEAR THE GP OFFICE AT MOUZA BAGDANGA **E-TenderID:-2026_ZPHD_1002161_5** Construction of CC Roud near the house of Chitta Mandal to Binay Pradhan at Mouza Kusumtala Sansad No X.
last date of E-Tender bid submission is 16-02-2026
Details on Notice Board of Moushuni Gram Panchayat
Pradhan
Moushuni Gram Panchayat
Namkhana, South 24 Pgs

অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড
ACRE MAKING ASSETS WORK
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ১৪তম তল, ইরোস কর্পোরেট টাওয়ার, নেহরু প্লেস, নয়া দিল্লি-১১০০১৯
ফোন নং.ঃ +৯১ ১১-৬৬১১৫৬০৬, ওয়েবসাইটঃ www.acreindia.in, সিআইএন নং.ঃ ইউ৬৫৯৯৩ডিএল২০০২পিএলসি১১৫৭৬৯

দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, এখানে উল্লিখিত সিকিউরিড ক্রেডিটরের অনুমোদিত কর্মকর্তা, আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ সহ পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নে উল্লিখিত ডিমান্ড নোটিশ(গুলি) জারি করেছেন, যাতে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধক/জামিনদার(দের) কে নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নীচে সংযুক্ত ডিমান্ড নোটিশ(গুলি) এ উল্লিখিত পরিমাণ, সেই সাথে ডিমান্ডনোটিশের তারিখ থেকে আরও সুদ এবং অন্যান্য চার্জ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এরপর, এখানে উল্লিখিত অ্যাসাইনার, আর্থিক সম্পদগুলি অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড-কে অর্পণ করেছেন। এছাড়াও এখানে উল্লিখিত ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে তার নিজস্ব/ভারপ্রাপ্ত হিসেবে (এরপরে 'এসিআরই' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)। সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ৫ এর অধীনে, অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তি অনুসারে, এসিআরই অ্যাসাইনরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঋণগ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে আর্থিক সম্পদের সাথে সম্পর্কিত অ্যাসাইনরের সমস্ত অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ, অন্তর্নিহিত নিরাপত্তা স্বার্থ, গ্যারান্টি, অঙ্গীকার এসিআরই-এর উপর ন্যস্ত হয়েছে এবং এসিআরই সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে তার সমস্ত অধিকার প্রয়োগ করেছে।
যে, এসিআরই-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, প্রতিটি সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেনঃ

ক্রম. নং.	নিয়োগকারীর নাম / লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ট্রাস্টের নাম	ঋণগ্রহীতার নাম এবং সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	ডিমান্ড নোটিসের মূল্য	ডিমান্ড নোটিসের তারিখ	দখলের তারিখ / দখলের ধরণ
১.	এইচডিবি ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড / ৮৫৩২২৩৩	এসিআরই ১৭৩-ট্রাস্ট	মেসার্স রায় এন্টারপ্রাইজ, অমিত রায় এবং মদন রায়	২৪,০৫,৪১৯.৪৮/- (চব্বিশ লক্ষ পাঁচ হাজার চারশো উনিশ টাকা আটচল্লিশ পয়সা মাত্র)	২৫.০১.২০২৫	০৭.০২.২০২৬ / প্রতীকী
	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনাঃ খতিয়ান নং ১৬৭ এর অধীনে টালি শেড কাঠামোর সাথে প্রায় ১২ ছটাক জমি, যা বর্তমানে নগর (পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৪ এর অধীনে কর বিলি অনুসারে (দলিল অনুসারে) নামে পরিচিত এবং সংখ্যাযুক্ত) এবং টালি শেড সহ প্রায় ১২ ছটাক জমি, যা বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনার থানা খরদহের অধীনে খতিয়ান নং ৬৯/৪১৩ এর অধীনে এবং ৪১, রাসমণি নগর (কর বিলি অনুসারে) পৌরসভা ওয়ার্ড নং ১৪ পানিহাটি পৌরসভার অধীনে। এরপর খরদহ পৌরসভা হোল্ডিং নং এর অধীনে মৌজা রামভদ্রাবতীর হাল নং ২৪৬, জে. নং ৭ এর সাথে সম্পর্কিত দাগ নং ৬৯ এর অংশ গঠন করে। ৪৮ (দলিল অনুসারে) এবং ৪১, রাসমণি ১৫ (কর বিল অনুসারে) পানিহাটি পৌরসভার সীমানার মধ্যে। মৌজা রামভদ্রাবতীতে হাল, খতিয়ান নং ২৪৬, জে.আই. নং ৭ এর সাথে সম্পর্কিত দাগ নং ৬৯ এর অংশ গঠনকারী কাঠামো এবং পৌর হোল্ডিং নং ৪৮ (দলিল অনুসারে) (দলিল অনুসারে) এবং ১৫ কর বিল অনুসারে) হিসাবে সংখ্যাযুক্ত।					
২.	এইচডিবি ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড / ২৫২৭২০৬	এসিআরই ১৭৩-ট্রাস্ট	এসএম কনস্ট্রাকশন, সঞ্জীব দত্ত এবং মিতালি দত্ত	৩৪,২৪,৯৩৩.৭৮/- (চৌত্রিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার নয়শো তেত্রিশ টাকা এবং আটাত্তর পয়সা মাত্র)	১৫.০৯.২০২৫	০৬.০২.২০২৬ / প্রতীকী
	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনাঃ বসতবাড়ির জমির সমস্ত অংশ এবং অংশবিশেষ পরিমাপ প্রায় ৬ কাঠা ০ ছটাক ০ বর্গফুট কমবেশি এবং জরিপের পর জমির প্রকৃত আয়তন ৫ কাঠা ৮ ছটাক মৌজা ঢাকুরিয়া, জে. এল. নং ১৮, তৌজি নং ২৩০/২৩৩, দাগ নং ১৫১৯, ১৫২০ খতিয়ান নং ৪৬৯ এবং ৪৭১ এর অধীনে, জমিদারের খতিয়ান নং ৪৬৮ এবং ৪৭১, থানা কসবা, কে. এম.সি. এর এক্তিয়ারের মধ্যে। ওয়ার্ড নং ৯২, প্রাঙ্গণ নং ১৭২১ কালী পাদ রায় লেন, (কে. পি. রায় লেন) থানা কসবা, কলকাতা -৭০০০৩১ উত্তরে নিম্নরূপে বাঁকা এবং সীমানাযুক্ত প্লট নং ২৩ এবং ৩৪ **উত্তরেঃ** প্লট নং ২৩ এবং ৩৪ **দক্ষিণেঃ** ১৬ ফুট প্রশস্ত রাস্তা **পূর্বেঃ** প্লট নং ২২ এক **পশ্চিমেঃ** প্লট নং ২০ (এখানে সম্পত্তি উত্তোলিত) সমস্ত অফিস স্থান (আধা-বাণিজ্যিক) উত্তর-পশ্চিম দিকে, নিচতলার, সিঁড়ির পাশে, জি ৩ তলা ভবনের নীচে প্রায় ৪২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপ করে, প্রাঙ্গণ নং ১৭২১ কে. পি. রায় লেন, থানা কসবা, কলকাতা-৭০০০৩১, ওয়ার্ড নং ৯২ এখানে সংযুক্ত পরিকল্পনায় লাল সীমানা দ্বারা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তফসিল 'ক'-এ উল্লিখিত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং ভবনের সকল সাধারণ এলাকার ব্যবহারকারীর অধিকার, সেই সাথে উক্ত প্রাঙ্গণের সুবিধার অধিকার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। জমির মালিকানাধীন খাতা নং ২৭৪৪ (ফসলি ১৩৯৫ থেকে ১৩৯৯) খসরা নং ১৩১৯২ মিনিট, আয়তন ১২৭ বর্গমিটার, আচ্ছাদিত এলাকা ১১.১৪ বর্গমিটার, মৌজা কানওয়ালি, পরগনা সেন্ট্রাল দুন, জেলা দেরাদুনে অবস্থিত, যা নিম্নরূপ সীমানাযুক্ত এবং ঘেরাঃ **পূর্বঃ** শ্রী বীরেন্দ্র কুমারের সম্পত্তি, পার্শ্ব পরিমাপ ৩১ মিটার **পশ্চিমঃ** শ্রী সালিগ রামের সম্পত্তি, পার্শ্ব পরিমাপ ৩১ মিটার **উত্তরঃ** শ্রী জিয়া লালের সম্পত্তি, পার্শ্ব পরিমাপ ৪৪ মিটার **দক্ষিণঃ** ৬ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পার্শ্ব পরিমাপ ৪৪ ফুট।					
৩.	এইচডিবি ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড / ১৪২৩২৮৪	এসিআরই ১৭৩-ট্রাস্ট	বজরং স্টোর্স, বজরং লাল শর্মা, শিব শঙ্কর শর্মা এবং সঙ্গীতা দেবী	১১,৪৭,৫৪৯.৪৫/- (এগারো লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো উনপঞ্চাশ টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা মাত্র)	১৫.০৯.২০২৫	০৬.০২.২০২৬ / প্রতীকী
	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনাঃ বাস্তু/বসতি জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল কমবেশি ০২ (দুই) কাঠা ০৩ (তিন) ছটাক ০০ বর্গফুট একত্রে জি+৩ তলা ভবন সহ তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা ঢাকুরিয়া মৌজায় অবস্থিত, জে.এল. নং ১৮, আর.এস. নং ৫, কালেক্টরেট তৌজি নং ২৩০ এবং ২৩৩, সি.এস. দাগ নং ১০২৭, সি.এস. খতিয়ান নং ৫৩৫৪ এর অধীনে যাদবপুর থানার এক্তিয়ারের মধ্যে, আলিপুরে এস.আর.ও., জেলা ২৪-পরগনা (দক্ষিণ), কে.এম.সি. এর অধীনে। ওয়ার্ড নং ৯২, করদাতা নং ২১-০৯২-১৫-০০৮৪-১, বরো নং X, যা ৪২ নম্বরে পরিচিত এবং নম্বরযুক্ত, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলকাতা ৭০০০৩১ এবং নীচের দিকে সীমানাযুক্ত **উত্তরেঃ** ৪৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, **দক্ষিণেঃ** ৪১, মহারাজা ঠাকুর রোড, **পূর্বেঃ** ১২ ফুট প্রস্থ কে.এম.সি. রোড, **পশ্চিমেঃ** ৪২এইচ, বাবু বাগান লেন। (বন্ধককৃত ফ্ল্যাটের বর্ণনা) একটি নিম্ন উচ্চতার সমস্ত অংশ এবং পার্সেল গ্রাউন্ড ফ্ল্যাট, জি+৩ তলা ভবনের পূর্ব দিকে ৪৮৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া একসাথে ভবনের সমস্ত খালি পথ এবং প্যাসেজের ব্যবহারকারী এবং সুবিধার অধিকার, সেপটিক ট্যাঙ্ক, জলাধার উভয়ের ওভারহেড এবং ভূমির নীচে এবং অন্যান্য সমস্ত সুবিধা, সুযোগ-সুবিধা, সুযোগ-সুবিধা, মৌজা ঢাকুরিয়া, জে.এল. নং ১৮, আর.এস. নং ৫, তৌজি নং ২৩০/২৩৩, কলকাতা পৌর কর্পোরেশন ওয়ার্ডের মধ্যে সি.এস. খতিয়ান নং ৫৩৫৪ এর অধীনে সি.এস. দাগ নং ১০২৭-এ অন্তর্ভুক্ত। নং ৯২, করদাতা নং ২১-০৯২-১৫-০০৮৪-১ যা কে.এম.সি. হিসাবে পরিচিত এবং নম্বরযুক্ত। ৪২ নং প্রাঙ্গণ, মহারাজা ঠাকুর রোড, পুলিশ স্টেশন যাদবপুর, কলকাতা ৭০০০৩১, এস.আর.ও. আলিপুর ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) জেলার মধ্যে অবিভক্ত আনুপাতিকভাবে ভূমির ভাগ ০২ কাঠা ০৩ ছটাক কমবেশি একসাথে সাধারণ পথের উপর সকল ধরণের সুবিধার অধিকার সহ মুক্ত প্রবেশ এবং নির্গমনের জন্য যাতায়াতের রাস্তা এবং এর সাথে সংযুক্ত অন্যান্য সুবিধা, সুযোগ-সুবিধা, সুবিধা।					
৪.	এইচডিবি ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড / ১৮২২০২১১	এসিআরই ১৭৩-ট্রাস্ট	রিয়া শু হাউজ, বেনুশ্রী সেখ এবং আকতার সেখ	১৯,৭০,১৩৪.৯৮/- (উনিশ লক্ষ সত্তর হাজার একশো চৌত্রিশ টাকা এবং আটানব্বই পয়সা মাত্র)	২৫.১০.২০২৫	০৭.০২.২০২৬ / প্রতীকী
	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনাঃ ২ কাঠা ২৫ বর্গফুট, একই রকমের ৫০ বর্গফুট জমির পরিমাপ, স্থাপিত এবং অবস্থিত, রামচন্দ্রপুর মৌজায়, প্লট নং ৭/বিএবং ৩৭৬(পি) এর অধীনে এস. খতিয়ান নং ২৯১ এর অধীনে আর.এস. দাগ নং ৬১৯ এর অধীনে এল.আর. খতিয়ান নং ২৯১৯, জে.এল. নং ৩১ এবং পৌর প্রাঙ্গণ নং ৮৯৭০, রামচন্দ্রপুর (জুল্পিয়া রোড), কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের ১৪২ নং ওয়ার্ডের অধীনে (পূর্বে জোকা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে), থানা ঠাকুরপুকুর (পুরাতন-বেহা), কলকাতা - ৭০০১০৪ এর অধীনে।					
৫.	বাজাজ হাউজিং ফিন্যান্স লিমিটেড / এইচ৪১০এইচএইচএল ১২১২১৮৩ এবং এইচ৪১০এইচএলটি ১২১৩৫০৪	এসিআরই ১৭৮-ট্রাস্ট	অমিত কুমার দত্ত এবং অঙ্কিতা দত্ত	২৫,১৭,৯৮৬/- (পঁচিশ লক্ষ সাতেরো হাজার নয়শো ছিয়াশি টাকা মাত্র)	২৪.০৬.২০২৫	০৭.০২.২০২৬ / প্রতীকী
	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনাঃ তৃতীয় তলার অন্য পাশে ফ্ল্যাট নং ৩ডি, যার আয়তন ৬ কাঠা, তার সাথে G+IV তলা ভবনের সমান, যা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট। মৌজায় অবস্থিত এবং পড়ে আছেঃ সারসুনা, জে.এল. নং ১৭, আর.এস. নং ৪৮৬, তৌজি নং এস ৪৭ এবং ৫১ হাল খতিয়ান নং ২২২৪ এর অধীনে, দাগ নং ৪২ এর সাথে সম্পর্কিত যা পৌর প্রাঙ্গণ নং ১৩৫ হিসাবে পরিচিত এবং নম্বরযুক্ত, উত্তর কাষ্টডাঙ্গা রোড, থানাঃ সরসুনা, কলকাতা-৭০০০৬১ কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে ১২৭ নং ওয়ার্ডের অধীনে, জেলা-২৪ পরগনা (দক্ষিণ), অঞ্চল- হো-চি-মিন সরণিতে অবস্থিত নয় এমন প্রাঙ্গণগুলি একসাথে সমস্ত অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ এবং সুবিধার অধিকার সহ সংযুক্ত **পশ্চিমঃ** রাম নস্করের জমি এবং কাঠামো, **পূর্বঃ** সুমন দেব মণ্ডলের জমি এবং কাঠামো, **উত্তরঃ** ১৬.৯' প্রশস্ত রাস্তা, **দক্ষিণঃ** ১৩.১' প্রশস্ত কে.এম.সি. রোড					

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধক/জামিনদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানের প্রতি, যা সময়মতো সুরক্ষিত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য প্রযোজ্য। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য উপরে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের জন্য **অ্যাসেট কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড**-এর চার্জ প্রযোজ্য হবে।
তারিখঃ ১১.০২.২০২৬ স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
স্থানঃ কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) অ্যাসেট কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

পূর্ব রেলওয়ে
সংশোধনী
সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত টেন্ডার নংঃ ২৬৮_২০২৫-২৬ (ওপেন টেন্ডার)। **কাজের নামঃ** (i) এসএসই/পি.ওয়ে/ বামনগাছির অধীনে গ্যাং নং. ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭ এবং এসএসই/পি.ওয়ে/হাওড়ার অধীনে গ্যাং নং. ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৭ ও ১৮-এর জন্য গ্যাংহাটের ব্যবস্থা। (ii) সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়ার অধীনে এসএসই/ওয়ার্কস্/বামনগাছি শাখার অধীনে সর্টিং ইয়ার্ড কোচিং কমপ্লেক্স ও এআরটি/বামনগাছি এবং এসএসই/ ওয়ার্কস্/হাওড়ার অধীনে সিটিআই/জি/ইন্ডোর, সিআইটি/আউটডোর প্ল্যাটফর্ম ১২-এর নিকটে, হাওড়া কারশেডে, টিকিয়াপাড়া, হাওড়া ঝিল সাইডিং, এআরটি/বামনগাছি এবং সর্টিং ইয়ার্ড কোচিং কমপ্লেক্সে সকল মহিলা স্টাফদের সুবিধার্থে সংলগ্ন টয়লেট সহ লেডিজ ড্রেস চেঞ্জিং রুম নির্মাণ। **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০২.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য** ৩,০৬,৪২,১১৩.১৯ টাকার পরিবর্তে **৩,০৬,৪২,১১৩.৩১** টাকা পড়তে হবে।
HWH-607/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Office Of The Para Gram Panchayet
PO: Para PS: Para Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER No. NIT (e) 07/2025-26/15 Th FC
e-tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. i) Date of Sale of tender document: From **11/02/2026 from 10 AM** ii) Last date of submission of e- tender with documents: **18/02/2026 upto 5 PM** For further details please contact with the Office of the Para Gram Panchayet.
Sd/-
Pradhan
Para Gram Panchayet

NOTICE INVITING E–TENDER
WBPMID/DASP2/EO/NIT-44(25-26)
Executive Officer, Daspur-II Panchayat Samity invites e-Tender for the work of Construction of 3 Nos. Additional Class Room. Last date of submission of bid(online) **16/02/2026 at 06.55 P.M**. Bid Opening date on **19/02/2026 at 11:00 A.M**. for details please visit https://wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Daspur-II Panchayat Samity

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/143/049/25-26/UTTARAN Name of work : **Construction of U.G. sewer at Dhalipara Bye Lane slum area near Pre. No.-93 in Ward No.-143.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,83,147.33.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
2. NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/124/045/25-26/UTTARAN Name of work : **Maint. of surface drain at R.N. Tagore Bye Lane Road & Bankim Park Road slum area near Pre. No.-135/9A & 511 in Ward No.-124.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,91,700.76.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
3. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/079/25-26/UTTARAN Name of work : **Const. of surface drain at Narayan Roy Road Bye Lane slum area near 29/4 and others in Ward No.-125.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,99,103.97.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of bid : **18.02.2026 - 12 noon** (for Sl. No. 1 to 3). The tender will be opened on : **20.02.2026 - 12 noon** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **10.02.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : XI/114/230/2025-2026/R Name of work : **Construction of paver block at South Ananda Pally from H/O- Dipak Das to H/O- Ram Guha and H/O- Harashit Ghosh in Ward No.-114, Br-XI.** Estimated Value (Including GST & CESS): **Rs. 2,55,818.00.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00.** Time of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of bid : **17.02.2026 - 5 p.m.** Date and time of opening of bid : **19.02.2026 - 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **10.02.2026 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
1. NIT No. : KMC/EEC/VII/58/119/25-26/D (2nd Call) Name of work : **Maintenance of road at Dhapa (will be disturbed due to development of sewerage system) near dog pound and its surrounding area in WD-58.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,29,765.03.** Earnest Money : **Rs. 4,600.00.** Period of Completion : **30 Days.**
2. NIT No. : KMC/VII/58/APAS/1/163/164/2 (2nd Call) Name of work : **Improvement of passage at Dhapa Mallick Para near Dhapa KMCP School disturbed due to sewer line and its surrounding area in Ward-58.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,49,954.95.** Earnest Money : **Rs. 3,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**
3. NIT No. : KMC/EEC/VII/64/40/25-26/U (2nd Call) Name of work : **Maintenance of uttaran sewer system at 70B, 70C Tiljala Road, 96, 98 Dilkusha Street and its surroundings in Ward No.-64.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,99,430.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion : **120 Days.** Last date and time of submission of bid : **19.02.2026** up to **10.30 a.m.** (for Sl. No. 1 to 3). Tender will be opened on : **21.02.2026** at **10.30 a.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **11.02.2026** at **06.55 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XII/108/098/25-26 (3rd Call) Name of work : **Construction of park at Netaji Nagar in Ward No.-108.** Estimated Cost : **Rs. 2,99,225.57.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **75 Days.**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XII/108/103/25-26 (3rd Call) Name of work : **Development of C.C. Road at New Bantala in Ward No.-108.** Estimated Cost : **Rs. 4,84,868.33.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00.** Period of Completion : **80 Days.**
3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XII/108/116/25-26 (3rd Call) Name of work : **Construction of Park at Purba Panchannagram in Ward No.-108.** Estimated Cost : **Rs. 4,98,230.78.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00.** Period of Completion : **80 Days.**
4. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XII/108/117/25-26 (3rd Call) Name of work : **Construction of fencing beside Play Ground and Ghat at Purba Panchannagram (Dasshin Para) in Ward No.-108.** Estimated Cost : **Rs. 4,97,857.62.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00.** Period of Completion : **85 Days.**
5. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XII/108/128/25-26 (2nd Call) Name of work : **Development of Ambedkar School Play Ground by Earth Filling and other ancillary work in Ward No.-108.** Estimated Cost : **Rs. 3,47,711.15.** Earnest Money : **Rs. 7,000.00.** Period of Completion : **75 Days.**
6. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XII/109/088/25-26 (3rd Call) Name of work : **Fencing along the Canal Side Road to avoid garbage throwing on Canal near Loha Bridge at Sammilani Park in Ward No.-109, Br.-XII, KMC.** Estimated Cost : **Rs. 4,99,918.77.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00.** Period of Completion : **75 Days.**
7. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XII/109/108/25-26 (3rd Call) Name of work : **Fencing along the Canal Side Road to avoid garbage throwing near Amar Bangla (Sammilani Park) in Ward No.-109, Br.-12, KMC.** Estimated Cost : **Rs. 1,99,729.62.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion : **80 Days.**
8. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XII/109/121/25-26 (3rd Call) Name of work : **Protection & prevention of garbage throwing along the Canal at 18/2, Kalikapur near Primary School, in Ward No.-109, Br.- XII, KMC.** Estimated Cost : **Rs. 4,99,160.39.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00.** Period of Completion : **90 Days.**
9. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XII/109/142/25-26 (3rd Call) Name of work : **Construction of footpath at Baghajatin Park beside Mouchak in Ward No.-109, Br.- XII, KMC.** Estimated Cost : **Rs. 1,99,512.12.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion : **50 Days.**
10. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XII/109/086/25-26 (3rd Call) Name of work : **Maintenance of road by laying of hot mix on existing B/Top Road inside the New Garia Hsg. Co-Op. area in Ward No.-109, Br.- XII, KMC.** Estimated Cost : **Rs. 2,10,561.42.** Earnest Money : **Rs. 4,500.00.** Period of Completion : **135 Days.**
11. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XII/109/107/25-26 (3rd Call) Name of work : **Fencing along the Canal Side Road to avoid garbage throwing (at Canal) beside Satyajit Kanan in Ward No.-109, Br.- XII, KMC.** Estimated Cost : **Rs. 3,99,222.71.** Earnest Money : **Rs. 8,000.00.** Period of Completion : **90 Days.**
12. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XII/109/125/25-26 (3rd Call) Name of work : **Fencing around the play ground for renovation & protection at Jamuna Nagar in Ward No.-109, Br.-XII, KMC.** Estimated Cost : **Rs. 2,99,398.16.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **90 Days.**
13. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XII/109/135/25-26 (3rd Call) Name of work : **Fencing around Sundar Colony Play Ground in Ward No.-109, Br.-XII.** Estimated Cost : **Rs. 2,49,479.60.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00.** Period of Completion : **90 Days.**
14. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XII/109/117/25-26 (2nd Call) Name of work : **Fencing of pond by eucalyptus bullah pilling to protect the Bank of Pond near Prem. No. 1/20, 1/19, etc. Mukundapur in Ward No.-109, Br.- XII, KMC.** Estimated Cost : **Rs. 2,49,354.45.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00.** Period of Completion : **80 Days.**
15. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XII/109/122/25-26 (2nd Call) Name of work : **Development road by providing paver block along with other ancilliary work near premises no. B/61, B/64, etc. Jamuna Nagar in Ward No.-109, Br-XII.** Estimated Cost : **Rs. 4,13,742.93.** Earnest Money : **Rs. 8,500.00.** Period of Completion : **115 Days.**
16. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XII/109/148/25-26 (2nd Call) Name of work : **Development & beautification of road side garden at Hederhat Booth No. 107 in Ward No.-109, Br.-XII, KMC.** Estimated Cost : **Rs. 4,94,636.25.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00.** Period of Completion : **90 Days.**
17. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XII/109/154/25-26 (2nd Call) Name of work : **Beautification & protection of Pond along the Road side of Kalikapur F.P. School in Ward No.-109, Br.- XII, KMC.** Estimated Cost : **Rs. 1,99,915.80.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion : **90 Days.**
18. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XII/108/102/25-26 (2nd Call) Name of work : **Development of C.C. Road at New Bantala near H/O.- Gopal Sardar and others in Ward No.-108.** Estimated Cost : **Rs. 3,13,848.35.** Earnest Money : **Rs. 6,500.00.** Period of Completion : **70 Days.**
19. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XII/109/120/25-26 (2nd Call) Name of work : **Fencing along the pond side Road (by bullah pilling) near Amit Niketan (2670 Nayabad) in Ward No.-109, Br.-XII, KMC.** Estimated Cost : **Rs. 4,49,227.84.** Earnest Money : **Rs. 9,000.00.** Period of Completion : **85 Days.**
20. NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XII/101/74/25-26 Name of work : **Development of drainage system near 86/5, 80 B.U.K. Dutta Road etc. in Ward No.-101.** Estimated Cost : **Rs. 3,78,343.61.** Earnest Money : **Rs. 7,600.00.** Period of Completion : **60 Days.**
21. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/105/58/25-26 (3rd Call) Name of work : **Renovation of C/C Road by interlocking paver block near Prem No. 71, 101 etc. Ashutosh Colony in Ward No.-105.** Estimated Cost: **Rs. 2,61,576.42.** Earnest Money : **Rs. 5,500.00.** Period of Completion : **60 Days.**
22. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/107/85/25-26 (3rd Call) Name of work : **Repairing of road near 133 R.D. Main Road & 182 R.D. Main Road in Ward No.-107, Br-XII.** Estimated Cost: **Rs. 2,48,133.98.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00.** Period of Completion : **70 Days.**
23. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/108/101/25-26 (3rd Call) Name of work : **Renovation of B.T Road by kerb and channel and other ancillary work at R. R Plot in Ward No.-108.** Estimated Cost: **Rs. 4,99,060.04.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00.** Period of Completion : **70 Days.**
24. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/108/123/25-26 (3rd Call) Name of work : **Improvement of road at Martin Para (Part-271) in Ward No.-108.** Estimated Cost: **Rs. 2,47,466.41.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**
25. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/105/46/25-26 (3rd Call) Name of work : **Renovation of B.T Road including road side fencing near Prem No. 1, 2 etc. P.N. Kundu Lane in Ward No.-105.** Estimated Cost: **Rs. 3,97,096.31.** Earnest Money : **Rs. 8,000.00.** Period of Completion : **90 Days.**
26. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/108/108/25-26 (3rd Call) Name of work : **Improvement of play ground including fencing and other ancillary works at Ambedkar Abasan (Part-281) in Ward-108.** Estimated Cost: **Rs. 4,95,524.37.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00.** Period of Completion : **75 Days.**
27. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/109/091/25-26 (3rd Call) Name of work : **Fencing along the Canal Side Road beside Mangolik Wedding Hall inside the New Garia Co-Op. area in Ward-109, Br-XII, KMC.** Estimated Cost: **Rs. 4,99,938.19.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00.** Period of Completion : **75 Days.**
28. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/105/50/25-26 (2nd Call) Name of work : **Renovation of C.C road by providing interlocking paver block near Prem. No. 1/29B Jadavgarh, 54 Sucheta Nagar-1 etc. in Ward-105.** Estimated Cost: **Rs. 4,93,203.87.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00.** Period of Completion : **75 Days.**
29. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/105/56/25-26 (2nd Call) Name of work : **Renovation of C.C road by interlocking paver block near Prem. No. 3/54 Jadavgarh etc. in Ward No.-105, Br-XII.** Estimated Cost: **Rs. 4,86,841.76.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00.** Period of Completion : **75 Days.** Last date and time of submission of bid : **17.02.2026 - 1 p.m.** (for Sl. No. 1 to 29). Date and time of opening of bid : **19.02.2026 - 1 p.m.** (for Sl. No. 1 to 29). The bid forms and other details are available on and from **10.02.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 29). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 29).

CORRIGENDUM
Tender Notice Published in this Newspaper on **24/01/2026** of **Engineering (Civil) / Br-XI Department NIT No. : APAS/112/152/225/06/040/25-26 (2nd Call),** Last date and time of submission of bid will be read as **13/02/2026 up to 5 p.m.** instead of 10/02/2026 up to 5 p.m. Date and time of opening of bid will be read as **16/02/2026 at 5 p.m.** instead of 12/02/2026 at 5 p.m. All other criteria remaining same.
2205/25-26

মহাকাশে ভারতের নতুন শক্তি

বেসরকারি সংস্থার 'ইন-অরবিট স্নুপিং' সাফল্যে আলোচনায় আজিস্তা

১০ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতের মহাকাশ গবেষণায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটাল বেসরকারি ক্ষেত্র। ইসরোর ধারাবাহিক সাফল্যের পাশে এবার যুক্ত হল একটি দেশীয় বেসরকারি সংস্থার যুগান্তকারী দাবি-পৃথিবীর

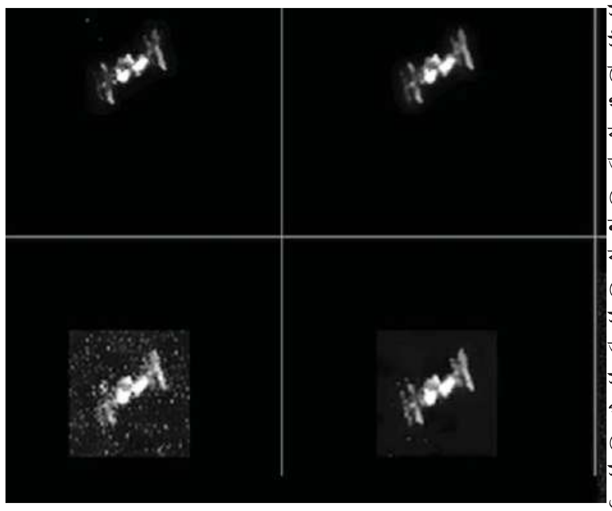

কক্ষপথে অবস্থান করেই অন্য স্যাটেলাইটের অঃদর দৃশ্য ধারণের সক্ষমতা অর্জন। আহমেদাবাদভিত্তিক আজিস্তা ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড জানাচ্ছে, তারা সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে ' স্নুপিং' কৌশল আয়ত্ত করেছে এবং তার সফল পরীক্ষাও সম্পন্ন হয়েছে। এই খবরে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত বিজ্ঞানীমহল, পাশাপাশি উঠেছে নানা প্রশ্ন ও পাল্টা মতামত।
আজিস্তার দাবি অনুযায়ী, তাদের তৈরি ৮০ কিলোগ্রাম ওজনের স্যাটেলাইট-এএফআর-সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের একাধিক উচ্চমানের ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছে। সংস্থার বক্তব্য, ৩ ফেব্রুয়ারি দু'দফায় এই ছবি তোলা হয়। প্রথমবার প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূরত্ব থেকে এবং পরবর্তীবার মাত্র এক সেকেন্ডের ব্যবধানে ২৪৫ কিলোমিটার দূরত্ব থেকে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, সূর্যের প্রবল রশ্মিকে উপেক্ষা করেই এই ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে। দুই ক্ষেত্রেই অন্তত ১৫টি স্বতন্ত্র ফ্রেম পাওয়া গেছে বলে দাবি করেছে সংস্থাটি। 'ইন অরবিট স্নুপিং' বলতে বোঝায়-পৃথিবীর বাইরের কোনও কক্ষপথে অবস্থান করেই অন্য স্যাটেলাইট বা মহাকাশযানের ভেতরের বা সূক্ষ্ম কাঠামোগত ছবি ধারণ করা। এতদিন পর্যন্ত এই প্রযুক্তি ভারতের হাতে ছিল না বলেই ধরা হত। আজিস্তার দাবি সত্যি হলে, তা ভারতীয় মহাকাশ সক্ষমতায় এক ব। সংযোজন। সংস্থার কর্ণধারদের বক্তব্য, এই প্রযুক্তি ভবিষ্যতে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হতে পারে-মহাকাশে নজরদারি, স্যাটেলাইটের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সম্ভাব্য সংঘর্ষ এ।ানো, এমনকি জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রয়োজনে। এই সাফল্যের খবরে বিজ্ঞানীমহলে উচ্ছ্বাস থাকলেও বিতর্কও শুরু হয়েছে। একদিকে বলা হচ্ছে, বেসরকারি সংস্থার এমন অগ্রগতি ভারতের মহাকাশ ইকোসিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করবে। ইসরোর সঙ্গে সমন্বয়ে কাজ করলে গবেষণা, উদ্ভাবন ও বাণিজ্যিক প্রয়োগ-তিন ক্ষেত্রেই গতি বা।বে। অন্যদিকে, সমালোচকদের একটি অংশ মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন আকারে অত্যন্ত বড়। কক্ষপথ থেকে তার ছবি তোলা তুলনামূলকভাবে সহজ কাজ। ছোট, দ্রুতগতির এবং সুরক্ষিত অন্য স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে একই মাত্রার দক্ষতা দেখানো অনেক বেশি কঠিন। সেই পরীক্ষাই আসল বলে মত তাঁদের। তবে আজিস্তার দাবি এখানেই থামছে না। সংস্থার বক্তব্য, এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ভবিষ্যতে ' দেশের' স্যাটেলাইটেও নজরদারি সম্ভব হবে। এই মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই কৌশলগত মহলে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। যদিও বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন, মহাকাশে নজরদারি ও পর্যবেক্ষণের বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইন, কূটনৈতিক সংবেদনশীলতা এবং প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার সঙ্গে জড়িত। তাই কোনও প্রযুক্তির সক্ষমতা থাকলেই তার প্রয়োগ বাস্তবে কতটা সম্ভব, তা সময়ই বলবে। ভারতের মহাকাশ গবেষণায় বেসরকারি সংস্থার উত্থান নতুন নয়, তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তা স্পষ্টভাবে গতি পেয়েছে। সরকারের নীতিগত সহায়তা, ইসরোর প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং স্টার্টআপ সংস্কৃতির মিলনে একটি নতুন পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে আজিস্তার দাবি করা সাফল্য নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। এটি প্রমাণ করে, দেশীয় সংস্থাগুলি কেবল উৎক্ষেপণ বা ছোট উপগ্রহ তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই বরং উন্নত সেন্সর, অপটিক্স ও কক্ষপথগত কৌশলেও তারা নিজেদের জায়গা তৈরি করতে চাইছে। তবু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে-এই সাফল্য কতটা পুনরাবৃত্তিযোগ্য? কতটা নির্ভরযোগ্য? এবং বাস্তব প্রয়োগে কতটা কার্যকর হবে? বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী দিনে যদি আজিস্তা ছোট আকারের, কম দৃশ্যমান স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রেও একই দক্ষতা দেখাতে পারে, তবেই এই দাবি পূর্ণ স্বীকৃতি পাবে। পাশাপাশি স্বাধীন মূল্যায়ন ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে পরীক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ। সব মিলিয়ে, আজিস্তা ইন্ডাস্ট্রিজের এই ঘোষণা ভারতীয় মহাকাশ গবেষণায় এক নতুন আলোচনার দরজা খুলে দিয়েছে। এটি একদিকে যেমন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে, তেমনই সতর্ক মূল্যায়নের প্রয়োজনও মনে করিয়ে দিচ্ছে। বেসরকারি ক্ষেত্রের এই অগ্রযাত্রা যদি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হয়, তবে মহাকাশে ভারতের অবস্থান আরও মজবুত হবে-এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ আশাবাদী।

মহাকাশ পর্যটনে একচেটিয়া মাস্ক, চাঁদের মিশনে বেজোস, নাসাকে বাঁচাতে পর্যটন স্থগিত ব্লু অরিজিনের

১০ ফেব্রুয়ারি ঃ মহাকাশ পর্যটনের দৌ।ে আপাতত আর কোনও প্রতিদ্ব ঃদ্বী থাকছে না এলন মাস্কের সামনে। কারণ, তাঁর নিকটতম প্রতিযোগী তথা আমাজন কর্তা জেফ বেজোস ব। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বেজোসের সংস্থা ব্লু অরিজিন আপাতত মহাকাশ পর্যটন ব্যবসা স্থগিত রাখছে। আগামী অন্তত দু'বছর এই খাতে কোনও বিনিয়োগ করবে না তারা। পরিবর্তে নিজেদের অর্থ ও প্রযুক্তি ঢালবে নাসার চঃদ্রাভিযান সফল করতে। এর ফলে একদিকে যেমন নাসার অসমাপ্ত স্বপ্নে নতুন প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে, তেমনই অন্যদিকে মহাকাশ পর্যটনে কার্যত একক আধিপত্যের সুযোগ পাচ্ছে মাস্কের স্পেসএক্স। সম্প্রতি মার্কিন রাজনীতির টানাপো।নে ব। ধাক্কা খেয়েছে নাসা। ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তে মহাকাশ গবেষণায় সরকারি অনুদান ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর জেরে মাঝপথেই স্থগিত হয়ে যায় নাসার বহু উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প, যার মধ্যে অন্যতম ' চঃদ্রাভিযান কর্মসূচি। ঠিক এই সময়েই এগিয়ে এল বেসরকারি সংস্থা ব্লু অরিজিন। জানা গিয়েছে, নাসার সঙ্গে প্রায় ৩৪০০ কোটি টাকার (ভারতীয় মুদ্রায়) চুক্তি করেছে জেফ বেজোসের সংস্থা। লক্ষ্য একটাই-চাঁদের মাটিতে মানুষ পাঠানোর স্বপ্নকে আবার বাস্তবের পথে ফেরানো। এই সিদ্ধান্তের সরাসরি প্রভাব প।ছে মহাকাশ পর্যটন শিল্পে। এতদিন মহাকাশ পর্যটনের বাজারে মূলত দু'টি নামই আলোচনায় ছিল-এলন মাস্কের স্পেসএক্স এবং জেফ বেজোসের ব্লু অরিজিন। সাধারণ মানুষকে মহাশূন্যে নিয়ে গিয়ে সেই অভিজ্ঞতা দেওয়ার ক্ষেত্রে এই দুই সংস্থার মধ্যেই ছিল তীব্র প্রতিযোগিতা। কিন্তু বেজোসের সরে দাঁ।ানোর ফলে আপাতত সেই ল।াই একপেশে হয়ে গেল। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী কয়েক বছর অন্তত মহাকাশ পর্যটনে কার্যত রাজত্ব করবেন এলন মাস্কই। তবে বেজোসের এই সিদ্ধান্তকে নিছক ব্যবসায়িক পিছু হটা বলে দেখছেন না অনেকে। ব্লু অরিজিনের অভ্যন্তরীণ সূত্র জানাচ্ছে, সংস্থার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য কখনওই শুধুমাত্র পর্যটন ছিল না। বরং মহাকাশ গবেষণায় টেকসই ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তি তৈরি করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। সেই লক্ষ্যেই এবার তারা পুরো মনোযোগ দিচ্ছে নাসার চন্দ্রাভিযানে। এই প্রকল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি বিশেষ পুনর্ব্যবহারযোগ্য মহাকাশযান-' শেফার্ড'। ব্লু অরিজিনের দাবি অনুযায়ী, নিউ শেফার্ড একেবারেই অভিনব ধরনের মহাকাশযান। এটি অন্তত ৩৮ বার পুনর্ব্যবহার করা যাবে এবং একসঙ্গে সর্বোচ্চ ৯৮ জন যাত্রী বহন করতে সক্ষম। এত বেশি যাত্রী ধারণক্ষমতা সম্পন্ন পুনর্ব্যবহারযোগ্য মহাকাশযান এই প্রথম তৈরি হচ্ছে বলে সংস্থার দাবি। শুধু তাই নয়, এই যানকে এমনভাবে নকশা করা হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে মহাকাশ যাত্রা আরও নিরাপদ, সহজ এবং তুলনামূলকভাবে কম খরচের হয়। নিউ শেফার্ড ব্যবহার করেই নাসার ' ফাইভ' অভিযানে চাঁদের মাটিতে নভশ্চর-সহ যান পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই অভিযানের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে চাঁদে দীর্ঘমেয়াদি মানব উপস্থিতির ভিত্তি তৈরি করা। জানা গিয়েছে, চাঁদের পৃষ্ঠে গিয়ে অন্তত ২০০টিরও বেশি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালানো হবে।

NAME CHANGE

I, Golam Morshed (Old Name) S/O–Kiyamat Mondal resident of Vill- Najirchak Purba , Po-Nashipur , Ps-Ranitala , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Golam Morshed to Md Golam Morshed and henceforth I shall be known as Md Golam Morshed (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/02/2026. My name Md Golam Morshed & Golam Morshed both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, "Ambar Mallik" (old name)& "Ambar Ali Mallik" (old name) S/o- Innal residing at Karuigachhi, Pipragachhi, Chapra, Dist-Nadia, Pin-741123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AMBAR MALLIK & AMBAR ALI MALLIK to UMBAR ALI MALLIK and henceforth I shall be known as UMBAR ALI MALLIK (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Judicial Magistrate(1st class) at Krishanagar dated 03/02/2026. "AMBAR MALLIK"(old name) , "AMBAR ALI MALLIK" (old name) and "UMBAR ALI MALLIK" (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Bholanath Podder (old name) S/o-Late Ananda Poddar residing at purbanawapara, Purbanawapara, Dhantala, Dist-Nadia, Pin-741501 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from BHOLANATH PODDER to BHOLANATH PODDAR and henceforth I shall be known as BHOLANATH PODDAR (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st class) at Nadia dated 05/02/2026. BHOLANATH PODDER (old name) and BHOLANATH PODDAR (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdul Khalek (old name) S/o-Edu Mondal residing at Rahigram, Khaamarupara, Sadal, Khargram, Dist-Murshidabad, Pin-742159 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ABDUL KHALEK to MONDAL KHALEK and henceforth I shall be known as MONDAL KHALEK (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 10/02/2026. ABDUL KHALEK (old name) and MONDAL KHALEK (new name) both are same and one identical person.

১৯ বছর পর পাকিস্তানে বসন্ত উৎসবের প্রত্যাবর্তন, আনন্দের সঙ্গে সতর্কতার ছায়া

১০ ফেব্রুয়ারি ঃ আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে-এই পংক্তি এপার বাংলায় এখনও খানিক আগেভাগে মনে হলেও, ওপার বাংলায় বসন্ত যেন দরজায় কড়া নেড়েই ঢুকে পড়েছে। প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে শুরু হয়ে গেল বহু প্রতীক্ষিত বসন্ত উসব। শুক্রবার থেকে লাহোরে শুরু হয়েছে তিনদিনব্যাপী এই উসব, আর তাতেই প্রায় দুই দশকের নিষেধাজ্ঞার অবসান ঘটিয়ে ফের রঙিন ঘুড়িতে ভরে উঠেছে আকাশ। ১৯ বছর পর লাহোরে ঘুড়ি ওড়ানো আবার বৈধ। ছাদে ছাদে জমেছে মানুষের ভিড়, উঠোনে উঠোনে।

NAME CHANGE

I, Sarmistha Sarkar (old name) W/o-Sumanta Sarkar residing at Goaljan, Goaljan, Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742187 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SARMISTHA SARKAR to SARMISTHA CHANDRA SARKAR and henceforth I shall be known as SARMISTHA CHANDRA SARKAR (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 10/02/2026. SARMISTHA SARKAR (old name) and SARMISTHA CHANDRA SARKAR (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Narod Biswas (old name) S/o- Krishnadhan Biswas residing at Bhayna Purbapara, Bhayna, Hanskhali, Dist-Nadia, Pin-741502 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NAROD BISWAS to NARAD BISWAS and henceforth I shall be known as NARAD BISWAS (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 10/02/2026. NAROD BISWAS (old name) and NARAD BISWAS (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rehina Sekh (old name) W/o- Nazibul Saikh residing at Anantapur, Kamari, Kaliganj, Dist-Nadia, Pin-741137 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from REHINA SEKH to REHINA SAIKH and henceforth I shall be known as REHINA SAIKH (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 10/02/2026. REHINA SEKH (old name) and REHINA SAIKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MUNKIR SEKH S/O-LT TOGAN SEKH residing at VILL & PO - KUMARSANDA PS - NALHATI DIST - BIRBHUM PIN -731237. West Bengal, do hereby declare that I have changed My father name from TOGAN (old name) to TOGAN SEKH (new name, and henceforth, I shall be Known as TOGAN SEKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the 1 CLASS Judicial Magistrate at Rampurhat court dated on 09/02/2026. TOGAN SEKH (new name) & TOGAN (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, AMBIA BIBI W/O-MD ALAUDDIN residing at VILL- SHOVAPUR PO - PAR DEONAPUR PS - BAISHNABNAGAR DIST - MALDA PIN -732210. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from AMBIA BIBI (old name) to AMBIYA KHATUN (new name) and henceforth, I shall be Known as AMBIYA KHATUN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 10/02/2026. AMBIYA KHATUN (new name) & AMBIYA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, NASIRUDDIN MANDAL S/O - HAPEJADDIN residing at VILL- CHAR MOKTARPUR PO - CHAR MOKTARPUR PS - THANARPARA DIST - NADIA PIN -741152. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from NASIRUDDIN MANDAL (old name) to NASIRADDIN SEKH (new name) and henceforth, I shall be Known as NASIRADDIN SEKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 10/02/2026. NASIRADDIN SEKH (new name) & NASIRUDDIN MANDAL (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,RASHIK MANDAL S/O-ALAHAMADUL MONDAL residing at VILL - PATTABUKA PO - NATNA PATTABUKA PS - KARIMPUR DIST - NADIA PIN -741122. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from RASHIK MANDAL (old name) to RASID MANDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as RASID MANDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 10/02/2026. RASID MANDAL (new name) & RASHIK MANDAL (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, NARAYAN CHANDRA KARMAKAR S/O MOHAN KUMAR KARMAKAR. MY FATHER NAME HASBEEN RECORDED IN MY MADHYAMIK PASS CERTIFICATE AS MOHON KUMAR KARMAKAR. AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 8-1-26 MY FATHER MOHAN KUMAR KARMAKAR AND MOHON KUMAR KARMAKAR IS SAME PERSON R/O VILL CHAPRA BDO OFFICE PARA POST BANGALJHI CHAPRA NADIA.

NAME CHANGE

I SOUMITA DAS D/O SUNIL KUMAR DAS R/O A.C.PATRA LANE KRISHNAGAR NADIA 741101 W/O ARINDAM KAR 55/505/1-OLD CALCUTTA ROAD PO KALYANNAGAR PS KHARDAHA PIN 700112 WE HERE BY DECLARE THAT SOUMITA DAS AND SOUMITA DAS KAR BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON. VIDE AFFIDAVIT No 120/5 DT 5 -12-2019 AND SHALL BE KNOWN SOUMITA DAS KAR ALL THE FUTURE PURPOSE .

NAME CHANGE

I SEKH MAHAMAD MAHASIN S/O SEKH DAYANAT HOSSAIN residing at Ajodhya, Ajodhyaghat, Shyampur, Howrah-711312, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SEKH MAHAMMAD MAHASIN as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 10/02/2026. SEKH MAHAMAD MAHASIN and SEKH MAHAMMAD MAHASIN both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Neha Subrata Das W/o Subrata Das D/O Ramnath Gupta Residing at 2,East point Avenue, Naskarhat, Kolkata-700039.Shall henceforth be known as Neha Gupta In my declared before the Ld.1st class judicial magistrate at Alipore court.date-10.02.2026.Affidavit no 2957.That Neha Subrata Das and Neha Gupta both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, CHANDRA BAHADUR THAPA S/o Late Lal Bhahadur Thapa residing at 22/3B, H/7, K.C Road, Kolkata (M.Corp), Kolkata-700002 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name CHANDRA BAHADUR THAPA instead of RAJESH THAPA(Nick name) which is wrongly recorded in my Driving License No. WB01 2005 0174397, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore dated on 06/02/2026. RAJESH THAPA and CHANDRA BAHADUR THAPA both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Anju Bhattacharjee, W/o.- Sunil Kumar Bhattacharjee, R/o.- 4/44A, Netaji Nagar, Gr. Flr. Room NO. 3, N.S.C. Bose Road, National Pharmacy, Netaji Nagar, VTC, Regent Park, P.O.- Regent Park, Sub Dist. Kol-40, Pre. Add: 195 Khosbas Mahalla Colony, (Paschim), Chakdaha, Nadia-741222, that my name has been wrongly recorded in Aadhar Card & Pan Card as Anju Bhattacharya & Voter Id Card as Anju Bhattacharyya, vide Affidavit No.-681 dt. 09.02.2026,Before the Ld. Judicial Magistrate, at Kolkata. That, Anju Bhattacharjee@Anju Bhattacharya @Anju Bhattacharyya all are same identical person

নাম পরিবর্তন

আমি Mithu Mondal (পুরাতন নাম) স্বামী Rathindra Nath Mondal ঠিকানা ৩৩, Manoranjan Palli, Barasat, Vtc - Barasat (M), P.o - Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700124, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 31-12-2025 এর Affidavit no 0092025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mithu Paul Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mithu Paul Mondal (নতুন নাম) ও Mithu Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Md Helalur Rahaman (Old Name) S/o Late Abul Hossain Molla Residing at Vill - Gilabaria, Muslimpara, P.o - Deganga, P.s - Deganga, District - North 24 Parganas, Pin - 743423, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Helalur Rahaman (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 10-02-2026. Md Helalur Rahaman (Old Name) and Helalur Rahaman (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Roki Mollah (Old Name) S/o Helalur Rahaman Residing at Vill - Gilabaria, Muslimpara, P.o - Deganga, P.s - Deganga, District - North 24 Parganas, Pin - 743423, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Roki Molla (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 10-02-2026. Md Roki Mollah (Old Name) and Md Roki Molla (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Chandan Kumar Banerjee, Chandan Banerjee (Old Name) S/o Late Subodh Chandra Banerjee Residing at Destiny Tower, Flat No. 4/A, Phe-1, 25 Chinar Park, P.o - Hatiara, P.s - Baguiati, District - North 24 Parganas, Pin - 700157, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Chandan Kumar Bandyopadhyay (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate (1st Class) at Howrah vide affidavit no 1725 Dated 29-01-2026. Chandan Kumar Banerjee, Chandan Banerjee (Old Name) and Chandan Bandyopadhyay (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Bharati Sardar (Old Name) W/o Bibek Sardar Residing at Puratan Bongaon, Purana Bongaon, District - North 24 Parganas, Pin - 743235, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Bharati Sardar Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 78/2026 Dated 10-02-2026. Bharati Sardar (Old Name) and Bharati Sardar Mondal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Najira Khatun Laskar (Old Name) D/o Shafique Laskar Residing at Vtc - Ganespur, P.o - Mallickpore, District - South 24 Parganas, Pin - 700145, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Najira Khatun (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 77/2026 Dated 10-02-2026. Najira Khatun Laskar (Old Name) and Najira Khatun (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ancharul Mondal (Old Name) S/o Hosen Mondal Residing at Kulgachi, Daluabari, P.o - Daluabari, District - Nadia, Pin - 741504, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Anchharul Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 79/2026 Dated 10-02-2026. Ancharul Mondal (Old Name) and Anchharul Mondal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ashadul Haque Sekh (Old Name) S/O–Chhabdul Sekh residing at Vill & PO-Palsunda , PS-Tehatta , Nadia , West Bengal 741156 do hereby declared that I have changed my name from Ashadul Haque Sekh to Ashadul Shaikh and henceforth I shall be known as Ashadul Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/02/2026. My name Ashadul Shaikh & Ashadul Haque Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abbasuddin Gain Mohammad (Old Name) S/o Ear Mohammad Gain Residing at Vill - Gangait Gainpara, P.o - Pithapukur, District - South 24 Parganas, Pin - 700135, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Abbasuddin Gain (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-02-2026. Abbasuddin Gain Mohammad (Old Name) and Md Abbasuddin Gain (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Salma Bibi (Old Name) W/o Md Abbasuddin Gain Residing at Vill - Gangait Gainpara, P.o - Pithapukur, District - South 24 Parganas, Pin - 700135, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Chhalema Gain (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-02-2026. Salma Bibi (Old Name) and Chhalema Gain (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Abu Samad (Old Name) S/O–Kasimuddin Sk resident of Vill-Dighalkandi , Po-Huda Herampur , Ps-Islampur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Md Abu Samad to Abu Samad and henceforth I shall be known as Abu Samad (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/02/2026. My name Abu Samad & Md Abu Samad both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rabin Purkait (Old Name) S/O–Jagadananda Purkait residing at Buddhapur, Kakdwip , South 24 Parganas West Bengal 743347 do hereby declared that I have changed my name from Rabin Purkait to Rabindranath Purkait and henceforth I shall be known as Rabindranath Purkait (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/02/2026. My name Rabindranath Purkait & Rabin Purkait both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Golam Mostafa (Old Name) S/O–Imarat Sk resident of Lakshanpur, Mukundapur, Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742187 do hereby declared that I have changed my name from Golam Mostafa to Mostafa Sk and henceforth I shall be known as Mostafa Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/02/2026. My name Mostafa Sk & Golam Mostafa both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Iamin Sk (Old Name) S/O–Asraf Ali Sekh residing at Vill-Shiyalmara , PO-Radharghat , PS- Berhampore, Murshidabad, West Bengal 742187 do hereby declared that I have changed my name from Iamin Sk to Yeamin Sekh and henceforth I shall be known as Yeamin Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/02/2026. My name Yeamin Sekh & Iamin Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tahija Bibi (Old Name) W/O–Hachen Molla residing at Vill-Shikarpur Uttarpara , PO-Baghnapara , PS-Kalna , Bardhaman , West Bengal 713501 do hereby declared that I have changed my name from Tahija Bibi to Tahija Bibi Molla and henceforth I shall be known as Tahija Bibi Molla (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/02/2026. My name Tahija Bibi Molla & Tahija Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jahanara Khatun Mandal (Old Name) W/O–Nazmul Haque residing at Vill-Jampukur Station Para , PO-Debagram , PS-Kaliganj , Nadia , West Bengal 741137 do hereby declared that I have changed my name from Jahanara Khatun Mandal to Jahanara Begam Mondal and henceforth I shall be known as Jahanara Begam Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/02/2026. My name Jahanara Begam Mondal & Jahanara Khatun Mandal both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Izaz Hossain Molla So Aktar Hossain Molla ঠিকানা Vill-Bankra, P.O-Bankra P.S-Domjur, Dist-Howrah, Pin-711403, Wb.That in my voter card No(NCS2537272) recorded as Izaz Hosen Molla.but actual name is Izaz Hossain Molla vide an affidavit before the Ld.Executive magistrate at Howrah 29012026. That Izaz Hossain Molla and Izaz Hosen Molla both are এক ও অভিন্ন ব্যক্তি

NAME CHANGE

I, Dipika Majumder D/o Dilip Majumder residing at Vill-Media, PO-Mdiahat, P.S.-Gopalnagar. Dist-North 24 Parganas Pin-743262(W.B.) West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my mother's actual name Nayan Tara Majumder instead of Nayan Majumdar, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated on 23/12/2025. Nayan Majumdar and Nayan Tara Majumder both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Mithu Mondal, SO Late Mursed Mondal, গ্রামপোথানাঃ পাইকর, বীরভূমের বাসিন্দা। Samina Aktar আমার স্ত্রী, যা আধার, ভোটার এবং প্যান কার্ডে নথিভুক্ত রয়েছে। কিন্তু আমার পাসপোর্টে আমার স্ত্রীর নামের জায়গায় Sabina Khatoon উল্লেখ করা হয়েছে। ০৩.০২.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Samina Aktar and Sabina Khatoon এক এবং অভিন্ন। আমার মায়ের নাম Rasida Bewa, DO Mursad Mondal যা আধার, ভোটার এবং প্যান কার্ডে নথিভুক্ত আছে। কিন্তু আমার পাসপোর্টে মায়ের নাম Rasida Bibi নথিভুক্ত রয়েছে। Raseda Bewa and Rasida Bibi এক এবং অভিন্ন।

DUDHORIA CONSTRUCTION CO. LTD.

CIN No. L45201WB1981PLC033825
Regd. Office : 53C, Mirza Ghalib Street, Kolkata - 700 016
Email: progressiveservicesindia@gmail.com

Statement of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter/Nine Months ended 31st December, 2025

(Rs. In Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 31.12.2025 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2025 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2025 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)
1	**Revenue From Operations**						
	(a) Interest Income	23.52	24.58	25.24	72.58	75.48	100.54
	Total Revenue From Operations	**23.52**	**24.58**	**25.24**	**72.58**	**75.48**	**100.54**
2	Other Income	0.01	-	-	0.01	0.01	2.02
3	Total Income	23.53	24.58	25.24	72.59	75.49	102.56
4	**Expenses**						
	(a) Finance Costs	0.13	0.14	0.30	0.45	0.55	0.50
	(b) Purchase of Stock In Trade	-	-	-	56.00	-	-
	(c) Changes in Inventories of Work In Progress	(1.12)	(0.70)	(0.10)	(58.54)	(0.38)	(0.69)
	(d) Employees Benefit Expenses	2.88	2.96	1.81	7.67	5.85	7.65
	(e) Depreciation and Amortisation Expenses	2.82	2.68	2.38	8.13	7.05	10.07
	(f) Other Expenses	5.91	6.56	4.63	18.16	15.18	21.55
	Total Expenses	10.62	11.64	9.02	31.87	28.25	39.08
5	Profit / (Loss) before tax (3-4)	12.91	12.94	16.22	40.72	47.24	63.48
6	Tax Expenses						
	1) Current tax	-	-	-	0.29	-	16.49
	3) Deferred Tax	-	-	-	-	-	(0.44)
	Total Tax Epenses	-	-	-	0.29	-	16.05
7	**Profit/(Loss) for the period (5-6)**	**12.91**	**12.94**	**16.22**	**40.43**	**47.24**	**47.43**
8	Other Comprehensive Income	-	-	-	-	-	-
9	**Total Comprehensive Income (7-8)**	**12.91**	**12.94**	**16.22**	**40.43**	**47.24**	**47.43**
10	Paid Up Equity Share Capital (F. V. Rs. 10/- each)	142.68	142.68	142.68	142.68	142.68	142.68
11	Earning Per Share (F.V. Rs.10/- each) (not annualised)						
	1) Basic	0.90	0.91	1.14	2.83	3.31	3.32
	2) Diluted	0.90	0.91	1.14	2.83	3.31	3.32

Statement of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter/Nine Months ended 31st December, 2025

Notes:-
1. The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 10th February. The Statutory Auditors have conducted a "Limited Review" of these results in terms of Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligation & Disclosures Requirements) Regulations 2015.
2. The Company operates mainly in one business segment i.e Investment & Finance and all other activities revolve around the main activity and as such there are no other reportable segment as identified by the Chief Operating Decision Maker of the company as required under Ind AS 108.
3. Provision for Income Tax will be accounted for at the end of the financial year.
4. No Investors Complaints were pending at the beginning of the quarter and none were received during the quarter.
5. Previous Year figures are regrouped / reclassified, to confirm to the current period classification.
6. As the company has no subsidiary Regulation 33(3)(b) of SEBI (LODR) (Amendment) Regulations, 2018 is not applicable on our Company.
7. Disclosures of Debt Service Coverage Ratio and Interest Service Coverage Ratio is not mandatory for NBFCs registered with RBI as exempted under Regulation 54(2) of SEBI (LODR), 2015. Hence, the same has not been disclosed by virtue of such exemption.

For and on behalf of Board of Directors
Sd/-
Ashok Jain
Managing Director
DIN : 00663565

Place : Kolkata
Date : 10.02.2026

J R D FINANCE LIMITED

Reg. Off : 1/1A, Biplabi Anukul Chandra Street, 5th Floor, Room No. 5G, Kolkata - 700 072, Tel: + 91 33 4006 6062; Email Id: fin.jrd@gmail.com
Website : www.jrdfinance.com CIN: L65999WB1993PLC058107

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2025

(₹. in Lacs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 31.12.2025 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2025 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2025 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)
1	Total Income from operations	93.20	85.42	85.05	258.16	246.89	325.01
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and /or extraordinary items)	2.67	2.82	4.40	9.35	10.83	12.18
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and /or extraordinary items)	2.67	2.82	4.40	9.35	10.83	12.18
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extraordinary items)	2.02	2.07	3.50	6.95	8.38	9.09
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	2.02	2.07	3.50	6.95	8.38	9.09
6	Equity Share Capital	337.03	337.03	272.03	337.03	272.03	337.03
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-			440.69
8.	Earning Per Share (of ₹10/-each) (for continuning and discontinuing operations)						
	Basic ₹	0.06	0.06	0.13	0.21	0.31	0.33
	Diluted ₹	0.06	0.06	0.13	0.21	0.31	0.33

Notes:
1. The above financial results which have been prepared in accordance with (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act , 2013 and Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated July 5, 2016, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on February, 10 2026. It has been subjected to limilted review by the statutory auditors of the company.
2. The Company is primarily engaged in NBFC activities.In terms of Ind AS 108 - 'Operating Segments', the company has one business segment i.e. Financing Activities and related products and all other activities revolve around the said business.
3. The full format of these financial results are available on the website of the Stock Exchange at www.msei.in and the Company's website at www.jrdfinance.com.
4. Previous periods' figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

Sd/-
Dilip Kumar Choudhary
Whole time Director
(DIN - 00080390)

Place : Kolkata
Date : 10.02.2026

ভবিষ্যতে এলাকা থেকে ছেড়ে যাওয়ার আতঙ্কে এলাকাবাসীরা

অভিজিত হাজরা, হাওড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ ফ্লাই অ্যাশ লোডিং - আনলোডিং এর কাজ নিয়মিত চলতে থাকার কারণে কার্যত দমবন্ধের শিকার হচ্ছেন ঘোষপাড়া,

ভগবতীপুর, বড়পাড়া সহ অসংখ্য এলাকার বাসিন্দারা। এহেন চিত্র দেখা গেল হাওড়া জেলার সাঁকরাইল আবাদা রেল ইয়ার্ড এলাকায়। স্থানীয়রা অভিযোগের সুরে বলেন, 'কোনো আইন, কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই রেল ইয়ার্ড এই কাজ করে যাচ্ছে। ফলে এলাকা দূষিত হয়ে উঠেছে। দূষণের মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এখানে এলাকার পর এলাকার বাসিন্দাদের জনজীবন চরম সংকটের মুখে পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভের সুরে বলেন, ' দিনের পর দিন সারাক্ষণ রেল ইয়ার্ড থেকে ভাসমান ছাই বাতাসের সঙ্গে মিশে একাকার পর এলাকা ধূসর করে দিচ্ছে। দূষণের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না এলাকাগুলির পথ,বাড়ি-ঘর, গাছপালা, মানুষজন সহ পক্ষী - কীটপতঙ্গকূল। এলাকাবাসীদের অভিযোগ - এই সমস্যা দেখা দিয়েছে দু' - তিন বছর যাবৎ। সমস্যার কথা রেল ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষকে বহুবার জানানো সত্ত্বেও রেল ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধানে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। এলাকাগুলির পথ, বাড়ি-ঘর, গাছপালা, মানুষজন সহ পক্ষী - কীটপতঙ্গকূলই শুধুমাত্র দূষণের কবলে পড়ে নি। এলাকার পর এলাকার কৃষিজমি গুলি ও দূষণের শিকার হয়ে অফসলি হয়ে যাচ্ছে। চাষীরা বলছেন, 'জমির ওপর ইয়ার্ড থেকে উড়ে আসা ছাই জমে জমে মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হচ্ছে। ফলে ফলন মারাত্মক ভাবে কমে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে আস্তে কৃষি জমি, চাষযোগ্য জমি গুলি অফসলি হয়ে পড়ছে। এর পাশাপাশি এলাকা গুলির পুকুর, খাল -বিল, ডোবা, জলাশয় গুলিতে ও ছাই জমে জমে মাছ চাষের অনুপযোগী হয়ে যাচ্ছে। জলজ নানান প্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এলাকার মানুষজনদের কথায়, এই দূষণ বন্ধ না হলে আগামীদিনে সমস্ত রকম চাষাবাদ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। এলাকাগুলির পরিবেশ ধ্বংসের মুখে পড়বে। মানুষ নানান দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। এলাকাগুলিতে সময়ের আগেই মানুষ মৃত্যুর কবলে পড়বে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ও দূষণের প্রভাব পড়েছে। মহিলাদের অভিযোগ, সারাদিনই ঘরের দরজা - জানালা বন্ধ করে রাখতে হচ্ছে। দিনের মধ্যে অনেকবার ঘর পরিষ্কার করতে হচ্ছে। ধুলায় ঢেকে যাচ্ছে ঘরের আসবাবপত্র। ভালোভাবে রান্না করা ও যাচ্ছে না। রান্না করার সময় ছাই উড়ে এসে পড়ছে। এলাকাবাসীরা নানান চর্ম রোগ, শ্বাস কষ্টে আক্রান্ত হচ্ছে। একটু জোরে হাওয়া দিলেই ইয়ার্ড থেকে ছাই উড়ে এসে গোটা এলাকা ঢেকে যাচ্ছে। স্কুল - কলেজের পড়ুয়ারা রাস্তা দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে যাতায়াত করতে পাচ্ছে না। ছোট ছোট শিশুরা শ্বাসকষ্ট, চর্ম রোগ সহ নানান দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। দিন দিন এলাকাগুলি যেভাবে দূষিত হয়ে উঠছে তাতে করে আগামী দিনে এখানে বসবাস করা যাবে কি না সেই বিষয়ে আমরা চিন্তিত। এলাকার বিদ্যালয়গুলি ও দূষণের শিকারে কবলে পড়েছে। এলাকার আই সি ডি এস কেন্দ্র, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ মাধ্যমিক - উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক - শিক্ষিকা, অ - শিক্ষক কর্মচারীরা বলেন, 'বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষগুলি, শিক্ষক রুম এর দরজা - জানালা বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে ও বন্ধ করে রাখতে হচ্ছে। খোলা থাকলে উড়ন্ত ছাই ঢুকে শ্রেণী কক্ষ, শিক্ষক রুম নোংরা হয়ে যাচ্ছে। ছাত্র - ছাত্রীদের বই - খাতা, ব্যাগ, পোষাক প্রতিদিনই নোংরা হচ্ছে। ছাত্র - ছাত্রীরা শ্বাসকষ্টের সমস্যায় পড়ছে। মিড - ডে - মিল রান্না করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। মিড - ডে - মিল এর খাবার খাওয়ার সময়ে ছাত্র - ছাত্রীরা সমস্যায় পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক ভাবে বিদ্যালয় চালানো দুরূহ হয়ে পড়েছে। এই সমস্যা প্রসঙ্গে কান্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ আগেই সাঁকরাইল গুডস টার্মিনাল ইয়ার্ড কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নোটিশ পাঠিয়েছিল। ২০২৫ সালের ১৩ নভেম্বর সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতি দূষণের অভিযোগের পর ফ্লাই অ্যাশ লোডিং - আনলোডিং বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। স্থানীয়দের অভিযোগ, পঞ্চায়েত সমিতির সেই নির্দেশকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রেল ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ আগের মতোই লোডিং - আনলোডিং এর কাজ করে যাচ্ছে। দূষণ কমাতে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দক্ষিণ - পূর্ব রেলের খড়্গপুর ডিভিশনের সি জি এস দপ্তরে গণস্বাক্ষর সহ অভিযোগ জমা দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রেল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। স্থানীয়রা বলেন, রেল কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আমরা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হব।

ডাম্পারের সঙ্গে বাইকের ধাক্কা, আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ বাইক নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় ডাম্পারের সঙ্গে বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হল বাইক সওয়ার দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মানিকচক থানার অন্তর্গত নাজিরপুর পঞ্চায়েতের খয়েরতলা এলাকায়। দু'জনেই বর্তমানে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গেছে, দুর্ঘটনায় আহত দুই পরীক্ষার্থীর মধ্যে একজনের নাম রাজেশ খান এবং অপরজনের নাম রশিদ খান। দু'জনেরই বাড়ি মানিকচকের নুরপুর পঞ্চায়েতের পাঠানপাড়ায়। দুজনেই নুরপুর হাইস্কুলের ছাত্র এবং দু'জনের পরীক্ষার সিট পড়েছে মথুরাপুর হাইস্কুলে। মঙ্গলবার তারা বাইকে চেপে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল। রাজেশ বাইক চালাচ্ছিল এবং রশিদ পেছনে বসেছিল। খয়েরতলা এলাকায় হঠাৎ করেই রশিদ বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্পারে সজোরে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। তাতেই গুরুতর আহত হয় ওই দুজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।

ত্রিকোণ প্রেমে খুন নাবালক, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ এক ত্রিকোণ প্রেমের জেরেই নাবালকের রহস্যমৃত্যুর ঘটনা। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আটক হয়েছে ২ জন। তবে পলাতক রয়েছে মূল অভিযুক্ত। ঘটনায় প্রকাশ, প্রেমঘটিত বিবাদের জেরেই প্রাণ গেল ১৫ বছরের এক নাবালকের। নিখোঁজ থাকার তিনদিন পর সোমবার গভীর রাতে সুকনা ফরেস্টের জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয় শিমুলতলার বাসিন্দা সুবজিত মোদকের মৃতদেহ। মঙ্গলবার এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাটিগাড়ার শিমুলতলার বাসিন্দা সুবজিত মোদকের সঙ্গে বছর পঁচিশের রাজ পাসওয়ানের প্রেমঘটিত বিষয় নিয়ে প্রায় এক মাস আগে বিবাদ হয়। অভিযোগ, শনিবার সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ রাজ ফোন করে সুবজিতকে বাইরে ডেকে নেয়। তারপর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায় ওই কিশোর। পরিবারের সদস্যরা সারারাত খোঁজাখুঁজি করেও কোনও সন্ধান না পেয়ে মাটিগাড়া থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন। এ নিয়ে অভিযোগ ওঠে যে, প্রথমদিকে পুলিশ প্রশাসনের তরফে তেমন সক্রিয়তা দেখা যায়নি। সোমবার থানার সামনে গ্রামবাসী ও পরিবারের সদস্যদের বিক্ষোভের পর পুলিশ তৎপর হয়। তদন্তে নেমে মঙ্গলবার রাজ পাসওয়ানের দুই সন্দেহভাজন বন্ধু- দেব কর্মকার ও তার এক সহযোগীকে আটক করা হয়। জেরার সময় তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয় মৃতদেহ। বর্তমানে দুই অভিযুক্ত পুলিশ হেফাজতে থাকলেও মূল অভিযুক্ত রাজ পাসওয়ান পলাতক।

বিনা খরচে প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ, নতুন দিশা চন্দননগর আলো হাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দননগর, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ কয়েকদিন আগে রাজ্য বাজেটে ২১-৪১ বছরের যুবকদের মাসিক ১৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়ার প্রকল্প যুব সাথী ঘোষনা করা হয়। আর এবার বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মমুখি করতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। আলোর শহর চন্দননগরের নাম বিশ্ববিখ্যাত। বিভিন্ন উৎসবে নতুন নতুন আলোর চমক দিয়ে থাকে চন্দননগরের আলোকশিল্পীরা। এবার এই আলোকশিল্পে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরি করতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। পশ্চিমবঙ্গের কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে ও বেসরকারি নানান সংস্থার সহযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আলোকশিল্পে প্রশিক্ষনের পাশাপাশি স্বল্পমেয়াদী হসপিটালিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান এবং রাজ্যব্যাপী কর্মরত অথবা কর্মপ্রার্থী ইলেকট্রিশিয়ানদের জন্য বিশেষ স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষন এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের সহযোগিতায় ওয়ার্কমেন পারমিট পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হবে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সম্প্রতি-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পর্যটন বিভাগ, এবং কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। চন্দননগর আলো হাব বিল্ডিংয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব অনুপ কুমার অগ্রওয়াল, চন্দননগরের মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী, উপমহানাগরিক মুন্না আগরওয়াল, ভদ্রেশ্বরের পুরপ্রধান প্রলয় চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। এদিন উদ্বোধন শেষে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বলেন, তারকেশ্বর থেকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন এই আলো হাবের। পরে ৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১ সালে উদ্বোধন হয় এই আলো হাব। পশ্চিমবঙ্গের এক নতুন দিগন্ত এটা। চন্দননগরের নাম জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য বিখ্যাত। তারপর বিখ্যাত এই আলোর জন্য। পর্যটন ক্ষেত্রে হোম স্টে তে ভারতবর্ষের ২৯ টি রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। শুধু ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে এমন নয় এখন সেলফ এমপ্লয়মেন্ট দরকার। পুরো নিখরচায় এই প্রশিক্ষণ নিতে পারবে ছাত্রছাত্রীরা। আমি চাইবো ছাত্র -ছাত্রীরা অনেক ভালো ভাবে প্রশিক্ষন নেবে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রার্থীরা সরকারি শংসাপত্র এবং বিভিন্ন দপ্তরে কর্মসংস্থানের সহায়তা পাবেন। এই প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ খরচ রাজ্য সরকার বহন করবে। যে সমস্ত বেসরকারি সংস্থা এই প্রশিক্ষন দিতে এগিয়ে এসেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান মন্ত্রী।

জমি দখলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সাগরপাড়ায়, আটক ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ সাতসকালে জমি দখলকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদকে কেন্দ্র করে ঘটে গেল রক্তারক্তি কান্ড। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার অন্তর্গত দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধানীরামপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায়। উত্তেজিত দুই পক্ষই একে অপরকে বাঁশ, লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে আঘাত শুরু করে। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় সাগরপাড়া থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই পুলিশ দুই পক্ষের মোট পাঁচ জনকে আটক করেছে। ধৃতদের নাম- দশরথ আলি, মহিদুল ইসলাম, শামসুদ্দিন মোল্লা, ফজলুর রহমান এবং হিকমত শেখ। এদের সকলেরই বাড়ি ধানীরামপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ধানীরামপুরের কাজীপাড়া মৌজার মধ্যে ১৫ শতক জমি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ বাঁধে। দুই পক্ষই ওই জমিকে নিজেদের বলে দাবি জানায়। মঙ্গলবার সকালে শামসুদ্দিন মোল্লা যখন ওই বিতর্কিত জমির চারপাশে বেড়া দিতে যাচ্ছিল তখনই অপরপক্ষে লোকজন এসে তাঁকে বাধা দেয়। এরপরই দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি। পুলিশের সামনেই তাঁরা আগ্নেয়াস্ত্র এবং ধারালো অস্ত্র নিয়ে একে অপরকে আঘাত করতে উদ্যত হয়। বিতর্কিত ওই জমির দাবিদার রহিম শেখ জানায়, মঙ্গলবার সকালে হঠাৎই দেখি শামসুদ্দিন সহ আরও পাঁচজন আমাদের জমির উপরে বাঁশ দিয়ে বেড়া দিতে এসেছে। আমরা বাধা দিতেই তাঁরা সকলে মিলে বাঁশ, লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে আমাদের উপর চড়াও হয় এবং মারধর করে আমার হাত ফাটিয়ে দিয়েছে। রহিম আরও বলেন, এই জমি আমাদের চার ভাইয়ের নামে সরকারের খাতায় নথিবদ্ধ রয়েছে। আমাদের বিপক্ষের জমি আমাদের জমির পেছনে রয়েছে। কিন্তু তারা ক্রমশ নিজেদের জমি ছাড়িয়ে আমাদের জমি দখল করতে এসেছে। আমরা বাধা দিতে গেলে মারধর করেছে। গোটা ঘটনাটি নিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।

নয়ানজুলিতে পড়ুয়াবোঝাই ভ্যান, জখম একাধিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার সকালে কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার ঘিরনিগাঁওয়ের মোলানি এলাকা। দাসপাড়া এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলের ১০-১২ জন পড়ুয়াকে নিয়ে যাওয়ার পথে একটি ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে উলটে যায়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকালে ঘন কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা কম ছিল। মোলানি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোর সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে ছিটকে রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে পড়ে যায় স্কুল পড়ুয়াবোঝাই ভ্যানটি। ঘটনায় ভ্যানে থাকা প্রায় প্রতিটি পড়ুয়াই কমবেশি জখম হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আহত পড়ুয়াদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে তড়িঘড়ি দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। বাকিদের স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়েছে।

২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ এসআইআর-এর সংশোধিত সূচি প্রকাশ করল ভারতের নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার তারা জানিয়েছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ পাবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। তার আগে, শুনানি শেষ করতে হবে ১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে।

E-TENDER NOTICE
Labpur Panchayat Samity
Labpur, Birbhum
NIeT No: 17/EO/2025-26
E-Tenders is invited for 6 no Civil work Bid Submission **start- 11/02/2026 Ends-17/02/2026.** For more details, please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE
EE, PWD, Hooghly Construction Division Invites online e-Tender for the following: **Tender ID(s): 2026_ PWD _1003391 _1**
NIET No.: WBPWD/EE/HCD/ NITe-44 of 2025 -2026
Bild submission start date (online): **14.02.2026 from 10:00 AM** Bid submission closing date (online): **20.02.2026 up to 2:00 PM** Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ/ NIT and other documents may be downloaded from: **http:// wbtenders.gov.in**
Sd/-J.P.Dhar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.
Chawkbazar, Hooghly

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O. Dhuliyan, Dist Murshidabad
Notice Inviting E-Tender
Ref: 1. DHLYN/D/50/25-26 Sl No. 1 to 8
The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-Tender from the eligible and bonafied resourceful contractors. Last date of Bid Submission: **27.02.2026 at 6.00 PM**. For further details please visit WB Tenders.Gov. in & Dhuliyan Municipality website **www.dhuliyanmunicipality.org** and Office Notice Board.
Sd/- Chairman/EO
Dhuliyan Municipality

Office of The Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender is hereby invited by the undersigned for different schemes under Bishnupur-I Panchayat Samity, details of which as noted below: **1. N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-24(01)/2025-26(4th Call), Date: 30/01/2026. i)** Bid submission start date: **31.01.2026 at 11:00 Hrs. ii)** Bid submission closing date: **16.02.2026 at 12:30 Hrs. 2. N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-26(01)/2025-26(3rd Call), Date: 30/01/2026. i)** Bid submission start date: **31.01.2026 at 11:00 Hrs. ii)** Bid submission closing date: **16.02.2026 at 11:00 Hrs.** For further details please visit the website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Bishnupur-I Panchayat Samity
Bhasa, South 24 Parganas

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কশপ), দঃপূঃ রেলওয়ে, খড়গপুর ওয়ার্কশপ, খড়গপুর নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ও ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং;কাজের নাম; কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ (১) ই-৭৮-ডিওয়াইসিইইকেজিপিডব্লু-এইচকেএএস-২৫-২৬, তারিখ ০৯.০২.২০২৬;** দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ওয়ার্কশপে, ২৪ মাস সময়সীমার জন্য স্কেচ নং ১০৪৮-কেজিপি অনুযায়ী ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের (ওয়ার্কশপ) নিয়ন্ত্রণাধীনে শপ ফ্লোর, প্রশাসনিক অফিস বিল্ডিংয়ের তত্ত্বাবধানের কাজকর্ম এবং ০২টি টয়লেট ব্লক (শপ নং ৫১-এর কাছে ও শপ নং ৫২-এর পিছন দিকে); ১,১২,৬২,১৪১.০৫ টাকা। (২) **ই-৭০-ডিওয়াইসিইইকেজিপিডব্লু-পি২০ডব্লু-২৫-২৬, তারিখ ০৯.০২.২০২৬;** খড়গপুর ওয়ার্কশপে ওয়াগন পিওএইচ ধারণক্ষমতা ২০ ওয়াগন বৃদ্ধি করা এবং কাজের জায়গায় যানজট কমানো; ১৫,০৬,০৩৪.৮০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্রমিক নং. ১-এর জন্য ০২.০৩.২০২৬ তারিখ বিকাল ৪টায় এবং ক্রমিক নং ২ এর জন্য ০৬.০৩.২০২৬ তারিখ বিকাল ৪টায় এবং **টেন্ডার খোলা হবে** ক্রমিক নং. ১-এর জন্য ০২.০৩.২০২৬ তারিখ বিকাল ৪.৩০টার পরে এবং ক্রমিক নং ২ এর জন্য ০৬.০৩.২০২৬ তারিখ বিকাল ৪.৩০টার পরে। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/ মাপকাঠির জন্য এবং অনলাইনে বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোনও ভাবেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **(PR-1169)**

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা আমার মক্কেল **অমিত সরকার, পিতা- অরুন কুমার সরকার, সাকিন ও পোঃ- বড়কাশিপুর, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর** এর নির্দেষানুক্রমে সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি **নিবারন চন্দ্র দাস** এর নামীয় রেকর্ডভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে। তিনি পরলোকগমন করিলে তাহার ত্যাক্তকৃত ওয়ারীশগন অর্থাৎ **১) পুর্নিমা দাস,** স্বামী - সুশীল কুমার দাস, সাকিন- নিউ টাউন পাড়া, পোঃ ও থানা ও জেলা- জলপাইগুড়ি, ২) **রমা সরকার,** স্বামী- সুভাষ সরকার, সাকিন- শান্তিনগর, পোঃ ও জেলা- আলিপুরদুয়ার, **৩) উমা সিনহা,** স্বামী- সুভাষ চন্দ্র সিনহা, সাকিন- বাবুপাড়া, পোঃ ও থানা ও জেলা- জলপাইগুড়ি, সকলে ১৪ অংশ করিয়া সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি যাহা বালুরঘাট এ.ডি.এস.আর. অফিসে গত **ইং ২৬।০৯।২০০০ সালে ৪৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল** বলে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি জনৈক **নিহার দাস, পিতা- স্বর্গীয় নিবারন চন্দ্র দাস, সাং- আনন্দবাগান, পোষ্ট ও থানা- বালুরঘাট, জেলা -দক্ষিন দিনাজপুর** এর বরাবর বিক্রয়ের নিমিত্তে ক্ষমতা প্রদান করিলে উক্ত আমমোক্তার নামা বলে তিনি ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, তিনি আমার উপরোক্ত নামীয় মক্কেল বরাবর গত ইংরাজীর ২৯।০৬।২০১৬ তারিখে **ডি.এস.আর. দক্ষিন দিনাজপুর,** বালুরঘাট, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **৪৪৬৬ নং** বিক্রয় কবলা দলিল মূলে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। বর্তমানে আমার মক্কেল বিক্রয় কবলা দলিল মূলে খরিদকৃত নিম্ন তপশীল সম্পত্তি নিজ নামে রের্কড করিতে ইচ্ছুক। নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭ দিনের মধ্যে Balurghat B.L. & L.R.O. Office- এ, যোগাযোগ করিবেন।
তপশীল সম্পত্তির বিবরন
জেলা - দক্ষিন দিনাজপুর, থানা- বালুরঘাট, মৌজা- বড়কাশীপুর, জে.এল. নং ৫৩, এল.আর. দাগ নং ৩৩৮, এল,আর, খতিয়ান নং- ৮৭, পরিমান ২৬৩ শতক মধ্যে ৪৯ শতক, শ্রেণী - ডাঙ্গা।
দেবাশীষ বিশ্বাস
(আইনজীবী)
বালুরঘাট আদালত, দক্ষিণ দিনাজপুর

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা আমার মক্কেল **রুহিদাস মন্ডল, পিতা - স্বর্গীয় ধীরেন মন্ডল, সাকিন- দৌলতপুর (চরমপাড়া), পোঃ- নালাগোলা, থানা- বামনগোলা, জেলা- মালদা,** এর নির্দেষানুক্রমে সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি **নিবারন চন্দ্র দাস** এর নামীয় রেকর্ডভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে। তিনি পরলোকগমন করিলে তাহার ত্যাক্তকৃত ওয়ারীশগন অর্থাৎ **১) পুর্নিমা দাস,** স্বামী - সুশীল কুমার দাস, সাকিন- নিউ টাউন পাড়া, পোঃ ও থানা ও জেলা-জলপাইগুড়ি, ২) **রমা সরকার,** স্বামী-সুভাষ সরকার, সাকিন- শান্তিনগর, পোঃ ও জেলা-আলিপুরদুয়ার, **৩) উমা সিনহা,** স্বামী- সুভাষ চন্দ্র সিনহা, সাকিন-বাবুপাড়া, পোঃ ও থানা ও জেলা - জলপাইগুড়ি, সকলে ১ /৪ অংশ করিয়া সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি যাহা বালুরঘাট এ.ডি.এস.আর. অফিসে গত ইং ২৬।০৯।২০০০ **সালে ৪৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল** বলে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি জনৈক **নিহার দাস, পিতা- স্বর্গীয় নিবারন চন্দ্র দাস, সাং- আনন্দবাগান, পোষ্ট ও থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর** এর বরাবর বিক্রয়ের নিমিত্তে ক্ষমতা প্রদান করিলে উক্ত আমমোক্তার নামা বলে তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া, তিনি আমার উপরোক্ত নামীয় মক্কেল বরাবর গত ইংরাজীর **২৯।০৬।২০১৬ তারিখে ডি.এস.আর. দক্ষিন দিনাজপুর,** বালুরঘাট, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **৪৪৬৯ নং বিক্রয় কবলা দলিল মূলে** নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। বর্তমানে আমার মক্কেল বিক্রয় কবলা দলিল মূলে খরিদকৃত নিম্ন তপশীল সম্পত্তি নিজ নামে রের্কড করিতে ইচ্ছুক। নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭ দিনের মধ্যে Balurghat B.L. & L.R.O. Office এ, যোগাযোগ করিবেন।
তপশীল সম্পত্তির বিবরন
জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর, থানা- বালুরঘাট, মৌজা- বড়কাশীপুর, জে.এল. নং ৫৩, এল.আর. দাগ নং ৩৩৮, এল.আর. খতিয়ান নং- ৮৭, পরিমান ২৬৩ শতক মধ্যে ৪৯ শতক, শ্রেণী - ডাঙ্গা।
দেবাশীষ বিশ্বাস
(আইনজীবী)
বালুরঘাট আদালত, দক্ষিণ দিনাজপুর

Office of the Pradhan
Hutmura Gram Panchayat
Vill+PO – Hutmura, Purulia, Pin-723148
Memo No.-229/HGP Dated-06/ 02/2026
NOTICE INVITING e-TENDER No.-05(4)/2025-26
E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 4(Four) different works. Bid Submission end date 16.02.2026 11 am. Date of Opening of Bid (Technical) 18.02.2026 at 11 AM. For more details visit website **https:// wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Hutmura Gram Panchayat

অ্যাসোসিয়েট এসএনটি কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৭৪, তারিখঃ ০৬-০২-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** কাটিহার ডিভিশনের ওল্ড মালদা - মালদা কোর্টের মধ্যে কিমি ৩/৭-৮-এ লেভেল ক্রসিং নং ওএস-৩ (ম্যানড) -এ ২ লেন রোড ওভার ব্রিজ নির্মাণের জন্য অ্যাসোসিয়েট এসএনটি কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৫৪,৮৩,৩৬৭.৬০ টাকা, বায়নার ধনঃ ১,০৯,৭০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ০২-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং **খুলবে** ০২-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০২-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Muriganga-1 Gram Panchayat
Pakhirala.Sagarshibpur,South 24 Parganas
E-mail: muriganga1.sagar@gmail.com
Office of the Muriganga-1 Gram Panchayat, Sagar Block,South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 08/NIT/XVFC/MG1GP/ 2026 dated 10/02/2026** Last Date of Bid Submission: **17/02/2026, 18:00 Hrs**. Date of Opening: **19/02/ 2026, 18:00 Hrs** and **NIT No: 09/ NIT/XVFC/MG1GP/2026 dated 10/02/2026** Last Date of Bid Submission: **17/02/2026, 18:00 Hrs.** Date of Opening: **19/02/2026, 18:00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Muriganga-1 Gram Panchayat, South 24 PGS,. or Visit: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Muriganga-1 Gram Panchayat

NOTICE
My client Dinesh Naskar, purchased a land measuring about 0.0268 Acre through a General Power of Attorney Smt Anjali Devi, W/o Sunil Prasad, appointed Sri Dinesh Shaw, S/o Lt Shankar Shaw as Attorney Vide Deed no-050200181, dt-28/02/2020, A.D.S.R Howrah. Now my client filed a mutation case no-MN/2026/ 0503/897, (Mouja Bally, JL-14, LR Dag-18295, LR KH-53431, before BL & LRO Bally Jagacha Block, 229 G.T Road Bally Howrah. If any one want to contest they can appear before BL & LRO within 30 days from the publication of the notice.
Sudhir Naskar
ADVOCATE

পূর্ণ দৈর্ঘ্যের সামগ্রী প্রচলন এলাকার উন্নয়ন
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসএণ্ডটি/এপিডিজে/৫৭ তারিখঃ ০৬-০২-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ **টেণ্ডার নং. এপি-এসটি-৫৭-২০২৫-২৬। কাজের নামঃ** ডামডিমে - পূর্ণ দৈর্ঘ্যের সামগ্রী প্রচলন এলাকাৰ উন্নয়ন সহিত সঠিক নর্দমা ব্যবস্থা, সামগ্রী প্রচলন এলাকার সমীপবর্তী পথের মেরামত, সামগ্রী কার্যালয়, মার্চেন্ট রুম, শ্রমিকের লেবার শেড সহিত শৌচালয় এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা, আনলোডিং কাজের সঠিক নিরীক্ষণের জন্যে সিসিটিভি এবং উপযুক্ত আলোকসজ্জার ব্যবস্থা। (এসএনটি সম্পর্কিত কাজসমূহ)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৯,৩৬,৩৫৬.১৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১৮,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হবে** ১২-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবে** ১২-০৩-২০২৬ তারিখের ই-টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবচাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসএণ্ডটি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

TENDER NOTICE
Jagatballavpur -II Gram Panchayet
E- tenders is invited from the resourceful and experience bidders for execution of different works vide Etender- NIT MEMO No. **JBPUR-II/638/2026** Date: **10/02/2026** For Details Contact: **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Jagatballavpur -II Gram Panchayet
Jagathallavpur Block.Howarh

NOTICE
My client Smt Pampa Saha, purchased a land measuring about 0.0311Acre through a General Power of Attorney Ajit Mondal, Ranjit Mondal and others, appointed Gokul Kumar Kayal & Samir Kumar Biswas as Attorney Vide Deed no-00871, dt-14/10/2003, A.D.S.R Howrah. Now my client filed a mutation case no-MN/2026/0503/843, Mouja Bally, JL-14, LR Dag-19621, LR KH-45137, before BL&LRO Bally Jagacha Block, 229 G.T Road Bally Howrah. If anyone want to contest they can appear before BL&LRO within 30 days from the publication of the notice.
Sudhir Naskar
ADVOCATE

e-Tender No. 16/TBGP/15TH CFC/2025-26 and 17/TBGP/ 15TH CFC/2025-26
e-Tender No. 16/TBGP/15TH CFC/2025-26 and 17/TBGP/15TH CFC/2025-26 are invited through on-line by the Prodhan, Tenkaraipur Balumati GP, Tenkaraipur Murshidabad, for 07 (Seven) no. work under Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat from **19/02/2026 to 20/ 02/2026.** N.B: Details may be obtained from **https:// wbtenders.gov.in** & from this office during office hours.
Sd/- Prodhan
Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat

Office of the Pradhan
Hutmura Gram Panchayat
Vill+PO – Hutmura, Purulia, Pin-723148
Memo No.-228/HGP Dated-06/ 02/2026
NOTICE INVITING TENDER No.-04(8)/HGP/2025-26
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 8(Eight) different works. Date of sale of Tender Form **06/02/2026 to 12/02/2026 from 10.00 AM to 3.00 PM & 13/02/2026 on or before 12 PM.** Last date of dropping of Sealed Tender form on or before 13/02/2026 up to 12 noon only. Date of Opening of Tender 13/02/2026 at 1.00 PM. For more details visit office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Hutmura Gram Panchayat

ফর্ম নং ৩
[নিয়ম-১৩ (১)(ক) দেখুন]
ঋণ আদায় ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ১)
৯ম তলা, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২-সি, জে. এল. নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১
মামলা নং. OA/684/2016
ঋণ আদায় ট্রাইব্যুনাল (প্রক্রিয়া) বিধি, ১৯৯৩ এর বিধি ৫ এর উপ-বিধি (২ক) সহ আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে সমন।
প্রকাশনা নং. ৬৬৩৫
পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাংক
বনাম
এমএস এমবি সরবরাহকারী
মালিক এমডি মঞ্জুন আলম
প্রতি,
(১) এমএস এম বি সরবরাহকারী মালিক এমডি মঞ্জুর আলম
এটি ৯, মিত্র লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৭
এটিও.
বাসস্থান ১০৬এফ /১, মোদন মোহন বর্মণ স্ট্রিট, ৩৯, জোড়াসাঁকো কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৭
সমন
যেহেতু, OA/684/2016 মাননীয় প্রিজাইডিং অফিসার / রেজিস্ট্রারের সামনে ১০.১২.২০২৫ তারিখে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।
যেহেতু এই মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আপনার বিরুদ্ধে ১৮৪৭৩২০.৭৬ /- টাকার ঋণ আদায়ের জন্য দায়ের করা আইনের ধারা ১৯(৪) এর অধীনে উক্ত আবেদনের উপর সমন / নোটিশ জারি করতে পেরে আনন্দিত (আবেদনটি নথিপত্রের কপি ইত্যাদি সংযুক্ত)।
আইনের ধারা ১৯-এর উপ-ধারা (৪) অনুসারে, আপনাদের, বিবাদীদের নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হচ্ছেঃ-
(i) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে হবে যে কেন প্রতিকারের জন্য আবেদন করা হবে না
(ii) আবেদনকারীর দ্বারা মূল আবেদনের ক্রমিক নম্বর ৩এ এর অধীনে নির্দিষ্ট সম্পত্তি এবং সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি বা সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করা
(iii) সম্পত্তি সংযুক্তির আবেদনের শুনানি এবং নিষ্পত্তির জন্য মূল আবেদনের ক্রমিক নম্বর ৩এ এর অধীনে প্রকাশিত সুরক্ষিত সম্পদ বা এই জাতীয় অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তির সাথে লেনদেন বা নিষ্পত্তি করা থেকে আপনাকে নিষেধ করা হয়েছে
(iv) ট্রাইব্যুনালের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, আপনি তার ব্যবসার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যতীত, বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে কোনও সম্পদ হস্তান্তর করবেন না যার উপর নিরাপত্তা স্বার্থ তৈরি হয় এবং / অথবা মূল আবেদনের ক্রমিক নম্বর ৩এ এর অধীনে নির্দিষ্ট বা প্রকাশ করা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি
(v) ব্যবসার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সুরক্ষিত সম্পদ বা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে আদায়কৃত বিক্রয় আয়ের জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে এবং এই বিক্রয় আয় ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে যারা এই ধরণের সম্পদের উপর নিরাপত্তা স্বার্থ ধারণ করে।
আপনাকে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যার একটি অনুলিপি আবেদনকারীর কাছে পাঠানো হবে এবং **১৯.০২.২০২৬ তারিখে সকাল ১০.৩০ মিনিটে** রেজিস্ট্রারের কাছে উপস্থিত হতে হবে। অন্যথায় আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনটি শুনানি এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
আমার স্বাক্ষরে এবং এই ট্রাইব্যুনালের সীলমোহরে এই তারিখে প্রদত্তঃ ১২।০১।২০২৬।
রেজিস্ট্রার
খনস আদায় ট্রাইব্যুনাল নং-১, কলকাতা

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092
Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/Eng /NIT5/2e/26
Memo No-616/ Eng/S.D Dated: 10.02.2026
e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for Civil & Electrical works under this Municipality. **Vide e-Tender ID No. 2026_MAD_5011660 _01-09**
Closing date of Bid submission is **18.02.2026 up to 14.50 hours.**
Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality under APAS Scheme & visit website- **https:// tenders. wb.gov.in**
Sd/- Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

OFFICE OF THE FRESERGANJ GRAM PANCHAYAT
FRESERGANJ, P.O.- FRESERGANJ, P.S. –FRESERGANJ COASTAL, DISTRICT - SOUTH 24 PARGANAS E-mail: pradhanfreserganj@gmail.com
NOTICE INVITING TENDER No. WB/S24PGS/FGP/NIeT NOs-34 & 35 (25-26).
Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the 20 (Twenty) Nos. different work(s)for above mentioned 2 nos NIeT. Date & Time of Bid submission Start Date and the Last Date & Time of Bid submission is as per Tender Notice uploaded for each NIeT in the website mentioned below. For details please visit Website: **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- Pradhan
Freserganj Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি
DSP MUTUAL FUND
আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Wednesday, 11th Feb 2026	Hotel Sudhiriti, opp NBU Gate-2, Shivmandir, Darjeeling, Siliguri, West Bengal	1:00 PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

PRONTO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED
CENTRE POINT 21, Hemant Basu Sarani, Third Floor,Room No. 306, Kolkata-700069Tel:033-30288506,**E-mail:** investors.pronto@gmail. com
CIN: L67120WB1982PLC035476
EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2025
(₹. in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
	31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from Operations(net)	1.12	1.16	1.48	3.54	5.15	15.52
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.30)	(1.44)	(2.95)	(3.84)	(5.97)	1.08
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(1.30)	(1.44)	(2.95)	(3.84)	(5.97)	1.08
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(1.30)	(1.44)	(2.95)	(3.84)	(5.97)	0.75
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1.30)	(1.44)	(2.95)	(3.84)	(5.97)	0.75
Equity Share Capital	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
(Face value Rs.10/- per Equity Share) Reserves excluding Revaluation reserves as per balance sheet of the previous accounting year	-	-	-			-
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
Basic	(0.54)	(0.60)	(1.23)	(1.60)	(2.49)	0.31
Diluted	(0.54)	(0.60)	(1.23)	(1.60)	(2.49)	0.31

Notes: (a)The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended 31.12.2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended 31.12.2025 are available on the Stock Exchange websites (CSE) and Company website i.e. www.pisl.in.
(b) Exceptional and/or Extraordinary items (if any) adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with AS Rules.
For and on behalf of the Board
Sd/-
SUSHIL KUMAR AGRAWAL
Director
DIN: 00649521
Place : Kolkata
Dated : 10.02.2026

GOVERNMENT OF INDIA

CBC 35101/13/0113/2526

জীবিকা জোরদার করবে, পরিবারকে সমৃদ্ধ করবে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন

গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পশুপালন, মৎস্য ও হাঁস-মুরগির পরিকাঠামো

বিকশিত ভারত - রোজগার এবং আজিবিকা মিশনের গ্যারান্টি (গ্রামীণ)ঃ ভিবি - জি রাম জি

(বিকশিত ভারত - জি রাম জি) অ্যাক্ট, ২০২৫

১২৫ দিন

নিশ্চিত মজুরি কর্মসংস্থান

পাওয়ার হিটিংয়ে বাজিমাত লিয়েন্ডারকে ছোঁয়া ডিকের

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ তাঁর শুরুটাই ছিল চমকের। ভারতের নতুন টেনিস সেনসেশন দক্ষিণেশ্বর সুরেশ ২০২৩ সালে ওয়ার্ল্ড টেনিস লিগে সবাইকে অবাক করে হারিয়ে দিয়েছিলেন ড্যানিল মেদভেদেভকে। বেঙ্গালুরুতেই সেই চমকটা দিয়েছিলেন মাদুরাইয়ের সাড়ে ছ'ফুটের নয়া প্রতিভা। সেই বেঙ্গালুরুতেই আবার নিজেকে তুলে ধরলেন ২৫ বছরের সুরেশ। ভারতীয় টেনিস সার্কিটে তিনি অবশ্য দক্ষিণেশ্বর বা সুরেশ নয়, পরিচিত 'ডিকে' নামেই। রবিবার রাতে বেঙ্গালুরুর এসএম কৃষ্ণা টেনিস স্টেডিয়ামে ডেভিস কাপে ভারত অবিশ্বাস্য জয় তুলে নেয় নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে। বিশ্বের ৬ নম্বর টিমকে ৩-২ হারায় ৩৩ নম্বর দেশ ভারত। আর এই জয়ের নায়ক ডিকে। যিনি দুটো সিঙ্গলসের পাশাপাশি যুকি ভাম্ব্রিকে সঙ্গে নিয়ে ডাবলসেও বিধ্বস্ত করেন ডাচ তারকাদের। ভারতের টেনিস ইতিহাসে ২০০৪ সালের ডেভিস কাপে জাপানের বিরুদ্ধে জয়ের হ্যাটট্রিক করেছিলেন লিয়েন্ডার পেজ। ২২ বছর পরে লি-কে ছুঁলেন ডিকে। তবে টেনিস মহল লিয়েন্ডারের থেকেও ডিকের সাফল্যকে এগিয়ে রাখছেন, প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস হওয়ায়। আর ডিকে সেই অর্থে ওয়ার্ল্ড টেনিস সার্কিটে 'লিলপুট'। কারণ তাঁর র‌্যাঙ্কিং এখন ৪৬৫। ট্যুর টেনিসে এখনও সেই অর্থে হাত পাকাননি তিনি। তাঁর যাবতীয় সাফল্য কলেজ-ইউনিভার্সিটি পর্যায়েই। মাদুরাইয়ের ছেলে হলেও ডিকের পড়াশোনা, খেলাধুলো সব কিছুই ইউএসএ-র ওয়েক ফরেস্ট ইউনিভার্সিটিতে। সেখানেই তিনি শিখেছেন টেনিসে গতি-শক্তির ব্যবহার। ভারতীয় টেনিস সাধারণত হয় টাচ অ্যান্ড ভলির। কিন্তু ডিকের গতিময় সার্ভিস, জোরালো ফোরহ্যান্ড রিটার্ন প্রতিপক্ষদের চাপে ফেলে দেয়। তাঁর খেলার মধ্যে এই নতুনত্ব দেখেই ভারতীয় টেনিস টিমের ক্যাপ্টেন রোহিত রাজপাল তাঁকে গত বছর সুইজারল্যান্ড টাইয়ে টিমে নেন। সেখানে সাফল্য পাওয়ায় নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ওয়ার্ল্ড গ্রুপ কোয়ালিফাইংয়ের প্রথম রাউন্ডের টাইয়ে সুযোগ দেন। সিঙ্গলসের সঙ্গে ডাবলসেও খেলান। রাজপালের আস্থার মূল্য দিয়েছেন ডিকে। অবিশ্বাস্য টাই জিতিয়ে আত্মবিশ্বাসী ডিকে বলেছেন, ''এটা তো সবে শুরু। আমি ভারতের টেনিসপ্রেমীদের আরও অনেক ভালো খেলা দেখাতে চাই। এনে দিতে চাই সাফল্যও।''

'স্ত্রী-পরিবারের সঙ্গে নয়'
সূর্যদের দাবি খারিজ করল বোর্ড

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ জয় দিয়ে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে টিম ইন্ডিয়া। তবে প্রথম ম্যাচে আমেরিকার বিরুদ্ধে জিতলেও চিন্তা বেড়েছে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে। তাড়াহুড়োয় বড় শট খেলতে গিয়ে উইকেট ছুড়ে দিয়ে এসেছেন অভিষেক শর্মা, শিবম দুবেরা। তাই বিশ্বকাপের মাঝে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সেটাই প্রমাণিত হয়েছে একটি ঘটনায়। স্ত্রী অথবা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে থাকার জন্য বিসিসিআই-এর কাছে অনুরোধ করেছিলেন সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের সদস্যরা। কিন্তু সেই আবেদন একেবারেই নাকচ করেছে বিসিসিআই। কী জানিয়েছে বোর্ড? বর্ডার গাভাসকর

ট্রফিতে হারের পরে ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে একাধিক নতুন নিয়ম চালু করে বিসিসিআই। সেখানেই জানানো হয়েছিল টুর্নামেন্ট চলাকালীন ক্রিকেটাররা স্ত্রী, বাগদত্তা বা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে থাকতে পারবেন না সবসময়ে। ৪৫ দিন বা তার বেশি সময় ধরে চলা সিরিজ বা টুর্নামেন্টে ১৪ দিনের বেশি পরিবারের সঙ্গে কাটাতে পারবেন ক্রিকেটাররা। তার কম সময় ধরে চলা সফরে পরিবারের সঙ্গে থাকার সময়সীমা এক সপ্তাহ। তাই বিশ্বকাপের মধ্যে সেই নিয়মে কোনও পরিবর্তন করতে চায়নি বিসিসিআই। এই নিয়ে বিসিসিআই-র এক কর্তা বলেন, ''ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট জানতে চেয়েছিল ক্রিকেটারদের স্ত্রী ও বাগদত্তারা দলের সঙ্গে সফর করতে ও একসঙ্গে থাকতে পারবেন কি না। বোর্ড স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ক্রিকেটাররা পরিবারের সঙ্গে থাকতে পারবেন না। তবে তাঁরা আলাদা ব্যবস্থা করতে পারেন।'' বিশ্বকাপ চলাকালীন ভারতীয় দল একটি প্রাইভেট চার্টারে সফর করবে। প্লেয়াররা ব্যক্তিগত শেফকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন, তবে অন্য হোটেলে থাকতে হবে। সবচেয়ে কাছের কোনও হোটেল বুক করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যাতে শেফরা রান্না করে প্লেয়ারদের খাবার পাঠাতে পারেন টিম হোটেলে। কয়েকজন সাপোর্ট স্টাফ বিসিসিআই-কে জানিয়েছিলেন যে কয়েকজন ক্রিকেটার ইনফর্মাল টিম মিটিং ও পরিকল্পনা সাজানোর সেশনে নিয়মিত অংশ নিচ্ছেন না। এর পরেই বিসিসিআই এই কড়া পদক্ষেপ করেছে। এখন দেখার, এই সিদ্ধান্ত দলের পারফরম্যান্সে কোনও প্রভাব ফেলে কি না।

ভারতের বিপক্ষে খেলতে অনুমতি দিল পাক-সরকার

ইসলামাবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ দীর্ঘ টানাপোড়েনের অবসান ঘটিয়ে পাকিস্তান সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলার অনুমতি দিয়েছে। সোমবার রাতে জারি করা এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পাকিস্তান জাতীয় দল ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ আইসিসি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে। এই ঘোষণার মাধ্যমে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বয়কট নিয়ে চলা সব জল্পনার কার্যত অবসান হল। কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে এই ম্যাচকে বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ক্রিকেট ম্যাচগুলোর একটি বলে উল্লেখ করা হচ্ছিল, যার আর্থিক মূল্য কয়েক হাজার কোটি টাকারও বেশি বলে অনুমান করা হয়। পাকিস্তান সরকারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বহুপাক্ষিক আলোচনার ফলাফল এবং বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলোর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার ক্রিকেটের চেতনা রক্ষা এবং খেলাটির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত আসে লাহোরে অনুষ্ঠিত এক

গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের একদিন পর। ওই বৈঠকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং আইসিসি-র প্রতিনিধিরা অংশ নেন। এর আগে পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের প্রতি সংহতি জানিয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা দিয়েছিল। বাংলাদেশের জাতীয় দল ভারতে ম্যাচ খেলতে অস্বীকৃতি জানানোয় আইসিসি তাদের টুর্নামেন্ট থেকে বাদ দেয় এবং স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে। সেই প্রেক্ষাপটেই পাকিস্তানের বয়কটের সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক স্তরে বড় বিতর্ক তৈরি করে। সোমবার ঢাকায় বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল এক বিবৃতিতে পাকিস্তানকে সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানালেও, ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার অনুরোধ জানান। পর্যবেক্ষকদের মতে, এই আহ্বান পাকিস্তানের জন্য সিদ্ধান্ত বদলের একটি কূটনৈতিক পথ তৈরি করে। এদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ আগেই প্রকাশ্যে বয়কটের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তবে আন্তর্জাতিক চাপ, আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা এবং আইসিসির কড়া অবস্থানের পর সরকার শেষ পর্যন্ত ইউ-টার্ন নেয়। আইসিসি দুবাই থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সঙ্কট নিরসনে জড়িত সব পক্ষের গঠনমূলক আলোচনাকে তারা স্বাগত জানায়। সংস্থাটি স্পষ্ট করেছে, সদস্য দেশগুলিকে তাদের প্রতিশ্রুতি মেনে চলতে হবে এবং টুর্নামেন্ট নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করাই তাদের মূল লক্ষ্য। বর্তমানে সবকিছু ঠিক থাকলে, ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোতে নির্ধারিত ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটি সূচি অনুযায়ীই অনুষ্ঠিত হবে। ক্রিকেট বিশ্ব এখন সেই বহুল প্রতীক্ষিত লড়াইয়ের দিকেই তাকিয়ে।

'ক্লাবের চেয়ে বড় কেউ না', আল নাসের ছাড়ার জল্পনার মাঝেই কড়া বার্তা রোনাল্ডোকে

রিয়াধ, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ বুধবার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর ম্যাচে আর্কাদাগের বিরুদ্ধে নামার কথা আল নাসেরের। কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার দৌড়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচ। তবে এই ম্যাচেও বয়কট জারি রাখতে পারেন তারকা ফুটবলার ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো। সৌদি প্রো লিগের শেষ দুই ম্যাচে আল নাসেরের হয়ে খেলেননি তিনি। প্লেয়ার সই করানো এবং ক্লাবে আর্থিক বিনিয়োগের নিয়ম নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন ৪১ বছর বয়সি এই তারকা ফুটবলার। দ্রুত সমাধান না হলে ক্লাব ও লিগ ছাড়ার হুঁশিয়ারিও দেন। এ বার এই নিয়ে মুখ খুলল সৌদি প্রো লিগ কর্তৃপক্ষ। কোনও ফুটবলারই ক্লাব বা লিগের চেয়ে বড় নন, সেটা স্পষ্ট জানাল তারা। সৌদি প্রো লিগের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'সৌদি প্রো লিগ খুবই সহজ একটা নিয়ম মেনে গড়ে উঠেছে। একই নিয়মের অধীনে প্রতিটা ক্লাব চালিত হয়। আল নাসের যোগদানের পরে ক্লাবের সঙ্গে যথেষ্ট জড়িয়ে রয়েছেন ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো। আল নাসেরের উন্নতি ও সৌদি প্রো লিগের জনপ্রিয়তা বাড়াতেও বড় ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। তবে কোনও ব্যক্তি যত প্রভাবশালীই হন না কেন, ক্লাবকে টপকে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।' এই বিবৃতির পরে বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন রোনাল্ডোর আল নাসের বা সৌদি প্রো লিগ ছাড়ার হুমকিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সৌদি প্রো লিগে পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট নামে একটি সংস্থা আল হিলাল, আল নাসের, আল ইত্তিহাদ ও আল আহলি- এই চারটি ক্লাব চালায়। ট্রান্সফার উইন্ডোতে কে কত টাকা খরচ করতে পারবে সেটাও আসে তাদের বিনিয়োগ থেকে। সেখানেই পক্ষপাতিত্বের দাবি তুলেছেন রোনাল্ডো। লিগ টেব্লে শীর্ষে রয়েছে আল হিলাল। সম্প্রতি আল ইত্তিহাদ থেকে করিম বেঞ্জেমাকে সই করিয়ে স্কোয়াড আরও শক্তিশালী করেছে তারা। ফলে খেতাবি লড়াইতে থাকা বাকি দলগুলিকে টেক্কা দেওয়া আরও সহজ হলো তাদের জন্য। অন্য দিকে ট্রান্সফার উইন্ডোতে মাত্র একজন প্লেয়ারকে সই করিয়েছে আল নাসের। পর্যাপ্ত আর্থিক বিনিয়োগ না পাওয়ার কারণেই এই সমস্যা। এই বিষয়গুলোই মেনে নিতে পারেননি রোনাল্ডো।

ইউরোপের এক দাপুটে ফুটবলারকে দলে টানতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ দিন ছয়েক বাকি। তারপরেই শুরু হতে চলেছে এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। বিগত সিজন পর্যন্ত দুইটি লেগের মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্ট আয়োজিত হলেও এবার বদলেছে অনেক কিছু। অন্যান্যবার এই সময় প্রথম ডিভিশন লিগ প্রায় অনেকটাই এগিয়ে গেলেও এবার শুরু হচ্ছে অনেকটা পরে। যারফলে সুইস মডেলের মধ্য দিয়ে আয়োজিত হচ্ছে আইএসএল। অর্থাৎ একটি লেগের মধ্য দিয়েই পরিচালিত হচ্ছে সমগ্র টুর্নামেন্টটি। কয়েকদিন আগেই প্রকাশিত হয়েছে টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত সূচি। সেই অনুসারে এবার দশটি হোম ম্যাচ পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। যেটা নিঃসন্দেহে অনেকটাই অ্যাডভান্টেজ দিতে পারে ফুটবলারদের। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দল আদৌ এবার সাফল্য পাই কিনা সেটাই দেখার বিষয়। সূচি বলছে আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি তাঁদের প্রথম ম্যাচ যেখানে টানা দুই বারের ডুরান্ড কাপ জয়ী দল তথা নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলতে হবে অস্কার ব্রুজোর ছেলেদের। সেই মতো নিজেদের প্রস্তুত করছেন দলের ফুটবলাররা। কিন্তু এই নতুন বছরের শুরু থেকেই সকলকে চিন্তায় রাখছে দলের আক্রমণভাগ। মরসুমের শুরুতে হামিদ আহদাদ থেকে শুরু করে হিরোশি ইবুসুকির মতো ফুটবলারদের দলে টানা হলেও খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি কেউ। স্বাভাবিকভাবেই এই নতুন বছরের প্রথম দিকেই বিদায় জানানো হয়েছে দুই ফুটবলারকে। তারপর নতুন ফুটবলারদের নাম ঘোষনার অপেক্ষায় ছিল সমর্থকরা। দিন কয়েক আগেই মরোক্কান বংশোদ্ভূত এক স্প্যানিশ ফুটবলারের নাম ঘোষণা করে মশাল ব্রিগেড। তিনি ইউসেফ ইজ্জেজারি। ইতিমধ্যেই তিনি এসে পড়েছেন শহরে। নিজেকে এই অল্প সময়ের মধ্যে আদৌ কতটা মানিয়ে নিতে পারেন সেটা নিঃসন্দেহে নজর থাকবে প্রত্যেকের। কিন্তু তিনি একা নন। খুব শীঘ্রই আরও এক ফুটবলার তথা নিজেদের ষষ্ঠ বিদেশীর নাম ঘোষণা করবে ইস্টবেঙ্গল। সেক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উঠে আসছে ইউরোপের কথা। মনে করা হচ্ছে ইউরোপের এক দাপুটে ফুটবলারকে দলে টানতে চলেছে মশাল ব্রিগেড। সব ঠিকঠাক থাকলে ভিসাগত সমস্যা মিটলেই হয়তো সেই ফুটবলারের নাম জানিয়ে দেবে কলকাতা ময়দানের এই প্রধান।

শুধু বিশ্বকাপ নয়, আইপিএল-এও অনিশ্চিত হর্ষিত রানা, চিন্তায় কেকেআর শিবির

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বড় ধাক্কা খেয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। টুর্নামেন্ট শুরুর দু'দিন আগে ওয়ার্ম আপ ম্যাচে চোট পান তরুণ পেসার হর্ষিত রানা। পরে বিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে জানানো হয় গোটা বিশ্বকাপ থেকেই ছিটকে গিয়েছেন তিনি। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে যোগ দিয়েছেন মহম্মদ সিরাজ। এ বার চিন্তা বাড়ল কলকাতা নাইট রাইডার্সের। অস্ত্রোপচারের পরে জানা গিয়েছে আসন্ন আইপিএল-এও অনিশ্চিত হর্ষিত রানা। কয়েকদিন আগেই বাদ পড়েছেন বাংলাদেশি পেসার মুস্তাফিজুর রহমান। এ বার হর্ষিত খেলতে না পারলে পেস অ্যাটাক নিয়ে চাপ বাড়বে কেকেআর-এর। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ার্ম আপ ম্যাচে হাঁটুতে গুরুতর চোট পান হর্ষিত রানা। সেই কারণেই বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যেতে হয় তাঁকে। কোনও ঝুঁকি না নিয়ে চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন সার্জারি করার। সফল অস্ত্রোপচারের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টও করেন রানা। জানান, যত দ্রুত সম্ভব সুস্থ হয়ে ক্রিকেটে ফেরাই তাঁর লক্ষ্য। এ বার প্রকাশ্যে এল নতুন আপডেট। হর্ষিত রানার রিকভারি নিয়ে এক জনপ্রিয় ইংরাজি

দৈনিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মুখ খুলেছেন বোর্ডের কর্তা। তিনি বলেন, ''কোকিলাবেন ধীরুভাই আম্বানি হসপিটালে ডক্টর দিনশ পারদিওয়ালার অধীনে সার্জারি হয়েছে হর্ষিত রানার। ল্যাটারাল মেনিসকাস মাসলের সার্জিকাল রিপেয়ারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। অস্ত্রোপচারের পরে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিয়ে বিসিসিআই-এর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাবের জন্য যোগ দেবেন তিনি। বিশ্বকাপের পাশাপাশি, আইপিএল-এও অনিশ্চিত তিনি। পুরো টুর্নামেন্ট না হলেও অনেকটা অংশ জুড়ে খেলতে পারবেন না এই পেসার।'' চলতি মরশুমে আইপিএল-এ পেস অ্যাটাক শক্তিশালী করার দিকে নজর দিয়েছিল কেকেআর। নিলামে মুস্তাফিজুর রহমান ও মাথিশা পাথিরানার মতো তারকা পেসারকেদলে নিয়েছিল তারা। মুস্তাফিজুরের পরে হর্ষিতও ছিটকে গেলে নিশ্চিত ভাবে চাপ বাড়বে কেকেআর শিবিরের উপরে।

বিশ্বকাপ বয়কট অধ্যায়ের ইতি, বাংলাদেশকে বড় আশ্বাস দিল আইসিসি

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ঘিরে সাম্প্রতিক বয়কট নাটকের অবসান ঘটার পর বাংলাদেশ ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। আইসিসি, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর মধ্যে হওয়া একাধিক বৈঠক ও আলোচনার পর স্পষ্ট করা হয়েছে, বাংলাদেশ ক্রিকেট আইসিসির কাছে একটি পূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবেই থাকবে। আইসিসির জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আইসিসি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ক্রিকেটের দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ, এই দুই বিষয়কে সামনে রেখে উন্মুক্ত, গঠনমূলক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। সেই আলোচনায় বাংলাদেশের বিশ্বকাপে অংশ না নিতে পারার বিষয়টি উঠে এলেও, আইসিসি স্পষ্ট করেছে যে এতে বাংলাদেশের ক্রিকেটের উপর কোনও দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য বিসিবির উপর কোনও আর্থিক, ক্রীড়াগত বা প্রশাসনিক শাস্তি আরোপ করা হবে না। একই সঙ্গে বিসিবির বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির (ডিআরসি) কাছে যাওয়ার অধিকার সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ থাকবে বলেও জানিয়েছে আইসিসি। আইসিসি তাদের বিবৃতিতে বাংলাদেশকে ক্রিকেটের অন্যতম প্রাণবন্ত বাজার হিসেবে উল্লেখ করেছে,

যেখানে ২০ কোটিরও বেশি আবেগপ্রবণ সমর্থক রয়েছেন। সংস্থাটি জানিয়েছে, এই বাজারে ক্রিকেটের উন্নয়ন এবং বিস্তারে তারা ভবিষ্যতেও সক্রিয় ভূমিকা নেবে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা এসেছে আয়োজক দেশ সংক্রান্ত বিষয়ে। আইসিসি জানিয়েছে, ২০২৮ থেকে ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি আইসিসি ইভেন্ট আয়োজন করবে। এই সিদ্ধান্ত আইসিসির স্বাভাবিক আয়োজন পদ্ধতি ও সময়সীমার আওতাতেই নেওয়া হয়েছে। আইসিসির মতে, এটি বাংলাদেশের আয়োজক হিসেবে সক্ষমতার উপর আস্থার প্রতিফলন এবং দেশটির ক্রিকেট উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের অংশ। আইসিসির প্রধান নির্বাহী সঞ্জয় গুপ্ত বলেন, ''টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অনুপস্থিতি দুঃখজনক, কিন্তু এটি বাংলাদেশের প্রতি আইসিসির প্রতিশ্রুতি বদলায় না। বাংলাদেশ একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্রিকেট ইকোসিস্টেম এবং স্বল্পমেয়াদি বিঘ্ন দিয়ে তার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে না।'' এই বোঝাপড়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে লাহোরে অনুষ্ঠিত বৈঠক। সেখানে আইসিসির ডেপুটি চেয়ারম্যান ইমরান খাজা, পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি এবং বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার মূল বিষয় ছিল পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত। পরে পাকিস্তান সরকার সেই অবস্থান থেকে সরে আসায় পুরো সংকটের সমাধান হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তাও অনেকটাই কাটল। সব মিলিয়ে, এই সিদ্ধান্তগুলো বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য স্বস্তির বার্তা। বিশ্বকাপে অংশ নিতে না পারলেও, আইসিসির প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট করে দিল-বাংলাদেশ ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ এখনও বৈশ্বিক পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com